কমডেকা স্মরণিকা

জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-০২
হার্ড পয়েন্ট, সিরাজগঞ্জ

বাংলাদেশ স্কাউটস
BANGLADESH SCOUTS

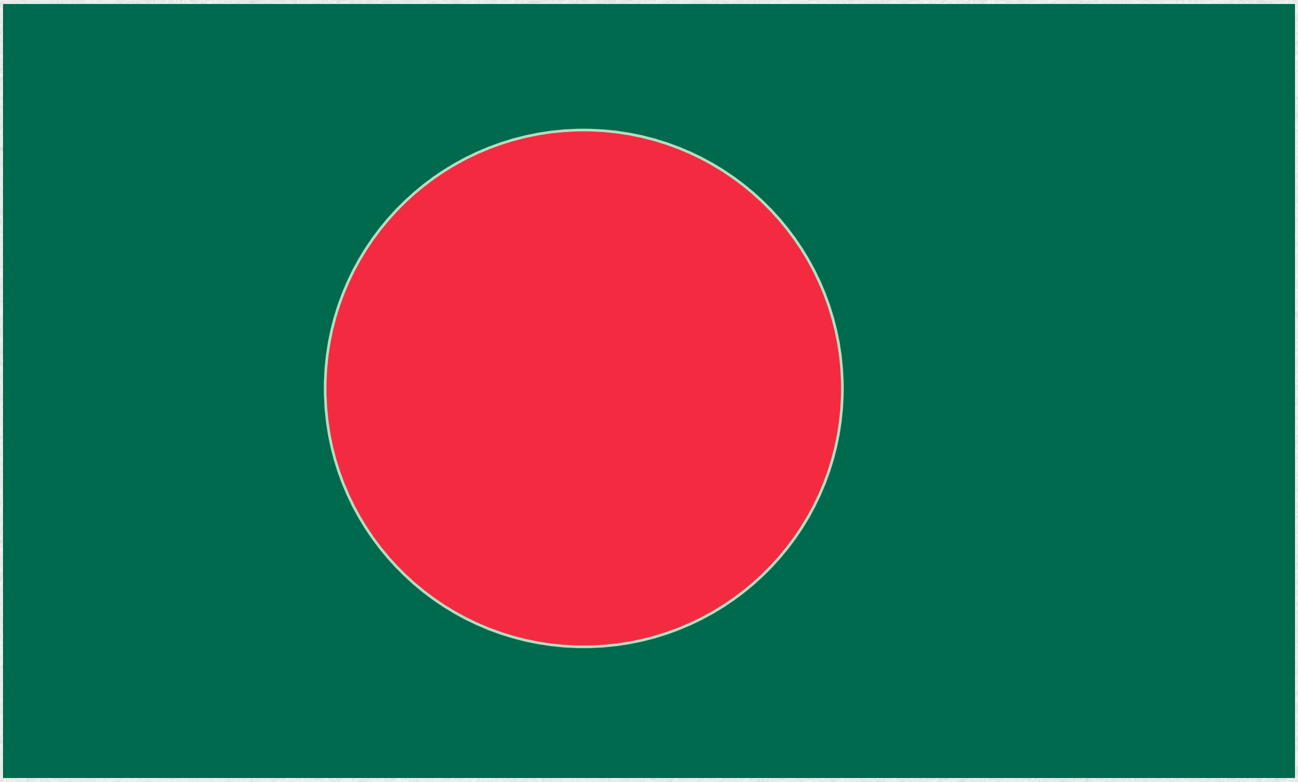

National Flag of Bangladesh

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে---
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কি ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো---
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায়রে---
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

NATIONAL ANTHEM

My Bengal of gold, I love you.
Forever your skies, your air set my heart in tune
as if it were a flute.
In Spring, Oh mother mine, the fragrance from
your mango-groves makes me wild with joy--
Ah, what a thrill!
In Autumn, Oh mother mine,
in the full-blossomed paddy fields,
I have seen spread all over--sweet smiles!
Ah, what a beauty, what shades, what an affection
and what a tenderness!
What a quilt have you spread at the feet of
banyan trees and along the banks of rivers !
Oh mother mine, words from your lips are like
Nectar to my ears!
Ah, what a thrill!
If sadness, Oh Mother mine, casts a gloom on your face,
my eyes are filled with tears !

(Original in Bengali by Rabindranath Tagore)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়	৪
বাণী	৫-১৩
লোগো ও থিম	১৪
থিম সং	১৫
ফটো গ্যালারি	১৬-২১
From New York to Bangladesh: The Journey of the Scouts	২২
Shaheed Mir Mugdho : An Unforgettable Memory	২৩
কমডেকার প্রয়োজনীয়তা	২৪-২৬
কমডেকা ও রোভারিং	২৭-২৯
৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫: যমুনা পাড়ে তারুণ্যের মেলা	৩০-৩১
নেতৃত্ব, উন্নয়ন ও যুব সমাজ	৩২
মুগ্ধ এক সুগন্ধী ফুলের নাম	৩৩-৩৫
২২ ফেব্রুয়ারি–স্কাউট ফাউন্ডার ডে: ইতিহাস ও তাৎপর্য	৩৬-৩৮
বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে স্কাউটিং	৩৯-৪০
বাংলাদেশের স্কাউটিং-এ মুক্ত দল: আগামীর প্রত্যাশা	৪১-৪২
স্কাউটিং, যুব সমাজ ও নেতৃত্ব	৪৩-৪৪
স্মৃতিতে তৃতীয় জাতীয় কমডেকা ও অষ্টম জাতীয় রোভার মুট	৪৫
বীরত্বের গল্পগাঁথা	৪৬-৪৭
আর্তমানবতার সেবায় রোভার স্কাউটিং	৪৮-৫০
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর চোখে এপিআর জাম্বুরী স্মৃতিকথা ২০২৩	৫১
বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং	৫২-৫৩
স্কাউটিং একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান	৫৪-৫৫
স্বাধীনতার পথে এক তরুণের দুর্বিষহ দুই দিন	৫৬-৫৭
বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনগত দৃষ্টিকোণ	৫৮-৫৯
বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং	৬০-৬৩
স্কাউটিং যাত্রা	৬৪-৬৫
বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং	৬৬-৬৭
লজ্জিত স্বাধীনতা	৬৮
একুশ পঙ্‌ক্তি	৬৯
শোকগাঁথা	৭০
তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে দেশ গড়া	৭১
দেশ মায়ের ঋণ	৭২
৭ম জাতীয় কমডেকা সাংগঠনিক কমিটির তালিকা	৭৩-৭৫
উপ কমিটির তালিকা	৭৬-৮৪
কমডেকা প্রোগ্রাম সূচি	৮৫
স্মৃতির পাতায় অম্লান	৮৬-৮৮
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৮৯
বিজ্ঞাপন	৯০-৯৩

সম্পাদকীয়

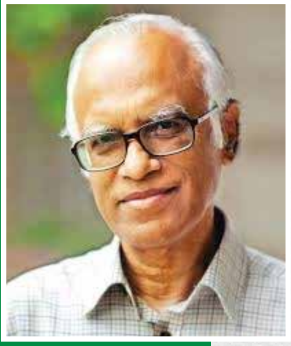

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ
উপদেষ্টা
শিক্ষা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ স্কাউটস ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানকে স্মরণ রেখে "বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" থিম নিয়ে ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে ২০২৪ এ দেশের ছাত্র-জনতা বুকের রক্ত দিয়েছে। নিজেরা শহীদ হয়ে আমাদের উপহার দিয়ে গেছে একটি বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ।।

স্কাউট আন্দোলনের মধ্যদিয়ে শিশু, কিশোর ও যুব সমাজ সেবার মন্ত্র পায়। স্কাউটরা সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে দেশ ও মানুষের সেবায় এগিয়ে আসে। স্কাউটিং আন্দোলন থেকে পাওয়া সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই সেদিন শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ সবাইকে পানি খাওয়াতে গিয়ে দিয়েছিল নিজের প্রাণ। স্কাউটসের মূল মন্ত্র হল- "সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।" জুলাই বিপ্লবে বাংলাদেশ স্কাউটস পরিবারের নাফিজ, আহনাফ, রোহান, ফারহানুল ইসলাম, মুন্না, সাদ, মাহবুব আলম ও তাহির জামানদের আত্মত্যাগ আমাদের বুঝিছে দিয়েছে স্কাউটরা দেশের প্রয়োজনে সত্যিই সদা প্রস্তুত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিজেও ছাত্রজীবনে স্কাউটিং করেছেন। স্কাউটিং হলো নেতৃত্ব বিনির্মাণের অন্যতম আতুরঘর। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা আর তরুণদের শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এতে তরুণদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি হবে। ফলে আমরা আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাংলাদেশকে সেই দক্ষ তরুণদের হাতে রেখে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নিতে পারব। তাই আমি কমডেকায় অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটদের লেখাপড়ার পাশাপাশি দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হয়ে উঠতে অনুরোধ জানাই। তোমাদের মনে রাখতে হবে ২০২৪-এ যেভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ, ঠিক সেভাবেই তোমাদেরকে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে কাজ করতে হবে।

প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী সর্বজন স্বীকৃত জনপ্রিয় আন্দোলন। শিশু-কিশোর ও যুবাদের সৎ, চরিত্রবান, আদর্শ দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস কাজ করে চলেছে। স্কাউটিং আন্দোলন ১৯০৭ সালে শুরু হলেও জীর্ণতা, পুরনো ধ্যান ধারণা এ আন্দোলনকে আবদ্ধ করতে কমডেকার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে রোভার স্কাউটরা সমাজ পরিবর্তনের কর্মযোগ্য এক একজন স্বপ্নসারথি হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ এর সাফল্য কামনা করি।

(ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ)

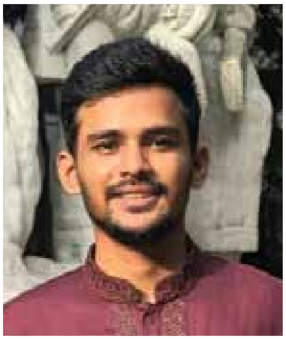

মাননীয় উপদেষ্টা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার,
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে আগামী ১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জের হার্ডপয়েন্টে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-০২ এ ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট, স্বেচ্ছাসেবী এবং কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আনাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে ২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা রাজপথে নিজেদের জীবন ও ভবিষ্যতের কথা না ভেবে অকাতরে জীবন দিয়েছে। এখনো শত শত ছাত্র-জনতা আহত এবং পঙ্গু হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। শুরুতেই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদ ও আহতদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। স্কাউট সদস্যসহ যাদের ত্যাগের বিনিময়ে এ বিজয় অর্জিত হয়েছে তাদের সকলের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস পরিবার গর্বিত। কারণ শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ বাংলাদেশ স্কাউটস পরিবারের সদস্য। আমি বিশ্বাস করি শহীদ মুগ্ধের আত্মত্যাগ বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখবে। বাংলাদেশ স্কাউটস পরিবারের শহীদ ৮ জন মুগ্ধ, নাফিজ, আহনাফ, রোহান, মুন্না, সাদ, মাহবুব আলম ও তাহির জামানদের আত্মত্যাগ জাতি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। স্কাউটিং আন্দোলন শিশু, কিশোর ও যুবদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক গুণাবলী উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। আমি জানি পরিচয় গোপন রেখে সারা দেশের অসংখ্য স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা জুলাই-আগস্টে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য রাস্তায় নেমেছিল। এবার সময় এসেছে আপন পরিচয়ে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের।

"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" থিম নিয়েই আয়োজন করা হচ্ছে এবারের কমডেকা। তাই কমডেকায় অংশগ্রহণকারী সকল রোভার স্কাউটদের অনুররোধ করব আপনারা আপনাদের এই কাজ অব্যহত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। আমি বাংলাদেশ স্কাউটসের নেতৃবৃন্দকে সেবামূলক কার্যক্রম ও সাফল্যের ধারা অব্যহত রাখতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই কাজে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও আন্তরিকতা থাকবে বলে আমি নিশ্চিত করতে পারি।

জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্পে প্রায় ৫(পাঁচ) হাজার রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবে। যমুনা পাড়ের মানুষের কঠিন জীবনধারা সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা পাবে রোভার স্কাউটরা। কমডেকার প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর হবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি। আজকের স্কাউটরা আগামীর বৈষমাহীন সমাজ ও নতুন লাল সবুজের বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কনডেকা)-২০২৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

বাণী

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বাণী

যমুনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত জেলাসমূহের মধ্যে অন্যতম সিরাজগঞ্জ জেলা। যমুনা পাড়ের হাজারো বাসিন্দা প্রতি বছর যমুনার ঢেউ আর নদী ভাঙনের সাথে লড়াই করে। সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ক্যাম্প আয়োজনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে আগামী ১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ের হার্ডপয়েন্টে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-০২ তে "৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এবারের কমডেকায় স্থান ও স্লোগান নির্বাচন শতভাগ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। যমুনার চরাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে কাজ করার চমকপ্রদ সুযোগ পাবে রোভার স্কাউটরা। অগ্নিকান্ডে উদ্ধার অভিযান, শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, হজ্ব ক্যাম্পে সেবাদানসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসে রোভার স্কাউট। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বন্যায় যখন ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলা প্লাবিত হয়, তখন মানব সেবার মহান ব্রত নিয়ে উদ্ধার কাজ, খাদ্য বিতরণ ও বন্যা পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় রোভার স্কাউট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মুক্তাঙ্গণে অনুষ্ঠিতব্য এবারের কমডেকায় অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে, যা তাদের পরবর্তী জীবনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই কমডেকার মধ্য দিয়ে রোভার সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গঠনের শিক্ষা অর্জন করবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি। 'শূন্য দারিদ্র, শূন্য বেকারত্ব ও শূনা কার্বন নিঃসরণ' এই "থ্রি জিরো" সম্পর্কে রোভার স্কাউট বিশদ ভাবে জানার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। নদী ও চরাঞ্চলে কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারবে নদী অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের নদীর সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

স্কাউটিং একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। শিশু, কিশোর-কিশোরী তথা যুব সমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাই তাদের সৎ, চরিত্রবান, আত্মনির্ভরশীল দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আমার বিশ্বাস, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এ কমডেকা সফল সমাপ্তির মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হবে। সেই সাথে রোভার স্কাউটের মানবিক কর্মযজ্ঞ জয় করে নেবে সমাজের অসহায় ও মেহনতী মানুষের হৃদয়।

আমি বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মোঃ এহছানুল হক
আহবায়ক
এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা

বাণী

সপ্তম জাতীয় কমডেকা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবার সিরাজগঞ্জের যমুনা পাড়ের হার্ডপয়েন্টে। এবারের মূল প্রতিপাদ্যঃ "বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং"। এ এক বিশাল আয়োজন যা সারা দেশের তরুণ রোভার-স্কাউটদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠবে।

গত বছরের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিতে এবারের এই কমডেকা নিঃসন্দেহে অনন্য এক মাত্রা পেয়েছে। তারুণ্যের অপরূপ শক্তিতে উজ্জীবিত ছেলে-মেয়েদের মৈত্রী ও বন্ধুত্বের এই মেলবন্ধন পারস্পরিক অভিজ্ঞতা, ধ্যান-ধারণা বিনিময় এবং স্বপ্নের জাল বোনার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

আমি এই কমডেকায় অংশ নেয়া এই সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীদের এবং সেই সঙ্গে এই আয়োজনের সঙ্গে থাকা সকল স্কাউট স্বেচ্ছাসেবী ও সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের স্বাগত জানাই। আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এই আয়োজনকে সফল ও সার্থক করে তুলতে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিটির এবং কমডেকা ২০২৫ কমিটির সকল সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমি এ জন্য তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সাফল্যে সার্থক হোক, ধন্য হোক এই বিশাল উদ্যোগ।

(এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া)
সভাপতি
সপ্তম জাতীয় কমডেকা সাংগঠনিক কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

সিনিয়র সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" থিমকে ধারণ করে বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে আগামী ১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-০২, হার্ডপয়েন্ট, সিরাজগঞ্জে "৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

২০২৪ এর জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান আমাদের সামনে এক নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে রোভার স্কাউটদের। এ আন্দোলনে বাংলাদেশ স্কাউটস পরিবারের শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ, নাফিজ, আহনাফ, রোহান, মুন্না, সাদ, মাহবুব আলম ও তাহির জামানসহ আত্মত্যাগী সকল শহীদ ও আহতদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

স্কাউটিং আন্দোলন শিশু, কিশোর ও যুবদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক গুণাবলী উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। 'কমডেকা' হচ্ছে এমন একটি স্কাউটিং কার্যক্রম যার মাধ্যমে রোভার স্কাউট সদস্যরা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে হাতে কলমে নানা রকম উন্নয়নমূলক ও মানবিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে থাকে। এতে একদিকে যেমন স্থানীয় জনগণ উপকৃত হয় অপরদিকে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটরাও দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করে। এই 'কমডেকা'র মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও রোভারবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন এবং কমডেকা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য আগামী দিনের সুন্দর এবং বৈষম্যহীন এক নতুন বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট, স্বেচ্ছাসেবী এবং কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

০৩।০২।২০২৫

সিদ্দিক জোবায়ের

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় যমুনা নদীর তীরে সিরাজগঞ্জ জেলার হার্ডপয়েন্টে অবস্থিত "জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-০২" তে সপ্তম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

শিক্ষাই জ্ঞান, শিক্ষাই শক্তি, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও মুক্তি। মানবতা, শান্তি ও উন্নয়নে শিক্ষা অবিচ্ছেদ্য এবং আপোসহীন। সৎ ও চরিত্রবান মানুষ তৈরি করার জন্য স্কাউটিং একটি অন্যতম শিশু-কিশোর ও যুব আন্দোলন। বর্তমান বিশ্বে আজ শিশু-কিশোর, যুবদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগীয় উন্নয়নে সহায়ক শিক্ষা কার্যক্রম স্কাউটিং একটি বিশ্ব স্বীকৃত আন্তর্জাতিক, অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, সার্বজনীন, সামাজিক, শিক্ষামূলক, গতিশীল এবং স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলনের নাম। স্কাউটিং এর মাধ্যমে শিক্ষা জীবন থেকে শিশু কিশোরেরা আত্মনির্ভরশীলতা, সহনশীলতা, নেতৃত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন গুণাবলী অর্জন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা পালনে বদ্ধপরিকর। স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সবসময়ই বাংলাদেশ স্কাউটস এর পাশে ছিল। আগামী দিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে শিশু-কিশোরদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে উন্নত চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্কাউটস অধিকতর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। স্কাউটিংয়ে সম্পৃক্ত সকল সদস্য এবারের প্রতিপাদ্য "বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" সিরাজগঞ্জসহ সারা দেশে বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত ও সচেষ্ট হবে এই প্রত্যাশা করি।

আমি সপ্তম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা

সদস্য সচিব
এডহক কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

বাণী

বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে ২০২৪ এ দেশপ্রেমিক অসংখ্য ছাত্র-জনতা বুকের রক্ত দিয়েছে। নিজেরা শহিদ হয়ে আমাদের উপহার দিয়ে গেছে একটি বৈষম্যহীন লাল সবুজের নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুযোগ। সেই চেতনাকে ধারণ করে "বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" থীম নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫। আগামী ১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-০২, হার্ডপয়েন্ট, সিরাজগঞ্জে হতে যাওয়া এই কমডেকার আয়োজন আমাকে আনন্দিত করেছে।

কমডেকা হচ্ছে Community Development Camp(সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প)। এখানে সময়োপযোগী, শিক্ষনীয়, আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জিং, বৈচিত্র্যময়, উদ্দীপনামূলক ১৪ টি সেবা প্রোগ্রাম, ০২ টি মঞ্চায়ন এবং ০৬ টি স্মৃতির সিঁড়ি বাস্তবায়নকালে রোভার স্কাউটরা স্থানীয় মানুষের সাথে মিশবে, তাদের সাথে কাজ করবে এবং স্থানীয়দের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সুফল প্রাপ্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে নিজেদের অনেক বেশী সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হবে। আর এর মাধ্যমে রোভার স্কাউটদের সাথে এলাকাবাসী ও আশেপাশের মানুষের সাথে একটি বৈষম্যহীন সমাজের গভীর সেতুবন্ধন রচিত হবে। এবারের প্রতিপাদ্য "বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং" আরেকটি মাইলফলক হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের শিশু-কিশোর ও যুব বয়সী ছেলে-মেয়েদের বাস্তবমুখী ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী সর্বজন স্বীকৃত একটি আন্দোলন। বাংলাদেশে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা। আমি বিশ্বাস করি রোভার স্কাউটরা তাদের প্রোগ্রামে অর্ন্তভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে অধিকতর পারদর্শী হয়ে গড়ে উঠবে। এতে রোভার স্কাউটদের কাঙ্খিত পেশা খুজে পেতে সহায়ক হবে। একইসাথে দক্ষ জনশক্তিকে সাথে নিয়ে উন্নতির অদম্য অগ্রযাত্রায় শামিল হবে আমাদের প্রিয় নতুন এই বাংলাদেশ। আমি মনে করি এই কমডেকায় অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউটরা আরো দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠার সুযোগ লাভ করবে। ২০৩১ সালে ৫০ লক্ষ মানসম্পন্ন স্কাউট তৈরীর লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে।

জুলাই বিপ্লবে বাংলাদেশ স্কাউটস পরিবারের মুগ্ধ, নাফিজ, আহনাফ, রোহান, মুন্না, সাদ, মাহবুব আলম ও তাহির জামানদের আত্ম-ত্যাগ আমাদের বুঝিছে দিয়েছে স্কাউটরা দেশের প্রয়োজনে সত্যিই সদা প্রস্তুত। কমডেকায় অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটদের লেখা-পড়ার পাশাপাশি দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হয়ে উঠতে অনুরোধ জানাই। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা ২০২৪-এ যেভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, ঠিক সেভাবে আমাদেরকেই বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে।

আমি বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত ৭ম জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)-২০২৫ এর সাফল্য কামনা করি।

মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ

সদস্য সচিব
৭ম জাতীয় কমডেকা সাংগঠনিক কমিটি

দু'টি কথা

সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ে সমতলভূমি বেষ্টিত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ **"হার্ডপয়েন্ট"** এলাকায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে আগামী ১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে **"৭ম জাতীয় কমডেকা"** আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ComDeCa (Community Development Camp) অর্থাৎ সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প। কমডেকা হচ্ছে রোভার স্কাউটদের এমন এক মিলন মেলা যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ স্থানীয় জনগণের সাথে হাত মিলিয়ে সমাজ সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করবে। এই কমডেকায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজেদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হবে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে একটি টেকসই সমাজ বিনির্মাণের লক্ষে ৭ম জাতীয় কমডেকার থীম নির্ধারণ করা হয়েছেঃ **"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং"**। সময়োপযোগী কমডেকা লোগো ও সঙ্গীত নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের কমডেকায় আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক, শিক্ষামূলক ও সর্বোপরি সমাজ উন্নয়নমূলক ০২ টি মঞ্চায়ন, ০৬ টি স্মৃতির সিড়ি, ১৪ টি সেবার সম্মিলন ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শতবর্ষের অধিক সময় যাবৎ স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী সর্বজন স্বীকৃত সফল ও যুগোপযোগী একটি যুব আন্দোলন। যার লক্ষ্য হলো দেশের শিশু-কিশোর-যুবদের সৎ, আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্বশীল ও পরোপকারি নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। ফলশ্রুতিতে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ আন্দোলনের একজন সদস্য স্বীয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের শান্তি ও উন্নয়নে টেকশই অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এই কমডেকায় অংশগ্রহণকারীদের উন্নত টেকসই দেশ তথা সমাজ গড়তে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণীত করবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী হঠাৎ বন্যায় যখন ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলা যখন পানির নিচে তলিয়ে যায়, তখন স্কাউটরা মানব সেবার ব্রত নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও অগ্নিকান্ডে উদ্ধার, শীতবস্ত্র বিতরণ, হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদানসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসে রোভার স্কাউটরা। এবারের কমডেকায় অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটরা মুক্তাঙ্গণে তাঁবুবাসের মধ্যদিয়ে হাতে-কলমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে। যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি প্রত্যাশা করছি এই কমডেকার মধ্যদিয়ে সমাজ থেকে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা যায়, সেই শিক্ষা রোভাররা আনন্দের সাথে অর্জন করবে। "শূন্য দারিদ্র, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য কার্বণ নিঃসরণ" এই থ্রি জিরো সম্পর্কে রোভার স্কাউটরা বিস্তর জানার সুযোগ পাবে। ফলে তাদের জ্ঞান অধিকতর সমৃদ্ধ হবে। ওয়াটার অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে অনুধাবণ করতে পারবে যমুনা পাড়ের মানুষের নদীর সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার লড়াই।

বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত ৭ম জাতীয় কমডেকা এর সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কমডেকার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মো: শামসুল হক)
নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ স্কাউটস

৭ম জাতীয় কমডেকার লোগো

লোগো ডিজাইনার

মিনহাজ আল মুক্তাদির
সিনিয়র রোভার মেট
অবজার্ভেশন ফ্রি স্কাউট গ্রুপ

ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কমডেকার লোগোসমূহ

৭ম জাতীয় কমডেকার থিম

থিম প্রনয়ণকারী

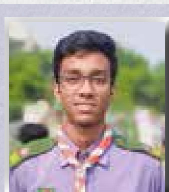

রোভার মোঃ মুছা সরদার
সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ
রোভার স্কাউট দল

"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং"

৭ম জাতীয় কমডেকার থিম সং

৭ম জাতীয় কমডেকা

কমডেকা......কমডেকা..... ৭ম জাতীয় কমডেকা-২
দামামা বেজেছে আজ স্কাউটিং এ
তারুণ্যের উচ্ছাসে বৈষম্যহীন সমাজ বিণির্মানে
আমরা যাবো এগিয়ে
মানবতার টানে, আমরা এক সাথে শান্তির পতাকা নিলাম হাতে
টেকশই উন্নয়ন, নতুন দিশা হাতে
একঝাক তরুন মোরা, স্বপ্ন বুনে যায়
কমডেকা......কমডেকা..... ৭ম জাতীয় কমডেকা
দূর্যোগে সাহসে সেবায় আমরা পাশে
বিপির আদর্শকে ভালোবেসে
অন্ধকার আলোতে আমরা সবার পাশে
রোভার চলি নির্ভয়
টেকশই উন্নয়ন নতুন দিশা হাতে
একঝাক তরুন মোরা, স্বপ্ন বুনে যায়
কমডেকা......কমডেকা..... ৭ম জাতীয় কমডেকা
আগামীর পথ ধরে চলো হাতে হাত রেখে
প্রকৃতির সাথে গাই জীবনের জয়গান
সেবার মন্ত্রে এগিয়ে যায় সদা প্রস্তুত আছি আমরা রোভার
টেকশই উন্নয়ন নতুন দিশা হাতে
একঝাক তরুন মোরা, স্বপ্ন বুনে যায়
কমডেকা......কমডেকা..... ৭ম জাতীয় কমডেকা
দামামা বেজেছে আজ স্কাউটিং এ
তারুণ্যের উচ্ছাসে বৈষম্যহীন সমাজ বিণির্মানে
আমরা যাবো এগিয়ে
মানবতার টানে, আমরা এক সাথে শান্তির পতাকা নিলাম হাতে
টেকশই উন্নয়ন নতুন দিশা হাতে
একঝাক তরুন মোরা, স্বপ্ন বুনে যায়
কমডেকা......কমডেকা..... ৭ম জাতীয় কমডেকা

গীতিকার

মোঃ সায়েদ বাসিত
যুগ্ম আহবায়ক
সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ,
বাংলাদেশ স্কাউটস

সুরকার

জাবেদ আহমেদ কিসলু
সুরকার ও সংগীত পরিচালক

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি

ধর্ম
যার যার
বাংলাদেশ
সবার

মনে রেখো যুদ্ধ করে রক্ত
দিয়ে দেশ পেয়েছি। দেশে
দেশে দেশ বাচাতে রক্ত
দিতে রাজি আছি

পানি
লাগবে
পানি
?

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি

From New York to Bangladesh: The Journey of the Scouts

- Faatiha Aayat

When I lived in the United States, I was a part of Girl Scouts of Greater New York (GSGNY). We took part in many activities together – from park cleanups to CPR training to fundraising. The Girl Scouts brought us together, fostering teamwork, tolerance, resilience, and forging friendships that go a long way.

When I moved back to Bangladesh, I started looking for programs that had the same mission – helping out the needy while developing various skills in young people. That is when I came across Bangladesh Scouts, and I am honored to have found such a platform.

In the context of Bangladesh, where rapid urbanization and social changes present both opportunities and challenges scouting offers a structured environment where young people can develop critical thinking and problem-solving skills. Scouts are encouraged to be active in their communities, participate in environmental conservation, and take leadership roles in projects that benefit the society. In this way, they not only grow as individuals but also contribute to national progress.

Scouting plays a crucial role in shaping young individuals into responsible, capable, and compassionate citizens in Bangladesh. It is more than just a recreational activity—it's a movement that instills values such as leadership, discipline, teamwork, and community service. The Bangladesh Scouts, as part of the global Scout movement, provides a platform for youth to build character and life skills that are vital for their personal and professional development.

Moreover, Scouting in Bangladesh is instrumental in fostering national pride. Through events such

as jamborees and national camps, Scouts come together from different regions of the country, creating bonds that transcend cultural and regional boundaries. These events cultivate a spirit of camaraderie and patriotism, reinforcing the values of unity and cooperation among the next generation.

As we look to the future, the potential for Scouts to continue making an impact in Bangladesh is limitless. The skills and values imparted through Scouting prepare young people to take on leadership roles in various sectors, from government to business, education to healthcare. The future of the nation lies in the hands of these young leaders, and Scouting is playing a crucial role in shaping them.

In closing, I would like to express my deep admiration for the Scouts in Bangladesh and the incredible work they perform. From community service to environmental conservation, their contributions to the society are invaluable. I hope to see their future works continue to inspire positive change, and I look forward to witnessing the impact they will undoubtedly have in our country in the years to come.

Thank you.

Shaheed Mir Mugdho : An Unforgettable Memory

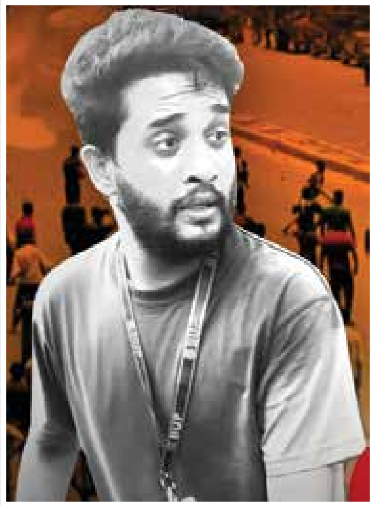

Mir Mughdo was not just a brilliant student or a skilled freelancer; he was a symbol of courage and humanity. The moments spent with him remain etched in our hearts.

During our last encounter, his enthusiasm, spirit, compassion and unwavering support for others deeply moved us. Even amidst the protest to the quota reform movement, Mir Mughdo stood calm, distributing water and biscuits to protesters when many were afraid. That image still deeply lingers in our minds.

His untimely departure has left an irreplaceable void in our hearts. But Mughdo is not just a name; he is the symbol of an inspiration—a promise to continue the fight against injustice and disparity.

Rest in peace, Mughdo. You will live forever in our fordest memories.

কমডেকার প্রয়োজনীয়তা

স্কাউটার মীর মাহাবুবুর রহমান স্নিগ্ধ সদস্য সচিব
এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস

কমডেকা হচ্ছে কয়েকটি শব্দের আদ্যক্ষরের সমষ্টি যার ইংরেজি হলো Comdeca অর্থাৎ Com-Community, de-Development, ca-Camp. স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা একটি ক্যাম্পের মাধ্যমে বিদ্যমান সমাজের (নির্দিষ্ট এলাকা) অর্থাৎ ক্যাম্প এলাকার উন্নয়ন ঘটায়। পাশাপাশি কমডেকা এলাকায় জনসাধারণের জীবন মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। 'কমডেকায়' অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের সাথে স্থানীয় জনগণ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পের কয়েকটি দিন সেখানে স্কাউটিং পদ্ধতিতে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়া বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেম, সমাজসেবা ও পরোপকারী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য কাজ করা হয়। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং 'কমডেকার' শিক্ষা বুকে ধারণ করে এমন একটি সমাজ বিনির্মাণে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, যে সমাজ হবে বৈষম্যহীন। আর সে কারণে 'কমডেকার' মূল প্রতিপাদ্য বা থিম নির্ধারণ করা হয়েছে "বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং।"

জাম্বুরী বা মুট থেকে 'কমডেকার' মূল পার্থক্য হলো 'কমডেকার' সকল কার্যক্রম হয়ে থাকে সমাজ উন্নয়ন ভিত্তিক, যেখানে স্কাউট ও রোভারদের সাথে স্থানীয় জনসাধারণও সম্পৃক্ত হয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে। 'কমডেকা' বা কমউনিটি ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প এর আয়োজনের মাধ্যমে স্কাউটিংকে সমাজের জনগণের সংগে সম্পৃক্ত করার চমৎকার সুযোগ ঘটে। স্কাউটরা বই পত্র ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরোপকারের যে তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটে কমডেকায়। বাংলাদেশ স্কাউটস এই কর্মসূচী পালণের মাধ্যমে স্কাউটিং পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন কর্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে স্কাউটিং পদ্ধতির গুরত্বপূর্ণ একটি উপাদান "সামাজিক সম্পৃক্ততা"-এর অনুশীলন ঘটাবার সুযোগ পাওয়া যায়। শতবর্ষের স্কাউটিং যুগের চাহিদা মিটাতে এর মধ্যে পরিবর্তন আসে। স্কাউটিংয়ে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম এসেছে সে পরিবর্তন পথ ধরেই যুগের চাহিদা এমন কি দেশের চাহিদা পূরণ করা হয়। বিশেষতঃ উন্নয়নশীল বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সীমিত পরিসরে হলেও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করতে পারে। স্কাউটিংকে জনগণের কাছে অর্থবহ করে তোলার জন্য সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কর্মসূচী জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি নানা ধরণের হতে পারে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে পারে, গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর চিকিৎসা দিতে পারে, শাকসবজি ফলমূলের বাগান করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরী করে দিতে পারে। এধরনের আরো অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

বাংলাদেশের স্কাউটরা ১৯৭৮ সাল থেকে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। সারা দেশে ইতোমধ্যে অনেকগুলো সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। অনেক বিদেশী স্কাউট এসব উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে। সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বাংলাদেশের স্কাউট কার্যক্রম বিভিন্ন দেশে প্রশংসিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে ২৩-৩০ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-তে প্রথম Asia Pacific Seminar on Scouting and Community Development অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সেমিনারে Community Development সম্পর্কে বলা হয়, "It is a Process of Social action in which the people of a Community a) Organize themselves for planning and action. b) Define their common and individual needs and problems. c) Make group and individual plans to meet their needs and to solve their problems. d) Execute these plans with a maximum of reliance upon community resources. e) Supplement these resources, when necessary, with services and materials from governmental as well as non-governmental agencies outside the community."

১৯৮৩ সালে আমেরিকার ডিয়ারবোনে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার কনফারেন্সে ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডঃ জেমস গ্রান্ট তাঁর বক্তৃতায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে শিশুর অকাল মৃত্যুর ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেন। অনাগত ভবিষ্যৎ শিশুদের রক্ষায় মানব কল্যানে নিবেদিত স্কাউট ও গাইড সদস্যরা বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি শিশুর অকালমৃত্যু রোধে স্কাউট গাইড নেতৃবৃন্দকে শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানান। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রক্তন আন্তজাতিক কমিশনার জনাব মোঃ আবু হেনা এবং অস্ট্রেলীয় স্কাউটসের আন্তর্জাতিক কমিশনার জনাব এ্যালবী গ্যাম্বল সমাজ উন্নয়নে স্কাউটদের করণীয় বিষয়ে ডঃ জেমস গ্রান্ট এর আহবানকে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেন এবং এই মর্মে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন যে, বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া যৌথ উদ্যোগ্যে তারা বাংলাদেশের শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্প Bangladesh Australia Child Health Project (BACH) প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় আমাদের দেশে। এটি একটি যৌথ সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্প। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার স্কাউট ও গাইডস সংস্থা অর্থাৎ ৪টি সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ পর্যন্ত দেশের ৫টি বিভাগের ২৫টি গ্রামে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। সর্বশেষ এবং ষোড়শ অস্ট্রেলীয় দল বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত বরগুনা জেলার আমতলী থানার তালতলী, মালিপাড়া ও তুলাতলী, (তামাতু) গ্রামে স্থানীয় স্কাউট, গাইড, রোভার ও রেঞ্জারদের সাথে শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পে কাজ করে। এই প্রকল্প ইতিমধ্যে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা, বিশ্ব গার্ল গাইড সংস্থা এবং এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট ও গাইড অঞ্চলের প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়।

সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমকে একটি বিশেষ মাত্রায় পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (Community Development Camp) বা 'কমডেকা' (COMDECA) এর আয়োজন করা হয়। কমডেকা আয়োজনের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্কাউটিং অঙ্গনে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার নাম সর্বাগ্রে। বাংলাদেশ স্কাউটস ১৯৯২ সালে বাহাদুরপুরে প্রথম জাতীয় 'কমডেকা', ১৯৯৫ সালে তামাতুতে দ্বিতীয় এশিয়া-প্যাসিফিক কমডেকা, ২০০১ সালে সিরাজগঞ্জে তৃতীয় জাতীয় কমডেকা ও ৮ম জাতীয় রোভার মুটের আয়োজন করে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টেনারী 'কমডেকা' আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয় কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে। সকল প্রস্তুতি যখন শেষ পর্যায়ে, দেশ–বিদেশের ছয় সহস্রাধিক স্কাউট-রোভারদের অংশগ্রহণ যখন একেবারে চূড়ান্ত, ঠিক সে সময়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়-সিডর। ব্যাপক প্রাণহানির পাশাপাশি দেশ কল্পনাতীত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশের এমন দুর্যোগের সময়ে স্কাউটরা ঘরে বসে থাকতে পারে না। কারো আদেশ বা নির্দেশের অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিকভাবে স্কাউটরা ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে।

পরবর্তীতে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশে স্কাউটস এর জাতীয় সদর দপ্তর থেকে দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী সারা দেশের স্কাউটসরা ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে পরিকল্পিতভাবে আত্মনিয়োগ করে। ঢাকায় জাতীয় সদর দপ্তরে স্থাপিত হয় কেন্দ্রীয় ত্রাণ সেল এবং বরিশালের রুপাতলীতে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থাপন করা হয় ত্রাণ বিতরণ ও সমন্বয় বা মনিটরিং সেল। প্রথম দিকে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে স্থানীয় স্কাউটরা নিজ সাধ্যানুসারে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে, পরবর্তীতে ইউ এন ডি পি, অক্সফাম ও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর দেয়া ত্রাণ সামগ্রী এবং আরো পরে বাংলাদেশ স্কাউটস এর নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিলো বসবাসের জন্য তাবু, খাদ্য, ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পরিধেয় বস্ত্র, খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ইত্যাদি। ঢাকায় জাতীয় সদর দফতর এভাবে স্কাউট চতুর্থ জাতীয় 'কমডেকা' কক্সবাজার ও বরিশালে বাস্তবায়িত হয়। স্কাউট ও রোভাররা স্কাউট কর্মকর্তাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে দিন রাত এ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে।

২০১২ সালে পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে আয়োজন করা হয় পঞ্চম কমডেকা। স্কাউটরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য শিক্ষা, আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহার, কার্যকরী জীবন ব্যবস্থা ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে ৩১ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল, ২০১৮ চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার মেঘনা নদীর পূর্বপাড়ে সমতলভূমি বেষ্টিত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও চরভাঙ্গা এলাকায় "ষষ্ঠ জাতীয় 'কমডেকা' সম্পন্ন হয়। 'কমডেকায়' ভারত, নেপাল ও আমেরিকা থেকে ২৫ জন এবং বাংলাদেশ সকল জেলা থেকে প্রায় ১৫০০ জন মেয়ে এবং ৪৫০০ জন ছেলে, ৪৬০

জন কর্মকর্তা ও ৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করে। রোভার স্কাউট ৪টি ভিলেজ ও ৮টি সাব ক্যাম্পে বিভাজিত হয়ে মোট ১২টি লক্ষ্য ও ৫টি কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ৮টি সাব ক্যাম্পসমূহ হচ্ছে- ক) Greeen House খ) Ozone Layer গ) Kyoto Protocol ঘ) Paris Agreement ঙ) Reforestation চ) Reuse ছ) Zero Emission জ) Renewable Energy.

দেশের মানুষের সামনে আমরা ভাগ্যবানেরা যত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছি, যত বাধার নিরেট প্রচীর তৈরী করেছি নতুন দিনের শুরু হোক তা অবলুপ্তির দৃঢ় সংকল্প দিয়ে। বাংলাদেশের এমন দুঃসময়ে 'কমডেকার' প্রস্তুতি সম্পর্কে তৎকালীন বিশ্ব স্কাউট সংস্থার Youth Programme and IT বিভাগের পরিচালক Syed Castillo বলেন "The preparation of the COMDECA is well underway. Under the able leadership of its Commissioners, Bangladesh Scouts is trying its best to ensure that young people will have a great time in the COMDECA.

The COMDECA Will be held in a panoramic site by the beach. I encourge young people to join and experience the international Centenary COMDECA."

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'কমডেকা' শুরু হয়ে একবিংশ শতাব্দীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজন করছে সপ্তম জাতীয় কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প 'কমডেকা'। বাংলাদেশের কৃতি স্কাউট Micro creadit এর মাধ্যমে উন্নত সমাজ বিনির্মাণের রূপকার বিশ্ব বরেন্য ব্যক্তিত্ব নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেন "এক শতাব্দী থেকে আরেক শতাব্দীতে উত্তরণ একটি বিরাট পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যেন শুধু পঞ্জিকা বদলে সীমাবদ্ধ না থাকে। শতাব্দীর হালখাতা অনুষ্ঠানে পুরনো দৃষ্টি ভঙ্গি, পুরনো চিন্তা, পুরনো কাঠামো গুলিকে কঠিন দৃষ্টিতে বাছাই করে আমরা শুধু শুভ অংশটি বের করে নেবো। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে, সমাজ জীবনকে যা কিছু বিড়ম্বিত করেছে সেগুলোকে ত্যাগ করবো। নতুন জীবনের অঙ্গীকার দিয়ে আমরা নতুন শতাব্দীকে বরণ করবো।" এ যেন সমাজ উন্নয়নেরই আহবান।

শুধু 'কমডেকায়' অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নয়, বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতিদিন নানাভাবে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিক্ষা, আর্সিনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পান করা, স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, টাকা দান কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, মাতৃদুগ্ধ পানে সচেতনতা, লাইফ স্কিল থেকে জীবন মান উন্নত করার কৌশল, বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করণে সহায়তা প্রদান, জাতীয় দুর্যোগে সহায়তা দান, বাল্য বিবাহ ও যৌতুককে না বলার প্রচারণা কার্যক্রম, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের হাত ধোয়া কর্মসূচি পালন, ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধি, রক্তদান, জাতীয় নির্বাচনে সহায়তা দান প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এ সকল কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউসের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

পাশাপাশি সমাজের মানুষ উপকৃত হয়েছে। সমাজের উন্নয়ন ঘটেছে। সে জন্যই স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের নেতৃত্বে 'কমডেকা' আয়োজন করা হলে আরও ব্যাপক সংখ্যক স্কাউটরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তাই দৃঢ় চিত্তে বলা যেতে পারে 'কমডেকার' প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যাডেন পাওয়েলের শেষ বলা মর্মকথাই হলো সমাজ উন্নয়ন। তিনি বলেছেন পৃথিবীটাকে যেমন পেয়েছ, তার চেয়ে সুন্দর করে রেখে যেতে চেষ্টা কর। আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য বৈষম্যহীন নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং পদ্ধতিতে 'কমডেকার' সুফল পৌঁছে যাক সকলের কাছে– এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

কমডেকা ও রোভারিং

ফরিদা ইয়াসমিন (রেবা)

দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষ। একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ ও স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি তৎপর। তারপরও মানুষ আজ রীতিমত শংকিত তার অস্তিত্ব নিয়ে। নানা সামাজিক ও প্রাকৃতিক সমস্যার বিষবাষ্প এই পৃথি বীকে মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে তুলেছে এবং আগামীতে বিশ্ববাসীকে আরো আতঙ্কিত করবে বলে বিজ্ঞগণ চিন্তিত।

সমাজ ও পরিবেশ দূষণ এবং তা সংরক্ষণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। এই পৃথিবী নামক সমাজের নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে চলা অনেকাংশেই যেহেতু পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল, তাই যে কোন ধরণের পরিবেশগত অবক্ষয় এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সাধারণ অর্থে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের একক হচ্ছে সমাজ, যেখানে মানুষ বিভিন্ন প্রথা প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়া পদ্ধতিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। আবার সমাজ বলতে কতিপয় অনুভূতিক্ষম একই জাতীয় জীবের সমষ্টিকেও বোঝানো হয়। কিন্তু এই সমাজ আজ নানা বিষবাষ্পের ভারে ন্যুব্জ। আর আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, আমাদের অস্তিত্বসহ সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। এই পরিবেশ মানুষের বাঁচা ও সুস্থ জীবন ধারণের অন্যতম শর্ত। কিন্তু আজকে এই পরিবেশ ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং এটি আমরাই করছি বিশ্ব বাসভূমির বাসিন্দা হয়ে। আমাদের তাই প্রধান কর্তব্য হলো সমাজ ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সমাজ ও পরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের মানুষ ও অন্যান্য জীবকে সুস্থ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে বসবাসের উপযোগী রাখা। তাই এ উন্নয়নের জন্য কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আজকের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো স্কাউটিং তথা রোভারিং সেবার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন এবং সে উন্নয়নকে জনসাধারনের নিকট পৌছে দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আজকের পৃথিবীতে যেসব জনপ্রিয় শিশু-কিশোর ও যুব আন্দোলন রয়েছে, স্কাউটিং তার অন্যতম। এর লক্ষ্য হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুবদের সামাজিক, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আবেগীয়, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আত্ম নির্ভরশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। আর স্কাউটিং-এ ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সীরা হচ্ছে রোভার। বাংলাদেশে প্রায় ৪০,০০০ রোভার রয়েছে। রোভারিং হচ্ছে স্কাউটিং এর সংগঠিত একটি শক্তিশালী প্লাটফরর্ম। তাই রোভারদের দেশ ও জাতি গঠনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সুষ্ঠ সমাজ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক বিষয়গুলোর দূরীকরণেও অপরিসীম দায়িত্ব রয়েছে।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সমাজের উন্নতি ও অবনতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। সমাজকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়তে হলে সমাজ উন্নয়ন দরকার। আর এ সমাজ উন্নয়ন হচ্ছে একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষকে তাদের সামাজিক দায়দায়িত্ব অনুধাবন করানো এবং সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করা। এ উন্নয়নের দুটো অংশ ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং সমষ্টিগত উন্নয়ন।

ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। সমষ্টিগত উন্নয়ন হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী জনসমষ্টিকে কর্মপ্রেরণা, দক্ষতা ও সমঝোতার মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি অর্জনে সহযোগিতা দেয়া অপরিহার্য। ব্যক্তিগত উন্নয়নে জ্ঞান

ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর মাধ্যমে মানসিকতা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং সৎ কাজের অভ্যাস তৈরি প্রয়োজন। আত্মকর্মসংস্থান ও বাস্তবতার নিরিখে নিজেকে সমাজের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ স্বাধীন ও বিকাশশীল একটি দেশ। কিন্তু নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বিষবাষ্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশটির উন্নয়ন ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতি অন্তরায় এবং মাঝে মাঝে ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে। সমাজ স্বীকৃত উপায়ে সাধ্যাতীতভাবে সমাজ অনুভূত চাহিদা পুরণ ও বিভিন্নমুখী সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় একজন রোভার সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকে। তাই রোভারিং সেবার অন্যতম দিক হচ্ছে সমাজ উন্নয়ন। এক্ষেত্রে রোভারদের সমাজ উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত কাজে লাগানো যায়ঃ

নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার দূরীকরণ এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, এলাকা ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা অভিযান, শহরের পুরোনো দালানকোঠা শ্যাওলা ও আগাছা মুক্ত করণ, ট্রাফিক সপ্তাহ পালন, টিকাদান কর্মসূচী পালন, ধূমপান ও মাদক বিরোধী শ্লোগান এবং লিফলেট বিতরণ ও প্রচারাভিযান পরিচালনা, সন্ত্রাসী ও বিপথগামী কার্যকলাপ থেকে যুব সমাজকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধকরণ, পরিবার পরিকল্পনামূলক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ, মহিলাদের পরিবেশ ও সমাজ উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দান, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টিজ্ঞান দান, দুঃস্থ ও বেকার মহিলাদের কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান,শহরকেন্দ্রিক ঝুঁকিপূর্ণ আবাসস্থল নির্মাণ রোধ, পাহাড় কেটে বসতবাড়ী বানানো সম্পর্কে সচেতনতা, নদীর বালু উত্তোলন বন্ধ করণ; ইটভাটার ক্ষতিকর ধোঁয়া উদগীরণ বিষয়ে সচেতনতা এবং এ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ, বৈদেশিক অপসংস্কৃতির চর্চা রোধ ইত্যাদি।

যেহেতু রোভাররা আত্মমর্যাদাশীল ও স্বনির্ভর, তাই সমাজ, দেশ তথা জাতিকে আত্মমর্যাদাশীল স্বনির্ভর ও সাবলীল করতে রোভারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে সচেতনতার অভাব তার কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি করে আর এটি যদি হয় তার সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার পরিপন্থী, তাহলে এর কোন বিকল্প নেই। পরিবেশ এমনি একটি উপাত্ত যার সুষ্ঠ সংরক্ষণ ও সুস্থতার ওপর নির্ভর করছে মানব জাতির টিকে থাকার নিশ্চয়তা। উন্নত বিশ্বে দেরীতে হলেও এ সচেতনতা তাদের মধ্যে এসেছে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের জনগণ পরিবেশ সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। এর অন্যতম কারণ অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তা। আবার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জ্ঞান থাকলেও খুব কমজনই পরিবেশ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সচেতন। এদেশে পরিবেশ সংক্রান্ত যেসব সংগঠন চিন্তা ভাবনা ও কাজ করছে তা মুলতঃ নগরকেন্দ্রীক। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব ভাবনা সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেই শেষ হচ্ছে। তাই ‘কমডেকা’-২০২৫ আয়োজনের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবেশের সেবা এবং উন্নয়ন একটা আলোচিত বিষয়।

এই পরিস্থিতিতে এ মুহূর্তে যা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে মানুষের জীবনের জন্য সুস্থ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তার জন্য বিভিন্ন শ্লোগান ও কর্মপদ্ধতি হৃদয়গ্রাহী ভাবে উপস্থাপন করা। সাধারণ মানুষ সব সময় কার্য-কারণ নিয়ে ভাবে না। তাদেরকে বোঝাতে হবে সমাজ ও পরিবেশ দূষণের ফল কী হতে পারে এবং সেটি যাতে না হয়, তার জন্য কী করা প্রয়োজন। আর বিষয়টি সহজ সরলভাবে বোঝানোর জন্য প্রয়োজন ‘কমডেকা’র মত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সমাজ এবং সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী হয়ে আমরা আমাদের অবস্থান, পরিবেশ, জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতির নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারছি। আধুনিক সমাজে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সচেতনতা বেড়েছে। যাতে আমাদের পরিবেশ দূষিত না হয় আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী যাতে বসবাসের অযোগ্য না হয়, সে বিষয়ে আমরা ক্রমশঃই সচেষ্ট হচ্ছি।

তাই পরিবেশ দূষণ দূরীকরণ এবং সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের নিশ্চয়তার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার দূর্গম চরাঞ্চলে কমডেকা-২০২৫ এ রোভারদের নিম্নোক্ত কাজে লাগানো যায়:

বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ নিধন রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, ইটের ভাটায় জ্বালানী হিসেবে গাছের ব্যবহার রোধে জনমত সৃষ্টি, ইউক্যালিপটাস গাছ চরাঞ্চলের অধিক পানি শোষণের মাধ্যমে খরা তৈরী করে, সেজন্য জাতীয় ও সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে সঠিক গাছ রোপনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা; পয়ঃনিষ্কাশন ও স্যানিটেশন এবং মেয়েদের নিকট স্যানিটারী প্যাড বিতরণ ও সচেতনতা; শিল্প কারখানা থেকে বর্জ্য ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের নিঃসরণ রোধ ও সচেতনতা; প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যবহার

রোধ; গাড়ীর ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণ রোধ; শব্দ দূষণ, বায়ু ও পানি দূষণ রোধ; জলাশয় বা পুকুরের কচুরিপানা পরিস্কার ও মশক বৃদ্ধি রোধ করণ, কার্বন নিঃসরনের জন্য উন্নতমানের জ্বালানী চুলা উৎপাদন, পাকা টয়লেট বানানো এবং বর্জ্যের ময়লা যাতে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা; মটরসাইকেল দূর্ঘটনার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি; সড়ক দূর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা, শ্মশান ঘাট বা ভাগাড়ের ব্যাপারে সচেতনতা, অর্গানিক পদ্ধতিতে শাকসবজি উৎপাদন, বীজ সংরক্ষণ, কীটনাশক ও বালাই নাশ করে ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা, গবাদীপশু খাদ্য উৎপাদন ও দুগ্ধ খামার বৃদ্ধি; দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ও পনির তৈরিতে সচেতনতা, গবাদী পশুর ভ্যাকসিনে মান ও অসুস্থতা দূরীকরণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, অর্গানিক হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করণ; মিঠা পানির মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জাটকা/পোনা মাছ ধ্বংস নিরোধ; স্থানীয় শস্যের উৎপাদন যেমন কাউন, সবজি, তিল, তিসি, হলুদ, আদা, মরিচ ইত্যাদি স্থানীয় শস্য বেশি উৎপাদনে সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন এবং স্বাস্থ সেবা প্রাদান, যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রম দান ইত্যাদি।

সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। সমাজ যদি তার আপন ধারায় না চলে তবে তা বাকি মানুষের ওপর কু-প্রভাব ফেলবে। এ ধরণের অসুস্থ সামাজিক পরিবেশ নিশ্চয়ই জীবনের পরিপূরক নয়। তাই এই 'কমডেকা'র, অঙ্গীকার হোক এই পৃথিবীকে নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সুখকর ও শান্তিকর আবাস হিসেবে রাখতে এর পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তা সে জৈব, অজৈব, ভৌত বা রাসায়নিক যাই হোক– অবশ্যই সুস্থ রাখতে হবে। এ উপলক্ষে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আজ আমরা যারা সমাজের সুবিধাজনক অবস্থানে আছি তাদেরকেই সর্বাগ্রে এবং পরিপূর্ণভাবে আন্তরিকতার সাথে উদ্যোগী হতে হবে।

ফরিদা ইয়াসমিন (রেবা)
সদস্য (এডহক কমিটি)
বাংলাদেশ স্কাউটস

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
কমডেকা মাঠ, হার্ডপয়েন্ট, সিরাজগঞ্জ

৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫: যমুনা পাড়ে তারুণ্যের মেলা

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ

বিস্তীর্ণ চলনবিল আর যমুনা নদীর পলিবাহিত বাংলাদেশের অনন্য জেলা সিরাজগঞ্জ। ভৌগলিক অবস্থান খেয়াল করলে দেখা যায় দেশের অন্যতম বৃহৎ যমুনা নদী এ জেলার দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তরাংশ ঘিরে রেখেছে। বর্ষায় জল থৈ থৈ যমুনা নদীর অপরূপ দৃশ্য যেমন মানুষের মন কাড়ে তেমনি বর্ষা শেষে যমুনার বিধ্বংশী স্রোত জনপদ ভাঙনের খেলায় মেতে ওঠে, যা মানুষের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। বর্ষায় অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরে ওঠে এ জেলার পশ্চিম অংশ (তাড়াশ ও উল্লাপাড়া উপজেলার (আংশিক) চলনবিল জুড়ে। আজীবন যোদ্ধা যমুনা পারের এ জেলার মানুষ। ভাঙনের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেকে বার বার সাজায় জীবন জীবিকার তাগিদে। এই জেলার রয়েছে গৌরবের ইতিহাস। যুগ পরম্পরায় এ জেলায় জন্মেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যাদের মধ্যে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি রজনী কান্ত সেন, যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী, মাওলানা ভাসানী, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, বিজ্ঞানী ড. আব্দুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিনসহ মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে যাঁদের অবদান চির অম্লান।

ঐতিহাসিক নিদর্শনও রয়েছে এ জেলায় বেশ কয়েকটি। উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুলে অবস্থিত নবরত্ন মন্দির, শাহজাদপুরে রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি, হযরত শাহ মখদুমুদৌলা (রঃ) এর মাজার, বাথান ভূমি, তাড়াশের নওগাঁ শাহ শরীফ জিন্দানী (রঃ) এর মাজার, বেলকুচিতে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের ভিটা, রায়গঞ্জের নিমগাছীতে শতবছরের পুরনো জয়সাগর দীঘি প্রভৃতি।

সিরাজগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এলাকার জীবন জীবিকা কৃষি নির্ভর হলেও এ জেলার আর এক অনন্য ঐতিহ্য তাঁত শিল্প। জেলার বেলকুচি ও শাহজাদপুরের সমৃদ্ধ জনপদ এই তাঁত শিল্পকে ঘিরে শিল্প ও বাণিজ্যের এক অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখেছে। পাশাপাশি চলনবিল অধ্যুষিত এ জেলার পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে তাড়াশ ও উল্লাপাড়া উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেশীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন, সরিষা চাষ, মধু উৎপাদন কৃষি নির্ভর এ জেলাকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার অন্যতম সিরাজগঞ্জ জেলা। দেশের অব্যাহত উন্নয়নে এ জেলা পিছিয়ে নেই। শুধু যমুনা নয় এ জেলাকে মমতায় জড়িয়ে রেখেছে ইছামতি, ফুলজোড়, করতোয়া, হরা সাগরসহ কয়েকটি ছোট বড় শাখা নদী। মেগা উন্নয়নের অংশ হিসেবে এ জেলায় বিসিক শিল্প পার্ক, ইকোনমিক জোন নির্মাণাধীন রয়েছে। যেখানে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের উল্লাপাড়া উপজেলাধীন হাটিকুমরুলে নির্মিত হচ্ছে অত্যাধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ইন্টারচেঞ্জ, যা উত্তরবঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।

ডিজিটাল সেবায় অনন্য সিরাজগঞ্জ জেলা। প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবাকেন্দ্র হতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, মোবাইল ব্যাংকিং, পাসপোর্ট, ভূমি সেবাসহ বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদান চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ডিজিটাল সেন্টার হতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, অনলাইনে পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তিসহ বিবিধ সেবা পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি জেলার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সমৃদ্ধ সিরাজগঞ্জ জেলা ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে বসে মানুষ এখন এ জেলার তথ্য নিতে পারছে।

২০২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে এ জেলার আপামর জনতা জেগে ওঠে। যেমন জেগে উঠেছিল সারা দেশের সাথে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে। আজীবন সংগ্রামী এ জনপদের মানুষ অধিকার আদায়ে, দেশের প্রতিকূল সময়ে পিছিয়ে থাকেনি কখনো। এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত পলাশডাঙ্গা ইতিহাস খ্যাত। ইতোমধ্যে কামারখন্দ উপজেলায় গড়ে উঠেছে পলাশডাঙ্গা স্মৃতিস্তম্ভ।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ জেলার বীর সন্তানেরা আত্মাহুতি দিয়েছিল। জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সাথে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক শহীদ এ. কে. শামসুদ্দিনের নাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে এ জেলার ১১ জন ছাত্র জনতা শহীদ হয়েছেন। বীরের মর্যাদা নিয়ে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন শতাধিক অকুতোভয় ছাত্র জনতা।

খেলাধুলায় এ জেলার সুনাম রয়েছে দেশজোড়া। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, হকিসহ বিভিন্ন খেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নাম রয়েছে এ জেলার। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে এ জেলার প্রমীলা ফুটবলার আঁখি নাম এখন সর্বজন পরিচিত। খেলাধুলার মানোন্নয়নে জেলায় রয়েছে জাতীয় মানের শহীদ এ. কে. শামসুদ্দিন স্টেডিয়াম।

ইতিহাস ঐতিহ্যের অন্যতম পরিচিত জেলা সিরাজগঞ্জে বাংলাদেশ স্কাউট ৭ম জাতীয় কমডেকার আয়োজন করেছে এ বছর। ভেন্যু হিসেবে এ জেলার সদর উপজেলার জাতীয় কমডেকা মাঠ বেছে নিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে ৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিরাজগঞ্জ জেলায় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস উপস্থিত থেকে এই কমডেকার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করবেন, এ সংবাদ জেলাবাসীর জন্য আনন্দের ও গর্বের। যমুনা পাড়ে তারুণ্যের মিলন মেলায় জমে উঠবে জাতীয় কমডেকা, এটাই সবার প্রত্যাশা।

আত্ম উন্নয়ন, চরিত্র গঠন, শিষ্টাচার, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব ডিলওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউটের যাত্রা শুরু করেন। পরে তিনি উপলব্ধি করেন স্কাউটিংয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য শৈশব থেকেই এর চর্চা হওয়া প্রয়োজন। পরে ১৯১৪ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে কাব স্কাউটিংয়ের যাত্রা শুরু করেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে সেবার ব্রত নিয়ে একটি সুশৃঙ্খল প্রজন্ম তৈরী করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী বাংলাদেশ স্কাউট। এই কমডেকার মাধ্যমে সারাবছর শিক্ষার্থীরা স্কাউটিংয়ের যে কর্মকান্ড করে থাকে আর চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কমডেকা থেকে আহরিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্কাউটিংয়ে বিভিন্ন এওয়ার্ড পেতে প্রস্তুত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে এওয়ার্ড পাওয়ার চেয়েও বড় কথা স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ ধারণ করে সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ

নেতৃত্ব, উন্নয়ন ও যুব সমাজ

এফ এইচ আরিফ

দরিদ্র কিংবা উন্নয়নশীল দেশ মাত্রেরই প্রধান সমস্যা সঠিক নেতৃত্বের অভাব। এ সংকট সকল স্তরের প্রতিটি পর্যায়ে। গোটা জনগোষ্ঠীকে কুসংস্কারকমুক্ত করে কর্মমূখী, বাস্তববাদী ও উৎপাদনশীল সম্পদে রূপান্তরের জন্য অনুক্ষণ উদ্বুদ্ধ করার গুরুদায়িত্ব স্থানীয় ও জাতীয় নেতৃত্বের। তেমনি প্রত্যেক পরিবার এবং পেশায়ও দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি ও সমাজ একই সাথে ব্যক্তিগত ও সমন্বিত লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হলে দ্রুত কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়। বস্তুত: সৎ, দক্ষ, যোগ্য, দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বই যে কোনো জাতি– গোষ্ঠীর সাফল্যের মূল যাদু।

উন্নয়ন কেবল অবস্থার পরিবর্তন নয়। উন্নয়ন হলো ইতিবাচক পরিবর্তন এবং অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রগতি। উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক বিষয়। রাজনৈতিক অনুন্নয়ন নিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়, আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্যও সামগ্রিক উন্নয়নের মারাত্মক অন্তরায়। একই সাথে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-প্রশাসনিক তথা সার্বিক ইতিবাচক অগ্রযাত্রাই প্রকৃত উন্নয়ন। মাথাপিছু আয় বাড়লেই সমাজ উন্নত হয় না; মাথাপিছু ভোগ, বিদ্যুৎ ব্যয়, শিল্প বাণিজ্যিক উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি নানা বিষয় হিসেবে আনতে হয়। আবার কেবল উন্নত খাদ্য, আরাম, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা থাকলেই পরিবার বা সমাজ যে উন্নত, তাও বলা যাবে না। এসবের পরও সুস্থ, নির্বিবাদী, সুশৃঙ্খল, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজই উন্নত সমাজ। উন্নয়নের দিকনির্দেশনা ও উন্নত বিশ্বের রকেটে চাঁদে যাওয়ার সাথে আমাদের গতির তুলনায় জাতীয় কবি নজরুল বলেন:

“গ্রহ গ্রহান্তরে উড়িবারে ওরা রচিছে পাখা হেরি স্বপন, গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা চলেছি পিছনে কোটি যোজন।”

আমরা দারিদ্র্যের কালো থাবায় আবদ্ধ জলায় অহর্নিশি কাতরাচ্ছি। অনুন্নত ও স্বল্প উন্নত দেশে রাজনীতি যেমন নীতিহীন, অর্থনীতি তেমনি অর্থশূন্য, সংস্কৃতি আর কৃতি থাকছে না; আর প্রশাসনেরই শাসন প্রয়োজন। এ নিয়মিত অনিয়ম আর গতিময় গতিহীনতার জন্য মূলত দায়ী নেতৃত্ব। তবে এককভাবে কোনও সরকার বা বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দোষারোপ করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

“হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক হূণদল পাঠান মুঘল একদেহে হলো লীন”

বিশ্বকবি আরও বহুজাতির কথা বলে যাননি। এরপরও অনেকে এসেছে এভূখন্ডে। বাংলার শেষ নবাবও বাঙালী ছিলেন না। সবাই এ জাতিকে শাসন-শোষণ করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে। আমরা আমাদের হাল ধরেছি পাঁচ দশকের বেশি। নেতৃত্বের অনুশীলনেই আমরা ব্যস্ত রয়েছি। অন্যান্য সকল দক্ষতার মতো দক্ষ নেতৃত্বও বিনির্মিত হতে হবে। তবে নেতৃত্ব বিনির্মাণে সুশিক্ষার্থী হিসেবে প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জনের কোন বিকল্প নেই। এজন্য যুব নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সুশিক্ষা যুবসমাজের মধ্যে আত্ম-উন্নয়নের গরজটির উদ্রেক করে। আবেগ ভালো– কিন্তু দক্ষতাহীন পরিকল্পনাবিমুখ আবেগ আমাদের উন্নয়নের বেগই কেড়ে নেয়। প্রায়ই মনে পড়ে হয় সুকান্তের সেই দৃপ্ত উচ্চারণ:

“দিগ্বিদিকে উঠেছে আওয়াজ রক্তে আনো লাল রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।”

কিন্তু ফুটন্ত সকাল ছিঁড়ে আনার আগে আঁধার রাত পার হবার জন্য দরকার বহু কিছু। সে প্রস্তুতির জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা যুব সমাজের প্রয়োজন। কর্মে আগ্রহ সঞ্চার, কঠিন কর্মনির্বাহের কৌশল আয়ত্বকরণ, একক ও দলীয় সামর্থকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সাফল্য অর্জন, ভালোবাসার নিগুঢ় অর্থ আত্মস্থ করার ক্ষমতা অর্জন, লক্ষ্য ও কর্ম-কৌশল বিন্যাসে ক্ষীপ্রতা ও যথার্থতা অর্জন এবং সর্বোপরি সঠিক জীবনে উত্তরণের জন্য এবং জীবনকে পরবর্তীতে সমাজের জন্য এক আলোকবর্তিকায় রূপদানের জন্য ইচ্ছা এবং প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতে বলীয়ান হওয়া অত্যাবশ্যক।

লেখক: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (কর), বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন রোটারী গভর্নর।

মুগ্ধ এক সুগন্ধি ফুলের নাম

তাছলিমা শাহনূর
যুগ্ম সম্পাদক, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কাউট গ্রুপ
উত্তরা, ঢাকা

জুলাই ২৪-এর আগে মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল কবিতা পাঠের শিরোনামে খুব গর্ব করে বলতাম "আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি।" মায়ের মুখে শোনা ৭১-এর সেই ভয়ংকর কাল রাত্রির ছোবল, পাষণ্ড বর্বরতা পৈশাচিক নির্যাতনের কথা শুনে শুনে বেড়ে ওঠা আমার শিশুকাল যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব বয়ে নিয়ে চলেছি। পুস্তকের ছাপার কালো অক্ষরগুলোতে গণহত্যার কলঙ্কময় অধ্যায় একে একে লেখা হলো একাত্তরের মিশ্র ইতিহাস।

ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে ভুলুণ্ঠিত করে পৈশাচিক আনন্দে মেতে ওঠে হায়েনার দল। তারই এক বর্বরোচিত অধ্যায় জুলাই চব্বিশ। জুলাই চব্বিশে নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছি যা আমাদের কাম্য ছিলোনা কখনই।

২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে বাংলার মানুষের ভাগ্য নির্ধারণে যখন সংশয় ও অনিশ্চয়তার পাহাড় জমে অসম্ভব হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই রাজপথ প্রকম্পিত করে বাংলার দামাল ছেলেরা কাঁধে তুলে নেয় স্বাধীন বাংলার পুনরুদ্ধারের বা নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুমহান দায়িত্ব।

তাই বলে এত রক্ত...। এত মৃত্যু...! এত লাশ...! এ যেন আরেক মুক্তিযুদ্ধ। গা শিউরে উঠা থমথমে প্রতিটি রাত, কারফিউ, বোমা, বারুদ... ও যা পাকিস্তানি বর্বরতাকে হার মানায়।

১৬ জুলাই ২০২৪ আবু সাঈদের দুহাত প্রশস্ত করে বীর দর্পে বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বাসের বুক পুলিশের গুলিতে ঝাঝরা) হয়। কত গভীর দেশপ্রেম ও মমত্ববোধ থেকে তার এই ছোট্ট বুকে পুরো বাংলাদেশকে আগলে রাখতে চেয়েছিল আবু সাঈদ। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকের ঘাতকের নির্মম বুলেটে শেষ রক্ষা হয়নি সেদিন। আবু সাঈদের মৃত্যুর খবর সোশ্যাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়ে দেশ এবং গোটা বিশ্বে।

১৭ জুলাই থেকে রাজপথে দেখেছি ছাত্র-জনতার ক্ষোভ। বিক্ষোভে ফেটে পড়া মানুষের চিৎকার। সকাল থেকে উত্তরা রাজপথে পানি বিস্কুট, রান্না করা খাবার নিয়ে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করেছি। আজমপুর থানার সামনে পুলিশের (বেরিকেড থেকে থেমে থেমে ছররা গুলি, টিয়ার সেল ছুড়ছে পুলিশ। ছাত্রদের হাতে ইটপাটকেল। এরই মাঝে বেশ কয়েকবার ধাওয়া খেয়েছি। কখন যে পায়ের জুতো জোড়া খুইয়েছি টের পাইনি। সারা রাস্তায় ইট পাথরের কণায় ভরা। প্রচন্ড রোদে পিচ-ঢালা পথ বেশ উত্তপ্ত। তার উপর খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে পানি বিস্কুট দিচ্ছিলাম। পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরপর বাসা থেকে ফোন আসছে। শুধু বলেছি আমি ভালো আছি। চিন্তা করো না। সন্ধ্যার পরপর বাসায় ফিরেছি।

পরদিন সকালে ১৮ জুলাই, যেদিন আমরা মুগ্ধকে হারিয়ে ফেলেছি। কর্তব্যের তাগিদে সকাল থেকে একাই কাজ করে যাচ্ছি। সকাল ১১ টায় খবর পেলাম আজমপুর ও বি এন এস এর মাঝামাঝি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে নর্দান ইউনিভার্সিটি দুই ছাত্র। চোখের সামনে পুলিশের গাড়ির চাকায় পিষ্ট হতে দেখেছি ছাত্রদের। আহা। কি নির্মমতা! মানুষের জীবন এতো সস্তা তাহলে?

ছাত্রদের উপর পুলিশের এমন আক্রমণে সেদিন উত্তরার রাজপথ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের কোলে হেলে পড়েছে আমি তখন স্কয়ার বিল্ডিং এর সামনে। কী ভয়ংকর দৃশ্য নিজের চোখে পরখ করেছি। ছেলের বন্ধুরা বলল-"আন্টি আপনি এক কাজ করেন। আপনি হসপিটালে যান ওখানে আমাদের অনেক ভাই গুলিবিদ্ধ আছে, আহত। হাসপাতালের লোকজন সামাল দিতে পারছে না। আপনি সেখানে যান, রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে।

ভেবে দেখলাম মহাসড়কে অনেকেই বিস্কুট পানি দিচ্ছে, আমি বরং হাসপাতালে যাই। বিএনএস সেন্টার

থেকে ঈশাখা এভিনিউর দিকে পা বাড়াতেই প্রচন্ড গুলির শব্দে আবারো পিছু হটতে বাধ্য হলাম। পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হলে জোর পায়ে হাসপাতালে পৌছাই। সেখানে গিয়ে দেখলাম হাসপাতালের বারান্দায় ইমার্জেন্সি রুমের সামনে কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখি দুটো মৃতদেহ লাল সবুজের পতাকায় ঢাকা। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখি-লাশ দুটোর পাশেই দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে তাদেরই সহপাঠীরা।

কাছে গেলাম, পতাকার উপর হাত রাখতেই যেন বুকের কল্লোল ফেটে চিৎকার করে কান্না আসছে। চিৎকার করে কাঁদতে পারেনি কিন্তু লবণাক্ত চোখের স্রোত কিছুতেই আটকাতে পারিনি। অঝোরে কাঁদলাম। আমাদের সন্তান, আমাদের ভাই! কেন এই করুণ মৃত্যু...?

ছেলেরা বলছে এই শহীদের কসম, আমার ভাইয়ের কসম বিজয় না নিয়ে ঘরে ফিরে যাব না।

যদি মরতে হয়ে মরবো।

সান্তনা দিলাম। কথা হলো অনেকক্ষণ।

বলল সকালে গুলি খেয়েছে।

বললাম, ওদের বাড়ির ঠিকানা জানো? কি করতে হবে বলো।

"আন্টি এখনো অ্যাম্বুলেন্স ম্যানেজ করতে পারিনি। তবে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে লাশ বের করে নিয়ে যাব। এখন বের করলে পুলিশ লাশ নিয়ে যাবে। আর দেবে না। এমন অনেক ভাইয়ের লাশ পুলিশ নিয়ে গুম করে ফেলেছে।"

বললাম, অপেক্ষা করো আমি আসছি। বারান্দায় পড়ে থাকা আহত লোকদের সেবা দিয়ে মাগরিবের ঠিক পর পরই দুই ছাত্রের লাশ পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম।

অন্ধকার বাড়ছে,,,,। তখনো আহত নিহতের ভিড় লেগে আছে উত্তরার প্রতিটি হাসপাতালে। সন্ধ্যা

ছয়টায় ফোনে একটা কল আসে। রিসিভ করতেই ও প্রান্ত থেকে মুগ্ধ নাম উচ্চারিত হতে শুনলাম। আবারো জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

আমি মুগ্ধর গুলি পর্যন্ত শুনতে পেয়েছি। তারপর আর ফোনে কাউকে রিচ করতে পারেনি। সারা দেশে নেটওয়ার্ক শাটডাউন করা।

কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। বারবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, না এটা হতে পারে না। যাকে সন্তানের মত, ভাইয়ের মত চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখেছি সে মরতে পারে না। আমি ভুল শুনছি। অন্ধকার আরো গাঢ় হওয়ার সাথে সাথে রাতের আকাশে ফুটতে থাকে বারুদের গন্ধ। উত্তরার প্রতিটা হসপিটালে খুঁজে খুঁজে অবশেষে ক্রিসেন্ট হসপিটালে তাকে পাওয়া গেল। প্লাস্টিক বেড গড়িয়ে রক্ত পড়ছে। কি নিস্পৃহ ঘুম। মুগ্ধ'র রক্ত লেগে আছে আমার দুহাতে, জামা-কাপড়ে। ভাইকে তড়িঘড়ি করে তুলে নিলাম এম্বুলেন্সে। পুলিশ জানতে পারলে লাশ গুম করে দেবে। বাড়ির উঠোনে মুগ্ধর নিথর দেহ রাখা হলো হিমায়িত কাঁচের বাক্সে। সারারাত বসে রইলাম। আগামীকাল সূর্যোদয়ে তাকে সমাহিত করা হবে স্বাধীন বাংলার মাটিতে। মুগ্ধকে বহন করা গাড়িটি আস্তে আস্তে দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হতে লাগলো। যাকে নিয়ে এতো আয়োজন তাঁর জন্য আমরা গর্বিত। গোটা দেশ ও জাতি গর্বিত। কিন্তু নিজের অজান্তেই আমরা মনের সুপ্ত আবেগে বেদনাসিক্ত হই। আমাদের অন্তরের যে রোদন তা কেবল নীরবে অশ্রু সজল করে। মুগ্ধ এই রোদনেরই প্রতিশব্দ।

একজন মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। তার তারুণ্যদীপ্ত জাজ্বল্য যৌবন, বন্ধনহারা যৌবন কাটিয়েছেন সেবার মূল মন্ত্রকে বুকে ধারণ করে। সদা হাস্যজ্জ্বল মীর মুগ্ধ পৃথিবীর কোলে এক শিশু মন নিয়ে কোমল ভালোবাসায় মুগ্ধতা ছড়িয়ে আছেন যেন পৃথিবীর প্রতিটি বাগানে ফুটে আছে এক সুগন্ধি ফুল। তার এই মুগ্ধতা দিনে দিনে আরো গভীর হতে থাকে সকলের মনে।

মীর মুগ্ধ এক অনিন্দ্য সুন্দর গভীর বেদনার দলিল, যার পরতে পরতে লেখা আছে তাঁর জীবনকীর্তির মহিমান্বিত গৌরব গাঁথার ইতিহাস।

আমরা সুন্দরের কাছে চিরকাল উদার্য মমতা জমা রেখে বিনম্র শ্রদ্ধায় সত্য ও সুন্দরের পথে হাঁটি।

মুগ্ধ আমাদের এমন এক আশ্চর্য সুন্দরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যার আলোয় গোটা দেশ আজ আলোকিত। ঠিক যেন পূর্ণিমাতিথির মতো জ্যোৎস্নার আলো মাখা ঘর।

কিন্তু কে জানতো, আচমা ঝড়ে অকালে হারিয়ে যাবে এই তরতাজা প্রাণ। প্রাণ হারানোর ১৫ মিনিট আগেও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজপথে পানি-বিস্কুট বিতরণ করছিল। । টিআর সেলের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন রাস্তায় পানি হাতে ছুটাছুটি করছিল আর ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বলছিল -

“পানি লাগবে পানি?”

এমন হৃদয় ছোঁয়া মর্মাত বানী মানুষের কঠিন হৃদয়কেও নাড়া দিয়েছে।

পানির অপর নাম জীবন এ চরম সত্য ১৮ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ছ'টায় মীর মুগ্ধ জীবন দিয়ে বুঝিয়ে গেলেন।

জীবনের বিনিময়ে পানি।

ঘাতকের নির্মম গুলি মুগ্ধর কপাল ভেদ করে। সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে এবং প্রাণ হারায় মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সী এই বীর তরুণ। তখনও তাঁর হাতের মুঠোয় ছিল পানির ব্যাগ আর বিস্কুটের প্যাকেট।

এই বীর তরুণের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে যুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা, জন্ম হয় এক নতুন বাংলাদেশ। পরবর্তীতে সংগ্রামে এই নতুন বাংলাদেশের অহংকার মুগ্ধ সহ হাজারো শহিদ ভাইদের আত্মত্যাগ।

মুগ্ধ মুক্তমনা মুগ্ধ ঘুরে বেড়াতো দেশের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে।

সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি মীর মুগ্ধ। সমাজের আট-দশটা ছেলেদের মতো তিনি নিজেকে সস্তায় বিকিয়ে দেননি। তাঁর আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা তাঁকে চমৎকার ভঙ্গিতে দৃঢ় পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছে প্রতিনিয়ত। এর আখ্যান গহিনে পরিভ্রমণ করলে যে কোন মানুষ তাঁর জীবনকে দীর্ঘ কবিতার মতো আলেখ্যয় সন্নিবেশি করতে পারেন।

তাঁর মুগ্ধতার প্রতিভা শক্তির সাথে সততার সম্মিলন ঘটে প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের মত এমন রঙ্গিন প্রতিশ্রুতি মেলে ধরে যেন অমৃত লোকের বার্তা বহন করে। পাখির গান মধুর লাগে, বাতাসের চলাচলে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয়।

মীর মুগ্ধর অকাল প্রয়াণে পাতার মরমরে কান পাতলে আমরা শুনতে পাই চরাচরের গহন সংগীত। যেন একূল ওকূল প্লাবিত করে দোলা দিয়ে বেজে উঠে হৃদয় ভাঙ্গার সুর। দাবানলে পুড়ে যায় হৃদয়, পোড়া গন্ধ অগভীর দৃষ্টি চোখে নোনা জল ঢেউ তোলে, বাঁধ ভাঙ্গে। দৃষ্টির সীমানা ঝাপসা হয়ে আসে কুয়াশার মতো মাঘের সন্ন্যাসীর মতো।

পড়াশুনার পাশাপাশি মীর মুগ্ধ ছিলেন একজন স্কাউটার, ভালো ফুটবলার, গায়ক, গীটারিষ্ট এবং সংগঠক। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠানগুলো সামলানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় অনুষ্ঠান শিক্ষা সমাপনী ২০২৩ এর কনভেনার ছিলেন মীর মুগ্ধ।

অবশেষে সকল কিছুর অবসান ঘটিয়ে ১৮ জুলাই ২০২৪ এর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঘাতকের নির্মমগুলিতে যে মানুষটির প্রস্থান হয়েছে তিনি কীর্তিমান বীর শহিদ মীর মুগ্ধ।

আসলেই কি প্রস্থান হয়েছে? আমরা কি আদৌ তাঁকে ভুলতে পেরেছি? তিনি তাঁর জীবনের ভিন্ন রকম দর্শনবোধ নিয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি স্থায়ী ভাবে স্থান করে নিয়েছেন মানুষের অন্তরবাসে।

তাঁর প্রস্থান নেই। তিনি এক মহিমান্বিত শক্তিমান বীর শহিদ স্কাউটার মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ।

শহিদেরা ফিরে আসে মিছিলে মিছিলে শহিদেরা ফিরে আসে প্রতিটি বিজয়ে।

২২ ফেব্রুয়ারি–স্কাউট ফাউন্ডার ডে–ইতিহাস ও তাৎপর্য

মোঃ হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস

২২ ফেব্রুয়ারি 'স্কাউট ফাউন্ডার ডে' সম্পর্কে জানতে হলে এ আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে জানাটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আসুন এখন জেনে নেয়া যাক স্কাউট আন্দোলন এবং আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কেঃ

স্কাউট আন্দোলন:

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতিতে পরিচালিত শিশু, কিশোর ও যুবদের জন্য স্কাউটিং একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক আন্দোলন। যা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য স্কাউটিং উন্মুক্ত।

আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা:

স্কাউট আন্দোলনের "প্রতিষ্ঠাতা" রবার্ট স্টিফেনসন স্মীথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (Robert Stephenson Smyth Lord Baden Powell of Gilwell)। তিনি "বিপি" নামেই অধিক পরিচিত। মূল নামঃ Stepheson Smyth Powell. জন্মের পর তিনি Stepheson Powell নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর নামের কোন অংশ কিভাবে যুক্ত হয়েছিল সেটি জেনে নিই: ধর্ম পিতা/দাদার (দাদার নামঃ Robert Stephenson, Railway Civil Engineer) নাম থেকে রবার্ট স্টিফেনসন, মাতৃবংশীয় (মাতার নাম ঃ হেনরিয়েটা গ্রেস স্মিথ) নাম থেকে **স্মীথ**, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত উপাধি থেকে লর্ড (ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ তাকে লর্ড উপাধি দেন), পিতার নাম (বাবার নামঃ প্রফেসর রেভারেন্ড এইচ. জি. ব্যাডেন পাওয়েল) থেকে **ব্যাডেন পাওয়েল**, পার্কের নাম থেকে "অব গিলওয়েল" হয়েছে।

জন্ম তারিখ ও স্থান ঃ ২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭, প্যাডিংটন (6 Stanpole Street Lancaster Gate), লন্ডন, ইংল্যান্ড।

বাবার পরিচয়:

প্রফেসর রেভারেন্ড এইচ. জি. ব্যাডেন পাওয়েল (Reverend H. G Baden Powell) জন্মঃ ২২ আগষ্ট, ১৭৯৬ Stanpole Street Lancaster Gate, লন্ডন। তিনি গণিতে অনার্স (ফার্স্ট ক্লাশ) এম, এ পাশ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রের প্রফেসর ও বিজ্ঞানী ছিলেন। মৃত্যুঃ ১১ জুন, ১৮৬০ সালে ৬,ষ্টামহোপ স্ট্রীট,প্যাডিংটন, লন্ডন। তাঁকে ১৬ জুন, ১৮৬০ সালে কেনসেল গ্রীন (সমাধিস্থল) লন্ডনে সমাহিত করা হয়।

মাতার পরিচয় :

হেনরিয়েটা গ্রেস স্মিথ (Henrieta Grese Smyth). ব্রিটিশ এডমিরাল ডব্লিউ, টি, স্মিথের (Admiral William Henry Smyth) কন্যা। জন্মঃ ০৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৪, মৃত্যুঃ ১৩ অক্টোবর ১৯১৪ (৯০ বছর)। সমাধিঃ কেনসেল গ্রীন, লন্ডন।

বিপি দশ ভাই বোনের মধ্যে অস্টম ছিলেন। বাল্যকাল ঃ প্রথম স্কুল ঃ রোজ হিল স্কুল, টেন্টব্রীজ, লন্ডন; ২য় স্কুল ঃ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে লন্ডনের চাটার হাউস স্কুল এ ১৮৭০ সালে ভর্তি হন; ছোট বেলা থেকেই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং অজানাকে জানার কৌতুহলে তাঁকে দৃঢ় প্রত্যয়ি করে তোলে।

সৈনিক জীবন:

বিপি'র ভাইয়েরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। তাঁকেও অক্সফোর্ডে পাঠানোর চেষ্টা করা হয় কিন্তু তিনি ১৮৭৬ সনে বৃটিশ সেনা বাহিনীর ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ জনের মধ্যে ২য় স্থান অর্জন করে ১৩তম হুসার্স সেনাদলে কমিশন পদে সরাসরি " সাব লেফটেনেন্ট" হিসেবে যোগদান করেন। এবং ঐ বছরের ৩০ অক্টোবর ভারতে পোস্টিং লাভ করেন। ব্যাডেন পাওয়েল তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে ১৮৮৩ সালে ২৬ বছর বয়সে ক্যাপ্টেন পদে

ও ১৮৯৭ সালে কর্ণেল এবং বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ১৯০০ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সর্বকনিষ্ট মেজর জেনারেল পদ অর্জন করেন ।

সৈনিক জীবনে বিপি বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র উপজাতিদের সাথে বৃটিশদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন এবং সফলতা লাভ করেন। ১৯০০ সনে তিনি ২১৭ (১৮৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর থেকে ১৯০০ সালের ১৮ মে) দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ম্যফেকিংয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। বিপি ম্যাফেকিং এ ৬০০০ বুয়রদের বিরুদ্ধে ১০০০ সৈন্য নিয়ে রক্তপাতহীন যুদ্ধে জয় লাভ করেন।

১৯০৩ সনে বিপি আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর মিলিটারী ট্রেনিং ম্যানুয়েল হিসাবে লেখা "Aids to Scouting " বইটি প্রচুর সাড়া জাগায় এবং তা বাজারে ব্যাপক হারে বিক্রয় হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক ও যুব সংস্থায় প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। তিনি সাধারণ যুব শ্রেণির উপযোগী করে বইটি পুন:লিখনের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯০৭ সনে বিপি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদ (অশ্বারোহী সৈন্যদলের সর্ব্বোচ্চ পদ) থেকে চাকুরি শেষ করেন। তারপরও তাঁকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত টেরিটোরিয়েল ডিভিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হয়। যার সদর দফতর ছিল রিচমন্ড ক্রাসেল। এ সময় থেকেই রাজা এ্যাডওয়ার্ড ৭ম এর পরামর্শ ক্রমে তিনি স্কাউটের গোড়া পত্তনে বিশেষ মনোযোগী হন। এর মধ্য দিয়ে বিপির প্রথম জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ।

স্কাউটিং এর শুরু:

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় জীবনের গোড়াপত্তনের কাজে মনোযোগী হন। বিপি ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের পোল হারবারে অবস্থিত ব্রাউনসি দ্বীপে ২১ জন ছেলেকে নিয়ে পরীক্ষামূলক স্কাউট ক্যাম্প করেন। বয়েজ ব্রিগেড এর প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম স্মীথ এর পরামর্শ ও সহায়তায় ক্যাম্প বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন। ১৯০৭ সালের ২৯ আগষ্ট-০৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাউনসী দ্বীপ ৫৬০ একর (২.৩ বর্গ কিলোমিটার)এলাকা নিয়ে অবস্থিত। বনাঞ্চল, প্রশস্ত মুক্ত এলাকা এবং দুটো লেক নিয়ে ব্রাউনসী দ্বীপ। মুলভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এ দ্বীপে যাতায়াতের জন্য ইংল্যান্ডের পোলটাউন থেকে স্বল্প সময়ে ফেরীতে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বীপের owner Mr. Charles van Raalte স্কাউটরা এখানে ক্যাম্প করায় তিনি মহাখুশী হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুল ও প্রতিষ্ঠান থেকে (সামাজিক কর্মকান্ডে অতীত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং অধিকাংশ বেডেন পাওয়েলের বন্ধুপুত্রদের সমন্বয়ে) ২১ জন বালককে নিয়ে এ ক্যাম্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই ক্যাম্পে ইংল্যান্ডের ইটন ও হ্যারোও'র পাবলিক স্কুল থেকে ১০ জন (এদের মধ্যে অধিকাংশ বি'পির বন্ধুপুত্র), বর্ণ মাউথ বয়েজ ব্রীগেড থেকে ০৭ জন, পোল বয়েজ ব্রীগেড থেকে ০৩ জন এবং বিপির আপন ভাইপো নয়বছর বয়সী ডোনাল্ড অংশগ্রহণ করে। ডোনাল্ড ক্যাম্পের SCRIBE (অনুলেখক বা সুবর্ণিক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

- জানুয়ারি-১৯০৮ সালে ছয়টি কিস্তিতে "স্কাউটিং ফর বয়েজ (Scouting For Boys)" নামে বই প্রকাশ করেন। বইটি ৩৫টি ভাষায় প্রকাশিত হয়।। বইটি তৎকালে ৪র্থ বেস্ট সেলার বই হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- ১৯০৯ সালে লন্ডনের ক্রীস্টাল প্যালেসে স্কাউটদের নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজা পঞ্চম জর্জ স্কাউটিং কার্যক্রমের সমর্থন জানান। ক্যাম্পে একটি মেয়ে দল অংশ গ্রহণ করে। ১১০০০ মেয়ে এই দলে অংশ নেয়।
- মেয়েদের স্কাউটিংয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিপির আগ্রহে ১৯১০ সনে তাঁর বোন এ্যাগনেস ব্যাডেন পাওয়েল এর দায়িত্বে মেয়েদের জন্য লর্স্ গাইড প্রবর্তিত হয়। বিপির বন্ধু জুলিয়েট গর্ডন লো এর মাধ্যমে আমেরিকায় গার্লস স্কাউট কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। ভারতবর্ষে ১৯১০ সালে স্কাউটিং শুরু হলেও শুধু ইংরেজ ছেলেদের জন্য স্কাউটিং সীমাবদ্ধ ছিল। চাকুরী কালঃ ১৮৭৬ - ১৯১০ (৩৪ বছর)

বিবাহিত জীবন:

চাকুরি থেকে অবসরে গিয়ে ১৯১২ সালের ১২ অক্টোবর বিপি ৫৫ বছর বয়সে ওলাভ সোয়েমসকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুজনারই জন্ম ২২ শে ফেব্রুয়ারিতে। নিউইয়র্কে যাত্রাপথে সামুদ্রিক জাহাজ এসএস আর্কেডিয়ানে তাঁদের পরিচয় হয়। তখন ওলাভ এর বয়স ছিল ২৩ বছর।

১৯১২ সালে বৃটিশ সরকার স্কাউট আন্দোলনকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

স্ত্রীর পরিচিতি:

ওলিভ সেন্ট ক্লেয়ার সোয়েমস (Olave St. Claire Soameze) জন্ম ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯। পিতা ঃ

জনাব হ্যারলড সোয়েমস, মাতা ঃ ক্যাথরিন, তৃতীয় সন্তান। মৃত্যু ঃ ২৫ জুন, ১৯৭৭ সালে, লন্ডনে। তাঁকে কেনিয়ার নিয়ারিতে সমাহিত করা হয়। তিনি ১৯৩০ সালে বিশ্ব চীফ গাইড নির্বাচিত হন।

তাদের এক ছেলে দুই কন্যা ছিল । ছেলে আর্থার রবার্ট পিটার [৩০অক্টোবর ১৯১৩–৯ ডিসেম্বর ১৯৬২] মেয়ে:১] হিটার সেন্ট ক্লেয়ার [১ জুন, ১৯১৫-৩ মে, ১৯৮৬] ২॥ বেটি সেন্ট ক্লেয়ার [১৬ এপ্রিল, ১৯১৭-২৪ এপ্রিল, ২০০৪]

১৯১৪ সনে উলফ কাব প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৬ সনে বিপির লেখা উলফ কাব হ্যান্ড বুক প্রকাশিত হয় এবং উলফ কাব চালু। ১৯১৮ সনে রোভার স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়। ভারতীয়দের জন্য স্কাউটিংয়ের অনুমতি ছিল না। ভারতবাসীদের উদ্যোগ এবং বিপির বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে ভারতবাসীদের স্কাউটিং করার অনুমতি দেয়। ১৯১৯ সালে স্কাডট মাস্টার শীপ বই প্রকাশ করেন। ৮ সেপ্টেম্বর-১৯১৯ সালে গিলওয়েল পার্ক লন্ডনে প্রথম স্কাউট মাস্টার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ১৯ জন অংশ গ্রহণ করেন। বি-পি কোর্স লিডার ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৬১ বছর। ১৯১৯ সালে স্কটল্যান্ডের স্কাউট কমিশনার মিস্টার বয়েস ম্যাকলার্ন স্কাউটিং এর প্রশিক্ষনের জন্য ইংল্যান্ডে ৫৪ (চুয়ান্ন) একর জমি দান করেন, যা গিলওয়েল পার্ক নামে খ্যাত এবং এটাই বিশ্বের প্রথম ও প্রধান স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে মিস্টার বয়েস ম্যাকলার্নকে স্মরণ করার জন্য তাঁর গাউন থেকে কাপড়ের টুকরা উডব্যাজ স্কার্ফে ব্যবহার করা হতো, যা "ম্যাকলার্ন টার্টার" হিসেবে পরিচিত।

প্রধান স্কাউট হিসেবে স্বীকৃতি:

১৯২০ সনে অলিম্পিয়াতে প্রথম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। ৩৪টি দেশের ৮০০০ জন এতে অংশ নেয়। এ বছরেই বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। যার নাম ছিল International Bureau of Scouting. ৬ আগস্ট ১৯২০ সালে জাম্বুরীর শেষ সন্ধ্যায় হর্ষোৎফুল্ল বিরাট স্কাউটজনতা বিপিকে "বিশ্বের প্রধান স্কাউট (Chief Scout of the World) রূপে ঘোষণা করে। ১৯২২ সনে রোভার স্কাউটদের জন্য বিপির লেখা "Rovering to Success" বই প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯২৬ সালে প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কাউটিং চালু করেন এবং ১৯২৮ সালে স্কাউট গ্রুপ প্রবর্তন করেন। ১৯২৯ সনে গিলওয়েল পার্ক International Scout Leader Training Centre হিসেবে পাওয়ার পর বিপি Baden Powell of Gilwell বিবেচিত হতে থাকেন। ১৯২৯ সনে তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী চলাকালে ২০ হর্স পাওয়ার সম্পন্ন একটি রোলস রয়েস কার ও ক্যারাভেন উপহার পান; বিপির মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ১৯৪৫ সনে কারটি বিক্রি করে দেন; ২০০৭ সনে ২১তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীর সময় গিলওয়েল পার্কে তা একত্রিত করা হয়; পরে B-P Jam Roll Ltd. ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিনে এগুলি গিলওয়েল পার্কে রাখা হয়। ১৯৩১ সালে সুইজারল্যান্ডে ক্যান্ডার স্টেটে প্রথম বিশ্ব রোভার মুট অনুষ্ঠিত হয়।

ফাউন্ডারস ডে পালন শুরু:

১৯৩৭ সনে পঞ্চম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিংকে বিদায় জানান। লর্ড এবং লেডী ব্যাডেন পাওয়েলের যৌথ জন্ম দিনকে (২২ ফেব্রুয়ারিকে) স্কাউটরা Founders Day এবং গার্লস গাইডরা Thinking Day হিসাবে স্মরণ এবং উদযাপন করে।

শেষ জীবন:

১৯৩৯ সনে ব্যাডেন পাওয়েল দম্পতি লন্ডন থেকে কেনিয়ার নায়োরীতে অবসর জীবন অতিবাহিত করার জন্য চলে যান। সেখানে তাঁরা এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ীতে থাকতেন, যার নাম বিপি "পেক্সটো" দিয়েছিলেন তারা। বহুমুখী প্রতিভাধর বি পি লেখক হিসেবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন। তার প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে ছিল সেনা বাহিনী বিষক ৯টি, স্কাউটিংয়ের উপর ১২টি অন্যান্য বিষয়ের উপর ১৫টি। তিনি ছিলেন এক সৃজনশীল কার্টুনিস্ট। দেশ বিদেশের অনেক সন্মাননা পদক তিনি লাভ করেছেন। অনান্য কাজ ঃ স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক, লেখক, কার্টুণ শিল্পী, খেলোয়াড়, অভিনেতা, পিয়ানো ও বেহালা বাদক এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষক।

১৯৪১ সালে ০৮ জানুয়ারী ৮৪ বছর বয়সে বিপি কেনিয়ায় মারা যান। তাকে নায়েরী সেন্ট পিটার্স সেমিট্রিতে সমহিত করা হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর লেডি ব্যাডেন পাওয়েলের দেহভস্ম স্বামীর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। কেনিয়া সরকার ব্যাডেন পাওয়েলের কবরকে অন্যতম জাতীয় স্মৃতি সৌধ হিসেবে ঘোষণা করে।

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে স্কাউটিং

স্কাউটার হারুন-অর-রশিদ সাগর, পিআরএস ও এএলটি
সদস্য, প্রশিক্ষণ উপকমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে স্কাউটিংয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কাউটিং শুধুমাত্র একটি যুব আন্দোলনই নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যা তরুণ যুবদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি, সহযোগিতা, এবং ন্যায়বিচারের চেতনা গড়ে তোলে। বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করতে স্কাউটিং যুবদের যে পদ্ধতিতে গড়ে তোলে তা বিশদভাবে আলোচনার মাধ্যমে আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে।

১. স্কাউটিংয়ের মূল আদর্শ: সমতা ও মানবাধিকারের গুরুত্ব

স্কাউটিংয়ের মূল আদর্শ হলো বিশ্ব নাগরিকত্ব, যেখানে সকলের মধ্যে সমতা এবং মানবাধিকার রক্ষা করা হয়। স্কাউটিং মূলত: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন, যেখানে প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াও সামাজিক মূল্যবোধ, মানবিকতা, সহানুভূতি, এবং সহযোগিতার শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কাউটিংয়ের সদস্যরা শেখে যে সবাই সমান, এবং সমাজে বৈষম্য বা অন্যায় সহ্য করা উচিত নয়। এই মূলনীতি শুধু স্কাউটিং সদস্যদের এবং তাদের পরিবার এবং সমাজে সহানুভূতি ও দয়ালু মনোভাব গড়ে তোলে। তারা মানবাধিকার রক্ষায় সহায়তা করতে এবং বৈষম্য দূর করতে কাজ করে।

২. স্কাউটিংয়ে সমান অধিকার ও সুযোগের প্রতিষ্ঠা

স্কাউটিং সংগঠন সবার জন্য সমান অধিকার এবং সুযোগ নিশ্চিত করে, তা সে যে জাতি বা ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন। স্কাউটিংয়ে কোনো ধরনের লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান থেকে বৈষম্য করা হয় না। বিশ্বব্যাপী স্কাউটিং সংগঠন এর সদস্যদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে, যাতে তারা নিজেদের দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং সহানুভূতি বিকাশ করতে পারে। এর ফলে তারা বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কাজ করতে এবং অন্যের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। স্কাউটিংয়ের জন্য যে পদ্ধতিগুলি কাজ করে তা নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করে:

সকলের জন্য সমান সুযোগ: স্কাউটিং এর সদস্যদেরকে কোন ধরণের জাতিগত, ধর্মীয় বা সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা হয় না।

শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ: স্কাউটরা বিভিন্ন শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে শেখে, যাতে তারা সমাজে বৈষম্য কমাতে এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

৩. সহানুভূতি ও সহযোগিতার চেতনা গঠন

স্কাউটিংয়ের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সহানুভূতি এবং সহযোগিতা গড়ে তোলা। স্কাউটরা বিভিন্ন দলের মধ্যে কাজ করতে শেখে এবং সম্মিলিতভাবে একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। স্কাউটিংয়ের যে প্রকল্পগুলি পরিচালিত হয়, সেখানে একে অপরকে সাহায্য করা, সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং সামাজিক মূল্যবোধ চর্চা করা হয়ে থাকে। এই সহযোগিতামূলক মনোভাব বৈষম্য দূরীকরণে অত্যন্ত কার্যকরী।

স্কাউটিং সদস্যদের মধ্যে কিছু বিশেষ গুণ যেমন:

সহানুভূতি: অন্যদের অবস্থান বা দুঃখ বুঝে সহানুভূতির সাথে সাহায্য করা;

সহযোগিতা: একে অপরের সাহায্য নিয়ে কাজ করা এবং সম্মিলিতভাবে সমস্যা সমাধান করা;

এই দুটি গুণ তাদেরকে সাম্প্রদায়িক, জাতিগত বা ধর্মীয় বিভাজন মেনে নিতে শেখায় না, বরং তারা মনে করে যে, সকল মানুষকে সমানভাবে সম্মান প্রদান করা উচিত।

৪. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহিষ্ণুতা

স্কাউটিংয়ে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতি বা ভাষাভাষী হতে পারে। তবে স্কাউটিংয়ের মধ্য দিয়ে তারা শেখে কীভাবে সম্মান ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন

করতে হয়। স্কাউটরা ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য ভুলে গিয়ে একে অপরকে শ্রদ্ধা করে এবং তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

একটি স্কাউটিং প্রোগ্রামে স্কাউটরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং জীবনধারা সম্পর্কে জানে এবং সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে তোলে। এর ফলে তারা সমাজে বিরাজমান সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে।

৫. লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন

স্কাউটিংয়ে পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকার দেওয়া হয়। স্কাউটিংয়ের গঠনতন্ত্রের মধ্যে নারীদের প্রতি সমান সুযোগ এবং মর্যাদা প্রদানের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নারীদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে স্কাউটিং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এটি মেয়েদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করে এবং যৌন বৈষম্য দূর করে। স্কাউটিং এমন একটি সমাজের দিকে পরিচালিত করে যেখানে সব নারী ও পুরুষের জন্য সমান সুযোগ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬. নেতৃত্বের গুণাবলি ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব

স্কাউটিং শুধুমাত্র সামাজিক কাজের ক্ষেত্রে নয়, বরং নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কার্যকর। স্কাউটরা শেখে কীভাবে একজন ভালো নেতা হওয়া যায় এবং সমাজে পরিবর্তন আনতে নেতৃত্ব প্রদান করতে হয়। তাদের মধ্যে শেখানো হয় যে, একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য নেতৃত দেওয়া এবং অন্যদের সহযোগিতা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

নেতৃত্বের মাধ্যমে স্কাউটরা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে পারে। স্কাউটরা জানে, একজন প্রকৃত নেতা হতে হলে অন্যের অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। এজন্য তারা সব সময় সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে কাজ করে।

৭. আন্তর্জাতিক সংহতি ও সহায়তা

স্কাউটিং একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার সদস্যরা বিশ্বের নানা প্রান্তে অবস্থান করছে। স্কাউটরা বৈশ্বিক সংকট ও দুঃখকষ্টের সময় একে অপরের সাহায্যে দাঁড়ায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র, যুদ্ধ বা সংকটের সময় স্কাউটরা সক্রিয়ভাবে সহায়তার হাত বাড়ায়। এটি বিশ্বব্যাপী মানবিক সহানুভূতির এবং সামাজিক সংহতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। স্কাউটিং এই ধরণের সহানুভূতিশীল কর্মকান্ডের মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আত্মবিশ্বাস

স্কাউটিং সদস্যদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে। স্কাউটরা শেখে কীভাবে সমাজে তাদের ভূমিকা পালন করা উচিত এবং তারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করে, যা তাদের বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের জন্য প্রেরণা জোগায়। স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করে যে, একজন যুবক কীভাবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এবং বৈষম্য প্রতিরোধ করতে পারে।

উপসংহার:

স্কাউটিং বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে একটি শক্তিশালী এবং কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি শুধু যুবকদের জন্য শিক্ষা নয়, বরং সমাজে বৃহত্তর পরিবর্তন আনার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে সমাজে একতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা গড়ে তোলে। যদি স্কাউটিংয়ের এই মৌলিক শিক্ষা সমাজে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে তা একটি বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের স্কাউটিং-এ মুক্ত দল: আগামীর প্রত্যাশা

ড. মো. আরিজুল ইসলাম খান, এ.এল.টি.
সভাপতি, ট্রুপ-টয়েন্টি ওয়ান ওপেন স্কাউট গ্রুপ
বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্কাউটসের সূচনালগ্ন থেকে যে সকল স্কাউটারবৃন্দ কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রামকে সমৃদ্ধ করতে এবং তাঁদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধা দ্বারা এ সকল শাখার বিভিন্ন ব্যাজ স্তরের বইয়ের পান্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশে সক্রিয়ভাবে সহায়তাদান করেছেন সে সকল স্কাউটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুরু করছি।

স্কাউটের গুনগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে এবং স্কাউট আন্দোলনকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করার জন্য প্রতিষ্ঠানিক (নিয়ন্ত্রিত) স্কাউট গ্রুপ এর পাশাপাশি পাড়া মহল্লা বা কমিউনিটি বেইজড স্কাউটিং কার্যক্রম চলমান আছে। আমাদের সুযোগ আছে এবং আমাদের আগ্রহী ছেলে-মেয়েও আছে। পাড়া মহল্লায় অনেক স্কাউটার আছেন যাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন না, ব্যবসা বা অন্য কোন পেশাজীবি, আবার কেউ কেউ অবসর জীবন অতিবাহিত করছেন, এঁদের মধ্যে আবার অনেকেই স্কাউট দল পরিচালনা করতে সক্ষম (আগে দল চালাতেন), সে সকল স্কাউটারদের সাহায্যে পাড়া-মহল্লায় বসবাসরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অধিক হারে মুক্ত দল গঠন করে দল চালানো যেতে পারে।

মুক্ত দলের স্কাউটদের আকৃষ্ট করতে কিছু কৌশল বা স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা দরকার, যেমন- মুক্ত দলের স্কাউটদের জন্য সাঁতার, ক্রিকেট, কারাতে, ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। আবার কোন কোন মুক্ত দলে বাংলা, ইংরেজি, অংক ক্লাসের পড়া শেখানোর জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ ক্লাস নেয়া যেতে পারে। এছাড়া কম্পিউটার শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। গান, কবিতা আবৃত্তি বা সাহিত্য চর্চার ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। মাসে ৪টি প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের মধ্যে দুটি করে বিশেষ মিটিং রেখে এগুলি শেখানো যেতে পারে।

যুগের চাহিদা অনুযায়ি লক্ষ্য করা গেছে যে, বর্তমানে স্কাউট বয়সী ছেলে-মেয়েরা স্কাউট দলে ভর্তি হয়ে স্কাউট প্রোগ্রামের বহিরাঙ্গন কার্যাবলীর অংশ হিসেবে কেবল মাত্র দড়ির কাজ, প্রাথমিক প্রতিবিধান, এস্টিমেশন, ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। তারা ক্রিকেট খেলাকে বেশী প্রধান্য দিতে চায়, পাশাপাশি ফুটবল, কারাতে, তাইকোয়ান্দও খেল্তেও ভালোবাসে। ইউনিটের প্রোগ্রাম কার্যক্রমে এগুলো অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

বর্তমানে ছেলে-মেয়েরা ব্যাপকভাবে মোবাইল ফোনে আসক্ত। স্কাউটিংয়ে বয়স্ক নেতাদের গবেষণা করতে হবে কিভাবে এসকল ছেলে-মেয়েদের মোবাইল আসক্তি থেকে বের করে আনা যায়। যারা স্কাউটিং তারা যেহেতু সকল সময় এক ধাপ এগিয়ে থাকে, সেহেতু একটি জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে আমাদের মধ্য থেকেই উপায় বের করতে হবে। এ ব্যাপারে সারা দেশের সকল স্বার্থত্যাগী স্কাউটারদের অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে সফল হতে না পারলে এদেশে স্কাউট আন্দোলন আগামীতে মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারবে না। মোবাইল আসক্তির ফলে, বেশ কিছুদিন যাবত স্কাউটিংয়ে যে ড্রপ-আউট পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আগামীতে আরও বাড়তে পারে। এ আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভবিষ্যৎ Threat কে মোকাবিলা করে আমাদের জয়ী হতে হবে।

স্কাউট আন্দোলনের--Fundamentals এর উপাদান সমূহ যেহেতু অপরিবর্তনীয় এবং সেগুলো সব সময়ের জন্য আন্দোলনে সম্পৃক্তদের অনুসরণীয় আদর্শ সেহেতু Fundamentals-কে সমুন্নত রেখে ছেলে-মেয়েদের মোবাইল ফোন আসক্তি থেকে দুরে রাখার লক্ষ্যে যুগের চাহিদা বিবেচনায় প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন করে এগুলোকে আরও বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয়

করা যায়। এজন্য জাতীয় সদর দফতরে একটি গবেষণাগার স্থাপন করা যায় কি না সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে এখন থেকেই একটি প্রকল্প হাতে নেয়া এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস মহোদয় এঁর গবেষণা লব্ধ থিওরি গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্র যেমন উপকৃত হয়েছে, উন্নতি করেছে ; ঠিক তেমনি এদেশে স্কাউটিংয়ে এমন কিছু গবেষক তৈরী হোক যাঁদের গবেষণালব্দ পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হলে স্কাউট বয়সী ছেলেমেয়েদের মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্তি ও অভিভাবকবৃন্দ স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলতে পারে এবং সকলেই স্কাউটের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে পারে।

স্কাউট সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠনের মূহুর্তে বিষয়টি উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং অঞ্চল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট (শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বা বিশেষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে যিনি প্রযোজ্য হবেন) ব্যক্তি বর্গের দৃষ্টিতে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে স্কাউটিং একটি মহৎ আন্দোলন। স্কাউট এর আইন ও প্রতিজ্ঞা যাঁরা সমুন্নত রাখতে পারবেন না বা যাঁদের কারণে এর ব্যত্যায় ঘটে তারা যদি এ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আসীন হয় তাহলে প্রকৃত স্কাউটারদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দিবে। এ আন্দোলনকে আগামী প্রজন্মের নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশ বা মতামত ব্যক্ত করা হলো:

১. স্কাউট আন্দোলনকে কখনও রুটি রুজির ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না;

২. বয়স্ক নেতাদের এ আন্দোলনের আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে;

৩. ইতোপূর্বে যে সকল সৎ, দক্ষ ও স্কাউট দরদী ব্যক্তিবর্গ স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পদবঞ্চিত হয়েছিলেন তাদেরকে উপযুক্ত পদে আনার চেষ্টা করতে হবে;

৪. যে সকল স্কাউটারের আচরণগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় বা যাদের মধ্যে সততার অভাব পাওয়া যাবে তাদেরকে কৌশলে ধীরে ধীরে দুরে রাখার চেষ্টা করতে হবে;

৫. বেসিক, অ্যাডভান্সসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণে যোগ্য স্কাউটারের সমন্বয়ে দক্ষ প্রশিক্ষণ টিম গঠন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৬. যাঁরা এখনও এ আন্দোলনে অবদান রাখতে সক্ষম, তাঁদেরকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্কাউটের বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ আধুনিকীকরণ কাজের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে;

৭. প্রত্যেক স্তরের কার্যক্রমে স্কাউটদের ব্যক্তিগত উন্নয়নমূলক কাজ বেশী করে রাখতে হবে। প্রত্যেক মাসে ৪টি প্যাক/ট্রুপ/ক্র-মিটিংয়ে একটি বিশেষ প্যাক/ট্রুপ/ক্রু-মিটিং রেখে বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে;

৮. প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ এবং স্বেচ্ছাসেবী স্কাউট/স্কাউটার (ভলান্টিয়ার) সম্পর্ক হতে হবে অত্যন্ত মধুর। কারণ, উভয়ের মধ্যে দুরত্ব থাকলে স্কাউটিং এর অগ্রগতি ব্যহত হয়;

৯. কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের (যেমন আর্থিক দুর্নীতি, আচরণবিধি লঙ্ঘণ, নারী কেলেঙ্গারী ইত্যাদি) সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি ব্যাতীত তাকে পদোন্নতি অথবা সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, কোন অভিযোগের প্রমাণ ব্যতীত কোন কর্মকর্তার শাস্তি দেয়া হলে তার দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং কাজের গতি হ্রাস পায়। সুতারাং এমটি করা যাবে না।

১০. স্কাউট আন্দোলনের এ সংগঠনটি হতে হবে নিরঙ্কুশ ফ্রেস, কলঙ্কমুক্ত এবং আস্থার প্রতীক।

১১. সর্বোপরি, এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য হবে অচরণ ও চিন্তা চেতনায় অন্য যে কোন সংগঠনের তুলনায় উন্নত। এক কথায় স্কাউটিং এর প্রতিটি সদস্য হবেন শ্রেষ্ঠ ব্রান্ড।

স্কাউটের সকল স্তরে এরূপ পরিবর্তন আনতে হলে এদেশের সকল পর্যায়ে সংগঠনকে শক্তিশালী ও মজবুত করতে হবে। শিক্ষিত মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন টায়ারে সম্মানজনক পদে বসাতে হবে যেন তাঁরা স্কাউটিংয়ে অবদান রাখতে পারেন। আন্দোলনের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো হচ্ছে সংগঠনের রূপরেখা বা সংগঠন। তাই সকল পর্যায়ের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। স্বার্থান্বেসী ব্যক্তিরা যেন কোনক্রমেই সংগঠনে ঢুকে সংগঠনের কোন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

স্কাউটিং, যুব সমাজ ও নেতৃত্ব

মোঃ ফারুক হোসেন
পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ

ভাষা, ধর্ম বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান, বংশগত এবং অর্থনেতিক অবস্থা, পেশাগত অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষ একসাথে বসবাস করে। এমন সংঘবদ্ধভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সমাজ বলে।

৬-২৫ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের যুব বয়সী বলে চিহ্নিত করা হয়। এ যুব সমাজের উপরই নির্ভর করে একটি সমাজ বা দেশের ভবিষ্যৎ। এ কারণে কোন দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে গড়ে তোলা প্রয়োজন সে দেশের যুব সমাজকে। যুব সমাজের মধ্যে বয়সের তারতম্য অনুসারে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানসিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটে বিধায় তাদের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়ে থাকে। স্কাউটিং এ ৬-১০+ বছর বয়স পর্যন্ত কাব স্কাউট, ১১-১৬+ বছর পর্যন্ত স্কাউট এবং ১৭ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত রোভার স্কাউট বলে চিহ্নিত করা হয়।

শিশুরা দেশ ও জাতির সম্পদ, আগামী দিনের কর্ণধার। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু-কিশোরকে সৎ, দক্ষ, যোগ্য নাগরিক ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আমাদের শিশুদের প্রকৃত মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন তাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্য, মুক্ত আলো ও বাতাস এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন সংস্কারমুক্ত উদার পরিবেশ। শিশুদের অন্ধ বিশ্বাস, সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ধ্যাণ ধারণার বাইরে নিয়ে আসতে হবে। শিশুদের মন নির্মল ও নিষ্কলুষ। দেশের শিশু-কিশোরদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী করা, মানুষকে ভালবাসতে শেখানো এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই স্কাউট আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। অনেক মজার এবং চিত্তাকর্ষক বিষয় ৭ম জাতীয় 'কমডেকায়' কিশোর রোভার স্কাউট বন্ধুরা অনুশীলন করার সুযোগ পাবে এবং এর মধ্য দিয়ে নিজস্ব চিন্তা ভাবনার বিস্তৃতি ঘটিয়ে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা পাবে।

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল যাকে আমরা সংক্ষেপে বি পি বলি তিনি প্রথম স্কাউট আন্দোলন শুরু করেন। তিনি স্কাউটিং এ দল গঠনের ধারণা লাভ করেন রুডইয়ার্ড কিপলিংয়ের লেখা 'দি জাংগল বুক' নামক একটি বই থেকে। ওই বইয়ে নেকড়ে বাঘের দলের নিয়ম শৃঙ্খলা ও জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীর গল্প আছে।

স্কাউট একজন মানুষ। সে হল সাহসী, বলবান, কর্তব্যপরায়ণ (যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও কর্তব্য পালন করে), বুদ্ধিমান ও চটপটে। সে অজানা ও নতুন জায়গায় নিজের পথ ও গন্তব্যস্থান খুঁজে বের করতে পারে। নিজের কাজ নিজে করে, খাবার তৈরি করতে পারে, শিশু, পাখি ও মানুষের পায়ের চিহ্ন ধরে তাদের অনুসরণ করতে পারে, আড়াল থেকে অন্যদের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করতে পারে, নারী ও শিশুদের প্রতি সদয় থাকে এবং সবার উপর জীবন দিয়ে হলেও দলনেতার আদেশ মেনে চলে। কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ১৭-২৫ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের পর্যায়ক্রমিক খেলার ছলে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে

তোলার অন্যতম একটি প্রয়াসই হল রোভার স্কাউট।

রোভার স্কাউট এর মটো হল সেবা। বিশেষ কায়দায় রোভার স্কাউট সালাম প্রদান করে। সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা, চিহ্ন দেখিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনসহ আদর্শ নাগরিক গঠনের অন্যতম শিক্ষা রয়েছে। রোভার কার্যক্রম চর্চা করার অন্যতম ক্ষেত্র হল ক্রু মিটিং। ক্রু মিটিং হলো প্রতিটি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য ৬০-৯০ মিনিটব্যাপী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক কর্মসূচী। হাতে কলমে নিজেকে সুযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম ক্ষেত্র এই ক্রু মিটিং।

মূলত স্কাউট আন্দোলনের শুরুই হয়েছে জীবন বদলে দিতে। কেননা স্বাউট আন্দোলনের আদর্শ, মূলনীতি, মূলমন্ত্র একজন মানুষেকে আদর্শ মানুষে রূপান্তরে সহায়ক। রোভার স্কাউটের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য ছেলেমেয়ে থেকে ভিন্নতর। তাদের নতুন কিছু গ্রহণ করার ক্ষমতা ও সহনশীলতা অনন্য। তারা তাদের এ শিক্ষা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না। এ শিক্ষা তাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। একই ভাবে তাদের পরিবারের অন্যান্য বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। এভাবেই সমাজের একটি আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। রোভার স্কাউট করার মাধ্যমে রোভারেরা যেমন বদলাবে, তাদের সাথে সাথে অন্যান্যরাও বদলাবে অর্থাৎ সমাজের পরিবর্তন ঘটবে।

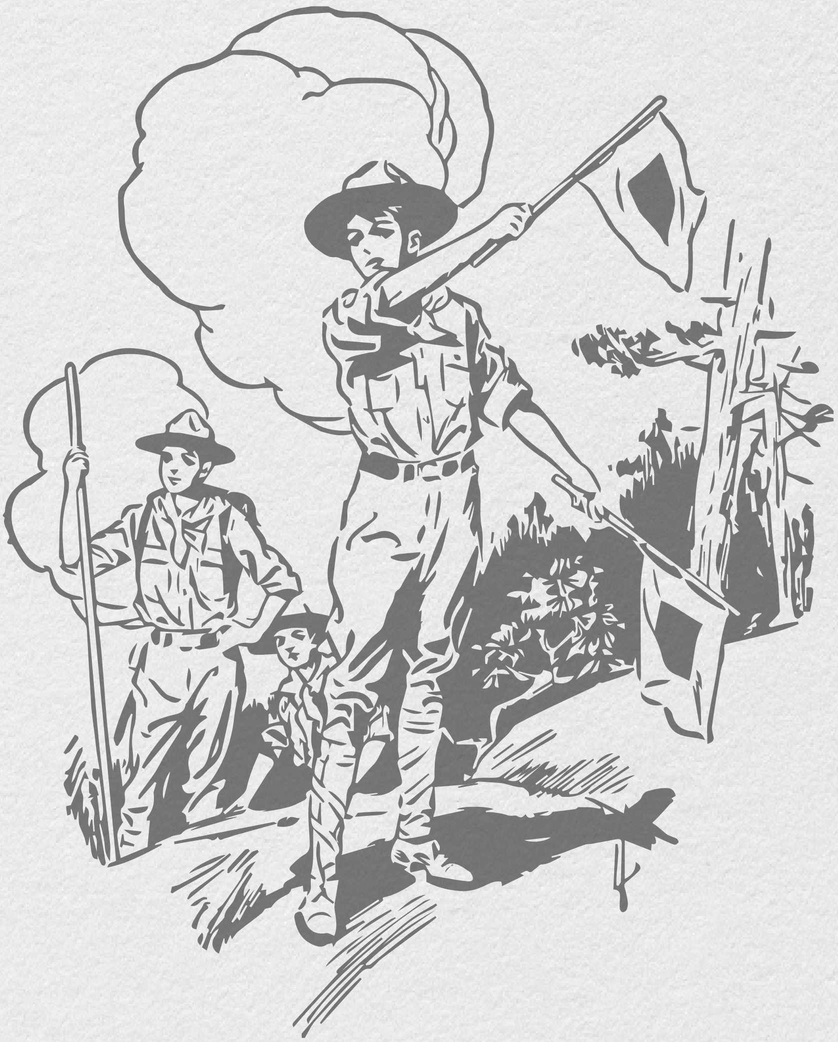

স্মৃতিতে তৃতীয় জাতীয় কমডেকা ও অষ্টম জাতীয় রোভার মুট

মুহাম্মদ ওয়াহিদুন নবী বিপ্লব
রোভার স্কাউট লিডার, ট্রুপ ২১ ওপেন স্কাউট গ্রুপ।
সদস্য, গবেষণা ও মূল্যায়ন, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস

নটরডেম কলেজের অনেকগুলো ক্লাবের মধ্যে নটরডেম রোভার দলের ফরম ফিল-আপ করে জমা দিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ গুলিতে রোভার স্কাউট হিসেবে অংশগ্রহণ করবো। ক্লাসের পাশাপাশি রোভার কার্যক্রমও চলছিল। ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা এলো কমডেকা যেতে হবে। ঢাকা অঞ্চলের রোভার স্কাউটদের সাথে আমরা আগেই চলে আসলাম। সিরাজগঞ্জ যমুনা নদীর তীরে হুন্দাই বাঁধ। যমুনা নদীর তীরবর্তী সময়কাল ২৮শে ডিসেম্বর ২০০১ থেকে ৪ঠা জানুয়ারি ২০০২। তীব্র শীত ছিল। সবচাইতে অ্যাডভেঞ্চার ছিল আমাদের হাইকিং-এ। বিকালের দিকে আমরা প্রমত্তা যমুনা নদীর মাঝ দিয়ে চর কাটেঙ্গা পৌঁছাতেই প্রচন্ড অন্ধকার জেঁকে বসেছিল, হাইকিং এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে সেখানে সমাজ উন্নয়নমূলক একটি নাটিকা উপস্থাপন করি। রাতে আমরা চর কাটেঙ্গা থেকে টর্চের আলোতে নটরডেম কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল ফাদার বেনজামিন কস্তাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। তাঁবুতে আমাদের রোভার স্কাউট লিডার শেখ মো: নূরুল হুদা স্যার আমাদের ঘুমানোর সুযোগ দিয়ে সারারাত নির্ঘুম ছিলেন। সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় আমরা প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছিলাম।

কমডেকায় আমরা বনায়ন ও শাকসবজি চাষ, আর্সেনিক মুক্ত পানির ব্যবহার, খেলা, অবস্ট্যাকল ফেসিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ গ্রহণ করি। তীব্র ঠান্ডা ও কুয়াশার কারণে রাতে হাঁড়ি ও প্লেট ধোয়ার সময় আমার হাত ঠান্ডায় নীল হয়ে গিয়েছিল। ১লা জানুয়ারী ২০০২ এ আমরা বিশেষ প্রার্থনা ও সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি মুখের মাধ্যমে প্রথম বছর শুরু করেছিলাম। গ্র্যান্ড ক্যাম্পফায়ার ও সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে আমরা ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম। সময় খুব দ্রুত পেরিয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সপ্তম জাতীয় কমডেকা অনুষ্ঠিত হবে সিরাজগঞ্জে। কমডেকা মূলত "Good Turn" বা ভাল কাজ– যা ব্যক্তি স্কাউট স্কাউটার প্রতিদিন কিছু না কিছু করে থাকে। এভাবে ভাল কাজ করার মানসিকতার সামষ্টিক রূপ স্কাউট আন্দোলনের সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী। এতে স্কাউট-স্কাউটারগণ সম্পৃক্ত থেকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সাথে পরিচিত হয়। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে স্কাউটরা দক্ষতা অর্জন করে এবং সমাজের বসবাসকারী জনসাধারণের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চাহিদা অনুযায়ী সমস্যার সমাধানে ও উন্নয়নমূলক কাজ করে তারা নিজেদের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। এসকল কার্যক্রমকে একটি বিশেষ মাত্রায় পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ক্যাম্প (Community Development Camp) বা কমডেকা (COMDECA)'র আয়োজন করা হয়। এবারের সপ্তম জাতীয় কমডেকার থীম 'বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং'। সপ্তম জাতীয় কমডেকা সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য হয়ে উঠুক স্মৃতিময়।

বীরত্বের গল্পগাঁথা

মোঃ মজনুর রশিদ
সাবেক সম্পাদক, গোপালগঞ্জ
জেলা রোভার ও সহযোগী অধ্যাপক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকার ঘাসফুল নামের ফ্লাট বাসায় নতুন সূর্য্যের মতো স্নিগ্ধ কোমল জমজ দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে মানসুরের বসবাস। ঢাকার কোলাহল জীবনের মধ্যে কেমন যেনো ব্যস্ততার মায়া জড়িয়ে থাকে। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে নগরায়ন। দূষণ, যানজট, অপরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা, রুক্ষ-রূঢ় ঢাকার জীবন যুদ্ধের সংগ্রামের কোণার কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকে শরৎ সাদা মেঘের ভালোবাসা। দিনের শেষে মানুষ প্রশান্তি খুজে পায় ছোট্ট ঘরের মধ্যে গায়ে গা ঘেঁষে থাকার জীবন স্বপ্নের আলোতে। যে জীবনে অভিযোগ নেই আর না রয়েছে না পাবার ক্ষোভ। ঐ যে পথ চলতে তারা দু'চোখে দেখে থাকে দামী আর বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, গাড়ি, আর টাকা ছড়ানো বিলাসী জীবনকে। বড় শহর তাদের জন্য উপভোগ্য যাদের সম্পদের প্রাচুর্য্য রয়েছে। ঢাকার মেগা সিটির মানুষ অধরা স্বপ্নের পিছনে ছুটে চলে গোলকধাঁধাঁর বৃত্তের বিন্দুকে স্পর্শ করতে। জীবনের এই বিন্দুর আক্ষেপ মানুষকে উন্মাদ করে রাখে। জীবন জৌলুসের আস্বাদন পাবার প্রতিযোগিতায় মগ্ন। নগর মানুষের সমস্ত ভাবনা। আচ্ছা, জীবনের শেষ প্রশ্নের ঠিকানা কি জীবনকে সুখী করে? হয়তো করে। নতুবা এতো মানুষের দিগ্বিদিক ছুটে চলা কিভাবে সম্ভব। রহস্যের চাদরে মোড়ানো টাকার এই শহর। নদীর বয়ে চলার বাঁকের মতো এ শহরের প্রতিটি রাস্তার বাঁকে লেখা রয়েছে জীবন নামক মহাকব্যের একটি পঙক্তি। সেখানে রয়েছে জীবন সংগ্রামের নিঃশ্বাস ফেলার স্বাধীনতা, জীবনের খেরোখাতার হিসাব, সিগারেটের আগুনের ফুঁকে মুক্ত ধোঁয়া আর রঙ্গিন সম্পর্কের শিহরণের আচ্ছাদন। আছে উন্মুক্ত ভালোবাসার নিঃসঙ্গ জীবন। বাস্তুচ্যুত মানুষের নিদারুণ নিষ্ঠুর বেঁচে থাকার হিসেব। কি অদ্ভুত জীবনের মায়া। কতো শান্ত সুখের বিচিত্র খুশির নগর জীবন। কে কাকে চেনে এখানে, কে কাকে মনে রাখে ? স্বার্থের টানে মানুষ চেনা যায় এখানে। তবুও মানুষে মানুষের বন্ধনে গড়ে ওঠা এ শহর বন্দর। সেই শহর নগরের জনতায় গড়ল ঐক্যের এক দূর্গ প্রাচীর। যারা ভীত নয় কোন সাঁজোয়া বাহিনীর রক্তচক্ষুতে।

এই নগর জীবনের রয়েছে শত শত অভিযোগ কিন্তু তার নেই কোনো সমাধান, নানা সমস্যায় জর্জিরত, কিন্তু নেই উপায়ের বন্দোবস্ত, অসহায় নির্যাতনের চিত্র ভেসে ওঠে। কিন্তু ঠাঁই নাই মানবতা ও বিচারের। ভয় আছে কিন্তু বুক চিতিয়ে সাহস দেখানোর কেউ নাই, ক্ষোভ রয়েছে কিন্তু বিক্ষুদ্ধ হতে পারে না অনেকেই, দেশের ভাবনায় বিভোর দশের মানুষ। কিন্তু দেশপ্রেম আছে কত জনের? কি ভয়ংকর জাতি ভাবনার বাস্তবতায় ছিলো এ দেশ। এমন নেতিবাচক জাতীয়তাবোধের ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছিলো নগর তথা দেশের যুব সমাজকে নিয়ে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণি যাদের নাম দিয়েছিলো কিছু না পারার জ্ঞানহীন ও চেতনাবিহীন প্রজন্ম। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদেরকে। সে কি কেবলি ছিলো ধারণার ভুলের ভাবনা? না জাতিকেই তৈরি করা হচ্ছিল এমন হীরক রাজার মনোভাবের আদলে। মনের কোণে লুকিয়ে থাকে, মানব মনের অন্য মন। সময় সুযোগ পেলেই সে জেগে উঠে। জেগে ওঠা সেই মনের গভীরের শক্তিতে যুব জনতাই একত্রিত হলো বিন্দুতে বিন্দুতে মিলে মিশে এক সত্ত্বায়, একটি শ্লোগানে, মানব সংহতির এক ঐতিহাসিক ঐক্যে। যেখানে ভীরুরা বলেছিলো- "স্যার একজন গুলি খেয়ে মরে তো আর একজন বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়, কমে না তো তাদের সংখ্যা"। যুগে যুগে এভাবেই সংগঠিত হয়েছে বিপ্লব ও গণ-অভ্যুত্থান। কি ভয়ংকর ঐক্য। ছিলো ভয়, ছিলো মৃত্যু, তবুও তারা ছিলো নির্ভীক। জনতার মিছিল রাজপথ ধরে সামনে এগিয়ে চলে। যাদের দক্ষ পরিকল্পনার সুতোর টানে দীর্ঘ দিনের নিরব ভয়ংকর শান্ত চোখের বিস্ফোরণের আগুনের তেজে সবকিছু পুড়ে ভেঙে ছারখার। বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে বুকে জমেছে সাহসের বারুদ। সেখানেই ঘটেছে বিস্ফোরণ। বুক পেতে বুলেটে ঝাঝরা হয়েছে দেহ, তবু মাথা নোয়াবার নয়। নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার অনেকগুলো 'না' এর পুঞ্জিভূত শক্তির নাম 'জুলাই চব্বিশের বিপ্লব'।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল,

ময়মনসিংহ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর অঞ্চলে ছাত্রজনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বাইরে প্রবাসি বাংলাদেশিদের মাঝে রেমিট্যান্স না পাঠানোর যুদ্ধে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের এমন ঐক্য কে দেখেছে কবে? অথচ তার শুরু ছিলো যুব সমাজের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার। মেধাভিত্তিক নিয়োগের সরকারি ব্যবস্থাপনার ২০২৪ এর জুন মাস, সে আন্দোলনের কোনো তেজ তেমন কাউকে নাড়া দিতে না পারলেও বিপ্লবের সূচনা করেছিলো বিপ্লবী জনতার নিকট। জুলাইয়ে মধ্য ভাগ, আন্দোলন স্ফুলিঙ্গের মতো সারা দেশের ছাত্র জনতার মাঝে ছড়িয়ে গেল। সংগঠিত হবার স্পৃহা ছিল প্রতিটি তরুণ প্রাণের মধ্যে। সরকারের কঠোর অবস্থান ও নানা টালবাহানা ছাত্রদেরকে আরো বেশি সংগঠিত করে। ৭১ এর যুদ্ধের কথা শুনেছি কিন্তু ২৪ এর মুক্তির নেশার যুদ্ধ সচক্ষে দেখা হয়। সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল পর্যন্ত পুলিশ ও শসস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ। ২৪ এর প্রজন্ম দেখেছে, তারা অংশগ্রহণ করেছে গৌরবের পথে। সেখানে ছিলো না মৃত্যুর ভয়। শহর নগরের পথে প্রান্তরে, বাসাবাড়িতে, ছোট্ট শিশু সাহস ও সহযোগিতার সংহতি জানিয়েছে এবং খাদ্য, পানি ও নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে সর্বদা সাহায্য করেছে বিপ্লবী জনতাকে। এ বন্ধন জাতিসত্বার, এ সম্মতি তুমি এগিয়ে যাও ভয়হীনভাবে, পুরো দেশ রয়েছে তোমাদের সাথে।

প্রতিটি শহরে আগুন জ্বলছে, বিপ্লবের আগুন। ঢাকা শহরের প্রতিটি প্রান্তর ছিলো এক একটি মানব দূর্গ, প্রতি রাস্তা ছিলো ছাত্র-জনতার বিপ্লবী মিছিলের যাত্রা পথ। শিক্ষাঙ্গনের প্রতিটি ক্যাম্পাস ছিলো বিপ্লবের অস্ত্রাগার, মানব শক্তির পারমানবিক বিস্ফোরণের শক্তির উৎস। সে শক্তি সহজে শেষ হবার নয়, দেহে যতক্ষণ রয়েছে প্রাণ, ততক্ষণ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত বিপ্লবের জয়গান। সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকলেও বিপ্লবের আগুন কমেনি এতোটুকু। কী নির্মম গণহত্যার মহৎসব ছিলো রাস্তার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে। জুলাই ২৪ থেকে জুলাই ৩৬ পর্যন্ত প্রতিটি মূহুর্ত ছিলো সংগ্রাম, যুদ্ধ আর গুলি-বোমার আঘাতে তরুণ তাজা প্রাণের মৃত্যু মিছিল। রংপুরের আবু সাঈদের পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া ছিলো কোটি বাংলাদেশীর হৃদয় বিলিয়ে দেবার শপথ। ছাত্রদের সিদ্ধান্ত, গ্রেপ্তার, কর্মসূচীর ঘোষণা ও বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়া, এ সবই ছিলো সে সময়ের এক একটি নতুন স্বপ্ন। মুক্তির পথের দুয়ার খোলার এক একটি ধাপ। সে ধাপের বিজয়ের ঘোষণা ছিল ৩৬ শে জুলাই। গণ-অভ্যুত্থান ও বিজয়ের দিন। মানসুর সেদিন দেখেছিল শহীদের রক্তে ভেজা বিজয়োৎসব।

মানসুর বীরত্বের মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, বাবা ও মায়ের মুখে তন্ময় তার গৌরবময় গল্প শুনেছে রাতের ঘুমানোর মুগ্ধতায়। তাতে শিহরণ জাগে হৃদয় জুড়ে। বীরত্বের ইতিহাস ছিলো সে গল্পের বাস্তবতা। কিন্তু সে দেখেছে আরেক মুক্তির সংগ্রাম। না-ভাবতে পারা ও না-জাগা তরুণ প্রাণে জেগেছিলো কবি নজরুলের বিদ্রোহের গান। গুম, গ্রেপ্তার, গুলি আর সশস্ত্র বাহিনীর গোলার ধোঁয়ায় উত্তপ্ত সাঁজোয়া যানের কেঁপে ওঠার গর্জন। বিকল হয়েছিলো শত তরুণের তাজা রক্তে ভেজা নিথর দেহের ঝাঁঝালো গন্ধের শক্তিতে। কে রুখবে তাকে, কে দেবে বাধা, এমন মুক্তির নেশা দেখেছে কে কবে আগে? মানসুর দেখেছে গলির বাঁকে, রাজপথের গাঢ় কলো পিচঢালা পথে কিভাবে বন্দুকের গুলিতে টলতে টলতে তরুণ প্রাণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। রক্তে ভেজা সেই সব শহীদের প্রতিটি শেষ নিঃশ্বাসে লেখা ছিলো সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন। বন্দুকের ছোঁড়া গুলিগুলো এসে লাগে যুবকের ডান-বাম কানের ঠিক উপর দিয়ে ঠাস করে মাথায় খুলিতে। মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে রক্তের ফিনকি ঝরিয়ে গা ভিজেছে লাল টকটকে রক্তের স্রোতে। বুকের পাঁজরে লাগা তাজা বুলেটে ছিলো রক্তের গন্ধ, কি ছটফটানি জীবনে বাঁচার আকুতির সেইসব মৃত্যুর নিথর দেহের। দেখেছে দেশ, দেখেছে বিশ্ব, গড়েছে বীরত্বের ইতিহাস। এ যেনো আরেক বাংলাদেশের পতাকার রং এঁকেছে, এই বাংলার সবুজ জমিনের পটে। যে পতাকা উড়েছিলো যুবকের হাতে নীল দিগন্তের আকাশের মুক্তির নেশার বাতাসে। জুলাই ২৪-এর অদম্য সাহসী বীরের গল্প। মানসুর সে গল্প শোনাবে তার সন্তানদেরকে পূর্ণ হওয়া চাঁদের আলোর জোনাকি রাতের শ্রান্ত, অবসন্ন ঘুম পাড়ানোর আসরে।

পূর্ণিমার আলোকিত রাতে, জোনাকির মৃদু আলোয়, গল্পের প্রতিটি শব্দ যেন তাদের মনে সাহস আর আশা জাগিয়ে তোলে। এ গল্প শত কোটি মানুষের, একটি জাতি রাষ্ট্রের, যা হার না মানা দৃঢ়তা দিয়ে গড়ে তুলেছিল তার ভবিষ্যৎ।

আর্তমানবতার সেবায় রোভার স্কাউটিং

প্রফেসর সেখ বুলবুল কবীর, এল.টি.

স্কাউটস আন্দোলনের প্রবর্তক রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল কর্তৃক নির্ধারিত নীতি, সংগঠন ও আইন (P.O.R) অনুযায়ী সারা বিশ্বে স্কাউটস আন্দোলন পরিচালিত হয়। স্কাউটস পদ্ধতি আইন ও প্রতিজ্ঞা, হাতে কলমে শিক্ষা, উপদল গঠন, ক্রমোন্নতিশীল ব্যাজ, বয়স্ক নেতার সমর্থন, প্রতীকী কাঠামো, প্রকৃতি জ্ঞান ও সামাজিক সম্পৃক্ততার অনুশীলনে সেবা কাজে উদ্বুদ্ধ হতে হয় রোভারগণকে। সে কারণে অন্যান্য সেবাধর্মী সংগঠন থেকে স্কাউটিং একটু আলাদা। রোভার প্রোগ্রামে আছে স্কাউট বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান, ব্যক্তিগত দক্ষতা, আন্দোলনের সেবা এবং সমাজসেবা/ সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সহচর, সদস্য, প্রশিক্ষণ ও সেবা স্তর অতিক্রম করতে (৬-১২-১২-১২)-৪২ মাস সময় লাগে। সর্বোপরি একজন রোভার, পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

অনেকের ধারণা, রোভার স্কাউটগণের পিটি প্যারেড, ক্রু মিটিং, দড়ির কাজ, ক্যাম্পিং-হাইকিং, তাবু-জলসা, অনুমান জ্ঞান, প্রাথমিক প্রতিবিধানসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে র‍্যালি করাই বুঝায়। আসলে স্কাউটিং মূলনীতি ৩টি ক) স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন, খ) নিজের প্রতি কর্তব্য পালন এবং গ) অপরের প্রতি কর্তব্য পালন আর রোভারের মটো - "সেবা", এ কারণে মুক্ত অঙ্গনে সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ভ্রাতৃত্ববোধে রোভার কাজ করে সর্বত্র।

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রমে রোভারদের পাওয়া যায়। আর দুর্যোগ তা প্রাকৃতিক হোক বা মনুষ্যসৃষ্টই হোক, সর্বাগ্রে রোভারগণ সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে। সবার মনে থাকার কথা, রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় রোভারগণ ছিল প্রথমে। প্রাকৃতিক/মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, নদী ভাঙ্গন, শৈত্য প্রবাহ, অগ্নি দুর্ঘটনা, সড়ক-নৌ-রেল দুর্ঘটনা আজ বাংলাদেশে প্রায়শই ঘটছে।

ঘূর্ণিঝড় সিডরের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ স্কাউটস "ওয়ার্ক ক্যাম্প" স্থাপন করে। বাগেরহাট জেলার শরণখোলা ওয়ার্ক ক্যাম্পে ২৪০ রোভার সদস্য সেবা প্রদাণ করে। যশোর বোর্ড চেয়ারম্যান মহোদয় বিতরণের জন্য হ্যারিকেন, মোমবাতি, কাগজ-কলম; প্রান কোম্পানির ৬০ হাজার পানির বোতল; জেলা উপজেলা প্রশাসনের খাবার ইত্যাদি বিতরণ করে রোভারগণ। এসময় দুর্গতদের বলা হয় নিজ এলাকায় থাকুন, রোভারগণ ত্রাণ পৌছে দেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভারগণ ঢাকা শহরের বাড়ি বাড়ি থেকে সংগৃহীত প্রায় ২০ বস্তা পোশাক পরিচ্ছদ, পৌছে দেয় দুর্গতদের মাঝে। এ ক্যাম্পে আসে একজন রোভার, যে লন্ডন শহরের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে আনে, যা ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সেই সংগ্রহীত অর্থে টিন, দা, কোদাল, কুড়াল, শাবল ইত্যাদি ক্রয় করে বিতরণ করা হয়। আর্ত মানবতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ "সিডর ওয়ার্ক ক্যাম্প"। এই ক্যাম্পে আমার ক্যাম্প-ইনচার্জ এর দায়িত্ব পালনের সুযোগ হয়েছিল।

বাংলাদেশ স্কাউটস নতুন প্রোগ্রাম ডিআরটি (Disaster Response Team) শুরু করে, ইতিমধ্যে দুর্যোগপ্রবণ জেলাগুলিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত করছে। দুর্যোগে, বিশেষ করে রোভারগণ ঘূর্ণিঝড় সিগন্যাল প্রদানের কাজ শুরু করে, ঝড়ের সতর্ক বার্তা প্রচার, আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত করা, স্থানীয় প্রশাসনের দেয়া পানি, শুকনা খাবার, চিকিৎসা সামগ্রী ইত্যাদি মজুদ এবং বিকল্প আলোর ব্যবস্থা করে রাখে। করোনাকালীন সময়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও রোভারগণ জনগণকে সচেতন করে, মাস্ক বিতরণ করে।

অগ্নি দুর্ঘটনা কখন যে হবে কেউ জানে না। বাজার, জনবহুল বসতি, বস্তি এলাকায় অগ্নি নির্বাপনে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সহায়তা করে রোভারগণ। আমার দেখা মংলা কলেজ, বাগেরহাট সংলগ্ন বাজারে রাত ১টার দিকে আগুন লাগলে, জেলা মেট কোর্সে অবস্থানরত ৩৫জন

রোভার দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নি নির্বাপনে সহযোগিতা করে। শীতার্তদের জন্য চাই শীত বস্ত্র, বন্যায় ভাসমানদের জন্য চাই আশ্রয়, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য চাই রক্ত। এই সবখানেই রোভারগণ সাধ্যমত সেবাকাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন রোভারদের কাজে ও বিভিন্ন উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সেবা যাদের আদর্শ, তারা আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে যাবে অনন্তকাল ধরে। পরিশেষে, রোভারগণকে বলি আদর্শ লিপির সেই কথাটি, 'অ'-তে অসৎ সংগ ত্যাগ কর এবং 'মাদককে' না বল। সর্বদা সেবার জন্য প্রস্তুত থাকি। বাংলাদেশ গড়তে সচেষ্ট হই। বৈষম্যহীন স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ি।

কর্মের বিচার হবে অভিপ্রায় অনুযায়ী
'ইন্না মাল আমালু বিন নিয়্যত' আল হাদিস।
Action will be judged,
According to your Intention.

ধর্মের জন্য
মানুষ নয়,
মানব কল্যাণের জন্যই
ধর্ম।

আদর্শ হচ্ছে
এমন এক আচরণ,
যা মানুষকে
সৎপথে চালাতে
শেখায়।

কাউকে যদি
প্রশংসা করতে না পারো
ক্ষতি নেই
তার নিন্দা করিস না।

সবাই প্রশ্ন
করতে পারে না,
বুদ্ধিমানেরা প্রশ্ন করে
বোকারা তর্ক করে।

যে খেলার
সমাপ্তি দুঃখজনক,
তার শুরু না হওয়াই
ছিল শ্রেয়।

"সুখলাভের প্রকৃত পন্থা হল অপরকে সুখী করা।
দুনিয়াকে যেমন পেয়েছ, তার চেয়ে
একটু শ্রেষ্ঠতর রেখে যেতে চেষ্টা কর।
তোমার মৃত্যুর পালা যখন আসবে
তখন তুমি সানন্দে এই অনুভূতি নিয়ে মৃত্যুবরণ
করতে পারবে যে, তুমি অন্তত তোমার
জীবন নষ্ট করনি এবং
সাধ্যমত তার সদ্ব্যবহার করেছ।
এভাবে সুখে বাঁচতে ও
সুখে মরতে প্রস্তুত থাক,
বাল্যকাল চলে গেলেও তোমার স্কাউট প্রতিজ্ঞা
আঁকড়ে থাক।
স্রষ্টা এ-কাজে তোমার
সহায় হোন।"
— ব্যাডেন পাওয়েল।

"...আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না
আড়ম্বর করি কাজ করি না।
যাহা অনুষ্ঠান করি
তাহা বিশ্বাস করি না,
যাহা বিশ্বাস করি
তা পালন করি না।
ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি
তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।
আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি
যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না,
আমরা সকল কাজে
পরের প্রত্যাশা করি,
অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি।"
— রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর চোখে এপিআর জাম্বুরী স্মৃতিকথা ২০২৩

রোভার মোঃ ইহতেশামুল আলম
গ্রীস্টার ওপেন স্কাউট গ্রুপ, রাজশাহী

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের আওতাধীন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে গঠিত একটি দল হল চাপাইনবাবগঞ্জ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কাউট দল। গত ১৬-২৭ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৭তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন স্কাউট জাম্বুরী ও ১১ তম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী তে ১টি ছেলে দল ও ১টি মেয়ে দল অংশগ্রহণ করে। ছেলে দলের নেতৃত্বে ছিলেন স্কাউট লিডার জনাব মোঃ হান্নান হোসাইন এবং মেয়ে দলের নেতৃত্বে ছিলেন স্কাউট লিডার জনাব আম্বিয়া খাতুন মিলি। নিয়মানুসারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের দলের সাথে ০৪ জন লিডার থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। সেই হিসেবে উক্ত ছেলে দলের সহকারী লিডার হিসেবে গিয়েছিলাম আমরা তিন জন যথ াক্রমে স্কাউট লিডার জনাব মাইনুল ইসলাম, জনাব মোঃ ইহতেশামুল আলম ও আব্দুল হাদি শেখ।

আমাদের যাত্রা শুরু হয় ১৫ জানুয়ারী, ২০২৩ সকালে বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের, রাজশাহী মেট্রোপলিটন এর ১০টি ইউনিট একযোগে ঢাকাগামী সিল্কসিটি ট্রেনের একটি বগিতে। সেখানে সকালের নাস্তা সেরে ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছাতে দুপুর হয়ে যায়। আমরা আমাদের তাঁবু ও বাকি সরঞ্জাম সাবক্যাম্প (কটকা) সচিবালয় হতে বুঝে পাই। এটি ছিল আমার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের জীবনে প্রথম স্কাউট ক্যাম্প। তারা এখানে উপস্থিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত। আমরা তাদেরকে নিয়ে প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাই। তারা খুবই আন্তরিকতার সাথে সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। তারা খুবই শৃঙ্খলার সাথে প্রতিদিন খাবার গ্রহণ করে এবং প্রতিটি ইভেন্টে খুবই আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে। আমাদের ছেলে দল ও মেয়ে দল উভয়দল ক্যাম্পফায়ারে অংশগ্রহণের জন্য তাদের পরিবেশনা উপস্থাপনা করেছিল। কিন্তু সেখানে শেষ পর্যন্ত তারা ফাইনাল রাউন্ড পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি। যদি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য আলাদা সাবক্যাম্প হতো বা আলাদাভাবে শুধুমাত্র বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম করা যেত তাহলে এই পরিবেশনা হয়তো সকলের কাছে আরো ভালো লাগতো। সাধারণ স্কাউটদের সাথে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা ২/১টা ইভেন্টে সঙ্গত কারণে পেরে ওঠেনি।

আমরা যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ইউনিট লিডার হিসেবে ছিলাম তারা খেয়াল করে দেখেছি, বাচ্চারা তাদের স্কুলে যেরূপ আচরণ করে সেই বিষয়গুলিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তারা নতুন পরিবেশে নতুন করে নিজেদেরকে চিনেছে, অনেকের সাথে মিশেছে, পাশের তাঁবুতে নতুন বন্ধু তৈরি করেছে। বিশেষ করে এক জন স্কাউট এর কথা বলা যায় যার নাম লাবিব, সে বাকপ্রতিবন্ধী। তার স্কুল জীবনে সে নিজের নাম বাদে অন্য কোন কথা বলতে পারতো না। কিন্তু এপিআর চলাকালীন আমরা ৬ষ্ঠ দিন থেকে লক্ষ্য করেছি যে সে তার নাম বাদেও বিভিন্ন কথা বলার চেষ্টা করছে। ক্যাম্প শেষে ফেরার আগে পর্যন্ত দেখেছি সে তার প্রয়োজনীয় নানা রকম কথা নিয়মিত আমাদেরকে বলছে এবং তার আচরণ অনেক বন্ধুসুলভ হয়ে গেছে। বাকি শিশুদের অবস্থাতেও নানারকম পরিবর্তন দেখতে পেয়েছি আমরা। সেই হিসেবে বলা যায় যে, তারা এরূপ পরিবেশ যদি নিয়মিত পায় তাহলে স্বাভাবিক শিশুর মতো গড়ে উঠতে তাদের বেশিদিন সময় লাগবে না। ইদানিং বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম হচ্ছে যেটা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত এবং তাদের জন্য সম্ভব হলে বিশেষ ক্যাম্প আয়োজন করতে পারলে খুবই ভালো হয়।

আমরা তাদেরকে জিডিভি, মৌচাক স্কুল, পাশের ভিলেজ, রাতের ক্যাম্প ফায়ার, ফ্যান্টাসি কিংডম, বিভিন্ন অবস্ট্রাকল সহ তাদের জন্য উপযোগী সকল ইভেন্টে অংশগ্রহণে সহযোগিতা করেছে। সর্বোপরি ১০ দিন ব্যাপী এই ক্যাম্প তাদের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। তাদের অভিব্যক্তি এবং আমাদের মতামতঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরাও আমাদের দেশের সম্পদ। তাই আগামীতে বড় কোন স্কাউট ক্যাম্প আয়োজন করা হলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে পারলে স্কাউট ক্যাম্পগুলো আরও চমৎকার হয়ে উঠবে।

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং

রোভার জাহেদ মিয়া
সাবেক জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি-বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম জেলা রোভার।
সিনিয়র রোভার মেট হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
মোবাইল নম্বর: ০১৮৯৩-১৩১০৭৬

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং:

সমাজে সাম্য এবং সংহতির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো বৈষম্যহীনতা। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা মানেই এমন একটি সমাজ যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ, অধিকার এবং মর্যাদার অধিকারী। তবে বাস্তব জীবনে বৈষম্য বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান, যা সমাজের অগ্রগতি এবং শৃঙ্খলার পথে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় একটি কার্যকর হাতিয়ার হলো স্কাউটিং। স্কাউটিং এমন একটি আন্দোলন, যা তরুণদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব, এবং নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে, যা বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সহায়ক।

বাদলী ১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে সিরাজগঞ্জের হার্ডপয়েন্টে অনুষ্ঠিতব্য ৭ম জাতীয় কমডেকার থীম: "বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং"। এই থীমের অধীনে স্কাউটরা সমাজে বৈষম্য দূর করতে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে এবং একটি উন্নত, সংহত সমাজ গঠনে কীভাবে কাজ করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা ও কর্মশালায় অংশ নেবে।

বৈষম্যহীন সমাজের ধারণা:

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রধান শর্ত হলো প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা। এটি এমন একটি সমাজ যেখানে মানুষ তার বর্ণ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, আর্থিক অবস্থা, বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সমান মর্যাদা এবং সুযোগ লাভ করে। বৈষম্যহীনতা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি ও উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে।

তবে আজকের সমাজে বৈষম্যের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অর্থনৈতিক বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বৈষম্য, এমনকি জাতিগত ও ধর্মীয় বৈষম্যও বিদ্যমান। এসব বৈষম্য দূরীকরণে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কাউটিং আন্দোলন এই তরুণ প্রজন্মকে নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিয়ে তাদের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে।

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণ:

স্কাউটিং একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম যা তরুণদের মধ্যে নৈতিকতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, এবং ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে। স্কাউটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে একটি সাম্য ও সংহতির মনোভাব তৈরি করা। স্কাউটরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, যা তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং সমতা প্রতিষ্ঠার মানসিকতা গড়ে তোলে।

স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণরা শেখে কিভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা যায়। তারা সমাজের দরিদ্র, প্রান্তিক এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে। স্কাউটরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম চালায়, স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং সমতার মনোভাব তৈরি করে।

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে নেতৃত্বের গুরুত্ব:

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের জন্য নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন দক্ষ নেতা কেবল সমস্যার সমাধান করেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলে এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হন। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে তরুণরা নেতৃত্বের কৌশল শেখে এবং বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে শেখে। তারা শিখে কিভাবে দলগতভাবে কাজ করতে হয়, কিভাবে সমস্যা সমাধান করতে হয়, এবং কিভাবে একটি সমাজে শান্তি ও সমতা বজায় রাখা যায়।

৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫-এর মাধ্যমে তরুণ স্কাউটরা নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে। তারা বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবে, যেখানে বৈষম্য দূরীকরণের কৌশল নিয়ে আলোচনা হবে এবং স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কীভাবে কাজ করতে হবে, তা নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।

'কমডেকার' গুরুত্ব এবং সম্ভাবনাঃ

৭ম জাতীয় কমডেকা স্কাউটদের জন্য একটি বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা নিজেদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারবে। এই আয়োজন তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে এবং তাদের সমাজের জন্য দায়বদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। কমডেকায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশ নেবে, যা তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ এবং সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করবে।

কমডেকার মাধ্যমে স্কাউটরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণে অংশ নেবে। তারা শিখবে কীভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা যায় এবং কিভাবে নিজেদের জীবনে স্কাউটিংয়ের মূল নীতিগুলো প্রয়োগ করা যায়। এই আয়োজন তরুণদের মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে এবং তাদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য অনুপ্রাণিত করবে।

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে স্কাউটিংয়ের ভূমিকাঃ

স্কাউটিং একটি সার্বজনীন আন্দোলন যা প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার এবং সুযোগের জন্য কাজ করে। এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একত্রিত করে এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতির মনোভাব তৈরি করে। স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণরা সমাজের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এবং তাদের নেতৃত্বে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। স্কাউটিংয়ের মূল মূল্যবোধগুলো হলো সহমর্মিতা, সমতা, এবং নেতৃত্ব। স্কাউটরা শিখে কিভাবে একটি সমাজে শান্তি এবং সমতা বজায় রাখা যায় এবং কিভাবে বৈষম্য দূর করে একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ গঠন করা যায়। ৭ম জাতীয় কমডেকা এই মূল্যবোধগুলোকে তরুণদের মধ্যে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তাদের একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করবে।

উপসংহারঃ

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ একটি আদর্শিক লক্ষ্য, যা স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। স্কাউটিং তরুণদের মধ্যে নৈতিকতা, নেতৃত্ব, এবং দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে, যা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে অপরিহার্য। ৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫-এর মাধ্যমে তরুণ স্কাউটরা নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হবে এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে তাদের দায়িত্ব আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। এই আয়োজন তাদের মধ্যে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করবে এবং সমাজের উন্নয়নে তাদের নেতৃত্ব আরও সুদৃঢ় করবে।

স্কাউটিংয়ের মূল আদর্শকে ধারণ করে তারা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দিবে এবং একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। স্কাউটিং আন্দোলন তরুণ প্রজন্মকে একটি বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে তাদের দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করবে।

স্কাউটিং একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান

একেএম আব্দুল মজিদ এল, টি (কাব ও স্কাউট শাখা)

স্কাউট সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তির আলোক বর্ত্রিকা প্রসারিত করে আসছে। এই মহান সংস্থার গোড়াপত্তন করেন বিরাট স্টিফেন সন, স্মিথন্যাডেন অব পাওয়েল, সংক্ষেপে বিপি নামে সমধিক পরিচিত। তিনি "চিফ স্কাউট অব দ্যা ওয়ার্ল্ড"। পরিবারে কেউ তাঁকে স্টিফেন' আবার কেউ 'স্টে' নামে ডাকতো। ধর্মীয়ভাবে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হলেও তার 'মূল দর্শনের দর্শন ছিল এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস। যা স্কাউট পত্রিকার মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে। স্কাউটে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর প্রতিটি স্কাউট আইন এবং প্রতিজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজেকে তৈরি করে। অর্থাৎ আইন এবং প্রতিজ্ঞার চর্চা একজন ভাল মানুষ হওয়া দ্বারাই সম্ভব।

বিপি ১৮৭৬ সালে সেনাবাহিনীতে সাব-লেফটনেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। ওই বছরই ৩০ অক্টোবর বিপি ভারত উপমহাদেশে যাত্রা করেন। সেনাবাহিনীর প্রতিটি ধাপে তিনি তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দেন। যার জন্য তিনি পদোন্নতি প্রাপ্ত হন দ্রুত। ১৯০৫ সালে গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত বিশাল বয়েজ বিগ্রেড প্যারেড এ উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাফেকিং থেকে ফিরে আসার পাঁচ বছর পর তার জনপ্রিয়তার প্রকাশ পায়। গ্লাসগোর প্যারেডই পৃথিবীর তরুণদের জন্য যুগান্তকারী ঘটনার জন্ম দেয়। হাজার হাজার তরুণের সামনে দাঁড়িয়ে বিপি স্কাউটিং এর পরিকল্পনার স্বপ্ন তুলে ধরেন। ১৯০৭ সালে লেঞ্চার ট্যুর এর যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন বিপি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করা, কার্যপণালীর ব্যাখ্যা প্রদান এবং সেগুলো বাস্তবায়নে ব্রাউন-সী আইল্যান্ডে একটা ক্যাম্প সেবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ব্রাউন-সী দ্বীপে ১৯০৭ সালে ১-৯ আগষ্ট পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেলের পুল হারবারে বিপি মাত্র ২০জন বালক নিয়ে ক্যাম্পিং করেন। এই ক্যাম্পেই প্যাট্রল সিস্টেম এর সুচনা হয়। প্যাট্রল সিস্টেম বা উপদল পদ্ধতিতেই স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকাশ থাকে যে বিপির ভাইয়ের ছেলে ডোনাল্ড সেই ক্যাম্পে উপস্থিত থাকলেও বয়স কম হওয়ায় তাকে কোন প্যাট্রলে না দিয়ে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রাখা হয়েছিল। "মূলতঃ স্কাউটদের বয়স ভেদে প্রোগ্রামগুলো পরিচালনা করা হয়। তখন থেকেই স্কাউটিং কার্যক্রমগুলো বিশ্ব স্কাউট সংস্থা কর্তৃক অনুসৃত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে আসছে। বিপির আদর্শে অনুসৃত হয়ে বিশ্বব্যাপী স্কাউটিং একটি আন্দোলন হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বয়স ভেদে স্কাউটিং কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে শিশু কিশোর যুব-যুবাদের সৎ, আদর্শ, চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে। কাব, স্কাউট এবং রোভার শাখার শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে ধারাবাহিক ভাবে বয়স অনুসারে সিলেবাস আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। স্কাউটরা সাপ্তাহিক প্যাক, ট্রপ বা ক্রু মিটিং এর মাধ্যমে বিষয় হলো অনুশীলনের মাধ্যমে শেখে। বাস্তবতার নিরিখে স্কাউট শিশুদের খেলার ছলে ধারাবাহিক বিষয়গুলো রপ্ত করতে ইউনিট লিডারগণ সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। বয়স ভেদে তাদের শিক্ষণীর বিষয়গুলো আকর্ষণীয়, বৈচিত্রময় এবং রোমাঞ্চকর করে উপস্থাপন করা হয়। স্কাউটেরা তাদের ইউনিটে লিডারদের সাহচর্যে এসে নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। স্কাউটিং এর ধারাবাহিক বিষয়গুলোর বেশির ভাগ হাতে-কলমে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শেখানো হয়। বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের দ্বারা মাঝে মধ্যে ইউনিটের বাইরে থেকে দক্ষ প্রশিক্ষক আনা হয়।

স্কাউট শিশুদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বীকৃতি স্বরূপ এওয়ার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। স্কাউটরা সিলেবাসে/প্রোগ্রামে বর্ণিত বিষয় গুলো যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য সুন্দর, মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন ব্যাজ অর্জন করে থাকে।। স্কাউটদের জন্য বয়স ভেদে প্রোগ্রামগুলোর জন্য পৃথক পৃথক দক্ষতা এবং পারদর্শিতা ব্যাজ রয়েছে। স্কাউটরা তাদের ইউনিট

লিডারদের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যাচ নির্বাচন করে থাকে। কখনই একজন ছেলা/মেয়ে অন্যের মুখাপেক্ষী হয় না। তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নানাবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পূর্বক নিজেকে নিজে তৈরি করে থাকে। এক্ষেত্রে তাদের ইউনিট লিডারদের সার্বিক সহযোগিতা নিতে হয়।

মোদ্দা কথা স্কাউটদের সৎ, চরিত্র এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে কোন প্রকার বেগ পেতে হয় না। উল্লেখ্য, ইউনিট লিডারদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে উচ্চতর এবং উন্নত প্রশিক্ষণ স্কীম পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশে স্কাউটস তেরটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং জাতীয় প্রশিক্ষাণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ স্কীমে গুলো ধারাবাহিক ভাবে সারা বছর ব্যাপী পরিচালনা করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ স্কীম পরিচালনা করার উপযোগী এবং দক্ষ প্রশিক্ষক মন্ডলী রয়েছেন।

মূলত: ইউনিটকে সচল রাখার জন্য স্কাউটস এর তিনটি স্তরেই বেসিক কোর্স, অ্যাডভান্সড্ ফোর্স, স্কীল কোর্স, সিএএলটি এবং এলটি নামক কোর্সগুলো প্রণীত হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিকাল্প নেই। তাই প্রশিক্ষণকে আরো যুগোপযোগী, আধুনিক এবং হালনাগাদ করণের ইতিমধ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক কোর্স সমূহ নিয়মিত পরিচালিত হয়ে আসছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হ্যান্ডবুক, বুখলেট, দল গঠন ও পরিচালনা বিষয়ক সহায়িকা মুদ্রণ করা হয়েছে। স্কাউটিংকে বেগবান করতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দল গঠন ও পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের প্রথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় স্কাউটিং উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং বর্তমানে চলমান রয়েছে। ইউনিট লিডারদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। স্কাউটিং সম্প্রসারণে এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। এখন মানসম্মত স্কাউট তৈরিতে প্রতিটি ইউনিটে প্যাক, ট্রুপ মিটিং, ক্রু মিটিং বাস্তবায়নে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানদের স্কাউটিং বিষয়গুলো বাস্তবায়নে ইউনিট লিডারদের সুযোগ করে দিতে হবে। সাপ্তাহিক প্যাক, ট্রুপ মিটিং, ক্রু মিটিং এর সময়কে রুটিনে সন্নিবেশিত করা এবং বোস্তবায়নে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। তাহলে আমাদের দেশে স্কাউটিং তার নিজস্ব গতিতে সঠিক অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।

আমাদের মত দরিদ্র দেশে স্কাউটিং কার্যক্রম অন্যান্য সদস্য দেশের তুলনায় অনেকাংশে এগিয়ে। সম্প্রতি সকল স্তরে স্কাউটিং এর ব্যাপক প্রচার প্রকাশনায় ICT বিষয়ক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সকল বয়স্ক লিভারদের বাংলাদেশ স্কাউট কর্তৃক কম্পিউটার প্রশিক্ষণে প্রেষণে নিয়োপ করা হয়া। নিঃসন্দেহে এই উদ্যোপটি প্রশংসার দাবীদার। এছাড়া জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকে পৃথকভাবে স্কাউটিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

স্কাউটিং এ বয়স্ক নেতাদেরকে বাংলাদেশ স্কাউটস নিয়মিত সম্মাননা/এওয়ার্ড প্রদান করে থাকে। স্কাউটিং সম্প্রসারণে বয়স্ক নেতা নির্বাচন করা এবং সক্রিয়তার পুরস্কার/প্রণোদনা/এওয়ার্ড প্রদানে সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। একাউটস এর দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ করছি।

স্বাধীনতার পথেড় এক তরুণের দুই দিন

মেহেদী হাসান বাপ্পু
সাবেক সিনিয়র রোভার মেট
পিপল'স ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

১৭ জুলাই ২০২৪, বুধবার।

রাত পেরিয়ে ভোর হওয়ার আগেই শহরের আকাশে গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো। পুলিশের বন্দুকের আওয়াজ আর তৎকালীন ছাত্রলীগের তাণ্ডবে ঘুম ভাঙল আমার। বুকের ভেতর কেবল একটাই অনুভূতি কখনো ভয়, কখনো কান্না, আবার কখনো মনে হলো, মরে গেলাম! কাপুরুষের মতো ঘরে লুকিয়ে থাকার চেয়ে শহীদ বাপ্পু হয়ে পরিচিত হওয়া অনেক ভালো।

কিন্তু মা-বাবা কোনোভাবেই আমাকে বাসা থেকে বের হতে দেবে না। তাই কাউকে না বলেই বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাব?

আমার অধিকাংশ বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি কেন্দ্রিক, তাই সেখানেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে পরিস্থিতির কারণে সরাসরি যাওয়া সম্ভব ছিল না। বিকল্প পথ ঠিক করলাম মানিকদিয়া-বাসাবো-খিলগাঁও-মালিবাগ হয়ে টিএসসি পৌঁছাবো। কিন্তু খিলগাঁও পর্যন্ত যাওয়ার পরই বুঝলাম, সামনে যাওয়া আর সম্ভব নয়।

প্রতিবাদই যখন লক্ষ্য, তখন বন্ধুর দরকার কী? নিজেই নতুন পথ বেছে নিলাম যাত্রাবাড়ী হয়ে শনির আখড়া।

পথে কয়েকজন বন্ধুকে কল দিলাম। সবাই যার যার এলাকায় আন্দোলনে ব্যস্ত। শহরের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করাই কঠিন।

শনির আখড়ায় পৌঁছানোর পর চারদিকে মানুষের চিৎকার, গুলির বিকট শব্দ, আতঙ্কে ছোটাছুটি আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথা কাজ করছিল না, কী করব বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ একজন বলে উঠল, "ভাই, টিয়ার গ্যাস মারছে, সরেন!"

আমি দৌড়ে নিরাপদ জায়গায় গেলাম। কিন্তু এভাবে তো চুপ করে থাকা যায় না! অপরিচিত শত শত ভাই-বোনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান দেওয়া শুরু করলাম। মাঝে মাঝে পরিচিত কেউ চোখে পড়ে, কিন্তু এ মুহূর্তে সবাই যেন একে অপরের ভাই-বোন হয়ে গেছে।

সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত শনির আখড়ায় ছিলাম। বাসা থেকে বারবার কল আসছিল, কিন্তু ধরিনি। খাওয়া-দাওয়ার কথা মাথায়ও আসেনি।

রাতে বাসায় ফিরতেই প্রচণ্ড ধমক খেলাম। বাবা রাগে গর্জে উঠলেন, "দেশের পরিস্থিতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত যদি বাসা থেকে বের হস, তাহলে আমাকে বাবা বলে ডাকবি না!"

মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, "তোর কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচবো না!"

কিছুই বলতে পারলাম না। রুমে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। সারাদিন যা দেখেছি, সেগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কত মানুষকে চোখের সামনে মেরে ফেলল, এসব বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের কথা ভাবতেই ঘুম আসছিল না।

১৮ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার।

পরদিন সকালে অনেক কৌশল করে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। শনির আখড়ায় গিয়ে দেখা হলো ট্রুপ টুয়েন্টি ওপেন স্কাউট গ্রুপের ছোট ভাই ইকবাল আর তুসির সঙ্গে। তাদের সাথে আরও অনেক স্কাউট ও প্রতিবাদী ছিল। সবাই একসাথে স্লোগান তুললাম "স্বৈরাচার নিপাত যাক! গণতন্ত্র মুক্তি পাক!"

গুলির বৃষ্টি নেমেছে! কখন, কোথা থেকে গুলি আসবে, বোঝার উপায় নেই। একটু পরপর কেউ না কেউ বলে উঠছে,

"ভাই, সাবধানে থাকেন!"

"ভাই, আপনার গুলি লেগেছে!"

"ভাই, সামনে যাইয়েন না!"

আমার গায়ে একটা সাধারণ টি-শার্ট ছিল। ছিটা গুলির আঘাতে সেটা ফুটো হয়ে গেছে, কিন্তু ব্যথা তখনো অনুভব করিনি।

হঠাৎ গলায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম। হাত দিয়ে ধরে দেখি ফুলে গেছে। ইকবালকে বললাম, "দেখ তো, কী হয়েছে?" ইকবাল আতঙ্কিত হয়ে বলল,

"ভাই, গুলি লেগেছে! দাঁড়ান, বের করে দেই!"

দূর থেকে লেগেছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেছি। প্রচণ্ড রোদ আর ক্লান্তিতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসে চা খাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই খবর এলোঃ

"মুগ্ধ মারা গেছে!"

মুগ্ধ আমার বন্ধু!

এ খবর শুনে যেন গায়ে আগুন ধরে গেল।

ঠিক তখনই পিছন থেকে ছাত্রলীগের এক নেতা কলার ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

"ওই আসল টা!"

বলতে বলতে ১০-১২ জন মিলে মারতে শুরু করল। চারপাশে আর কাউকে দেখলাম না। কেউ বাঁচাতে আসেনি। ২০-২৫ মিনিট ধরে পেটানোর পর জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

অনেকক্ষণ পর যখন চোখ খুললাম, দেখি আমি রাস্তায় পড়ে আছি। হাত-পা ফুলে গেছে, শরীর অবশ। কোনো মতে রাস্তার দিকে গেলাম, একটা রিকশায় উঠবো। কিন্তু পুলিশ আবার ধরে ফেললো!

এইবার ৫-৭ জন পুলিশ মিলে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারতে লাগল। তারপর আর কিছু মনে নেই...

কিন্তু যখন পুলিশ আমাকে ধরে পেটাচ্ছিল, আমি চিৎকার করে বলেছিলাম, "তবে শুধু আমাকে ধরে কি লাভ? আমার মত এমন লাখো বাপ্পু তৈরী আছে!"

জ্ঞান ফিরতে দেখি, আমি রাস্তায় পড়ে আছি। আমার টি-শার্ট ছেঁড়া, পায়ে জুতা নেই, ফোন ভাঙা। হয়তো তারা ভেবেছিল আমি মরে গেছি, তাই ফেলে রেখে চলে গেছে!

কোনো মতে একটা রিকশায় উঠে বাসায় ফিরলাম।

এদিকে, যখন পুলিশ আমাকে ধরল, তখন ইকবাল আমার বন্ধু বাংলাদেশ স্কাউটস ভূ-সম্পত্তি বিভাগের বর্তমান যুগ্ম আহ্বায়ক হৃদয়কে ফোন দিয়ে জানায়,

"ভাই, বাপ্পু ভাইরে পুলিশে ধরছে! তাড়াতাড়ি আসেন!"

হৃদয়, আরেক বন্ধু জরিন কে সাথে নিয়ে বাইকে করে দ্রুত আসতে গিয়ে এক্সিডেন্ট করে রাস্তায় পড়ে যায়! আহত হয়েও ওরা ছুটে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে আমি বাসায় পৌঁছে গেছি।

হৃদয় ও জরিন পরে পলাশীতে আন্দোলনে যোগ দেয়, সেখানে তখন বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলার প্রতিনিধি শাকিল এবং সিমি, পিপলস ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপের এস আর এম লাবণ্য, সদস্য সাদিয়া, লালবাগ ওপেন স্কাউট গ্রুপের সাবেক সিনিয়র রোভার মেট রাফিসহ আরও অনেক স্কাউটের সদস্য ছিলো।

আমি বাসায় পৌছানোর পর আম্মু কান্নায় ভেঙে পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সাহস পেল না কেউ, বাসায় ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করানো হলো।

এদিকে, একটা ছবি ভাইরাল হলো পুলিশ আমাকে যখন টেনে হিচঁড়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

ছবিটা তুলেছিল আমার ছোট ভাই রিফাত। সে একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার এবং এমেচার রেডিও অপারেটর। কখন যে সে ছবিটা তুলেছিল, আমি টেরই পাইনি!

এরপর দীর্ঘদিন আর বাসা থেকে বের হতে পারিনি।

তবে বের হয়েছিলাম, যেদিন স্বৈরাচার সরকার পতন হলো!

রিকশায় করে সোজা টিএসসি গেলাম। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো। সবাই একে অপরের গল্প শোনালো, কে কোথায় মারা গেছে, কে কীভাবে বেঁচে গেছে।

সেদিনই মনে হলো:

আমি স্বাধীন!

আমরা স্বাধীন!!

দেশ স্বাধীন!!!

“বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং” জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন দৃষ্টিকোণ

“বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং” একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা মানবিক মূল্যবোধ, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে। এই প্রেক্ষাপটে আইনজীবীগণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন কীভাবে ভূমিকা পালন করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হলোঃ

স্কাউটিং-এর ভূমিকাঃ

স্কাউটিং সামাজিক উন্নয়ন, নৈতিক শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে কাজ করে। এর মূল লক্ষ্য:

- সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
- বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ এবং সামাজিক শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য দূর করা।
- মানবাধিকার এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব শেখানো।

আইনজীবীর ভূমিকাঃ

আইনজীবী এবং আইন পেশার মানুষরা স্কাউটিং-এর এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন:

সচেতনতা বৃদ্ধিঃ

আইনজীবীরা বৈষম্যবিরোধী আইন এবং মানবাধিকার বিষয়ে স্কাউটদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

আইনি পরামর্শ ও সহায়তাঃ

বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য আইনি পরামর্শ প্রদান।

বৈষম্যহীন পরিবেশ গঠনে স্কাউট কার্যক্রমকে সমর্থন করা।

আইন সংস্কারঃ

স্কাউটিং-এর মাধ্যমে বৈষম্য দূর করতে প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

শিশু অধিকার এবং জেন্ডার সমতা নিয়ে আইন প্রণয়নে অবদান রাখা।

বাংলাদেশের আইনের প্রাসঙ্গিকতা–

১. সংবিধানঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদঃ সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ ২৮: ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থান ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ।

২. মানবাধিকার আইনঃ

শিশু আইন, ২০১৩ঃ শিশুদের অধিকার রক্ষা ও তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ঃ নারীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ এবং সমতা প্রতিষ্ঠা।

৩. শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিঃ

শিক্ষা আইন: প্রতিটি শিশুর জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

বৈষম্যহীন শিক্ষা নিশ্চিত করে স্কাউটিং কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকাঃ

১. জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ (UDHR)ঃ
প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
স্কাউটিং-এর মাধ্যমে এই সনদের শিক্ষা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।

২. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (UNCRC):
শিশুদের অংশগ্রহণ, সুরক্ষা এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
স্কাউটিং শিশুদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যুক্ত করতে পারে।

৩. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG):
SDG-৪ঃ সমতাভিত্তিক শিক্ষা।
SDG-৫ঃ লিঙ্গ সমতা।
SDG-১০ঃ বৈষম্য কমানো।

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণঃ

স্কাউট আন্দোলনের পরিসংখ্যানঃ

বাংলাদেশে ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, ২০ লাখেরও বেশি স্কাউট সদস্য বিভিন্ন স্তরে কাজ করছে।

৪৫% সদস্য নারী।

৩৫% সদস্য সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের।

আইনী সহায়তার প্রভাবঃ

২০২২ সালে বাংলাদেশের শিশু আদালতগুলোতে ৭০% মামলায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পক্ষে সাফল্য অর্জিন হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী আইনী শিক্ষা পেয়ে স্কাউট সদস্যদের ৪০% সামাজিক নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছে।

উপসংহারঃ

স্কাউটিং-এর মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে আইনজীবী এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা অপরিসীম। এটি শুধু সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় নয়, বরং মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ ও মানবিক গুনাবলী গড়ে তুলতে সহায়ক।

আইনের সাহায্যে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করে সমাজে দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রভাব ফেলা সম্ভব।

আইনজীবী, মানবাধিকার রক্ষাকারী, সাংবাদিক, অ্যাডভোকেট এ. জেড. এম. আব্দুস সবুর

"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মানে স্কাউটিং"

স্কাউটার আবুবকর সিদ্দিকী (উড ব্যাজার)
মেহনাজ হোসেন মীম আদর্শ সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ তিতাস, কুমিল্লা।

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মানে স্কাউটিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কাউটিং এর মাধ্যমে যুব বয়সী ছেলে/ মেয়েরা সেবা, পরোপকারে উজ্জীবিত হয়ে সৎ, ন্যায়, আদর্শবান ও দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ মানুষের পক্ষেই বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ করা সম্ভবপর হয়। অপর পক্ষে অসৎ, দূনীতিবাজ ও খারাপ মানুষ বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ করতে পারবে না। কারণ স্কাউটিং এর মূল বিষয় হচ্ছে একজন স্কাউটার প্রতিদিন কোন না কোন ভালো কাজ করবে। অথাৎ স্কাউটের মূল মন্ত্র হচ্ছে "সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।" ভালো কাজের মাধ্যমে সুন্দর, সমতা ভিত্তিক এবং সুষম সমাজ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। কারণ স্কাউট তার প্রতিজ্ঞার মধ্যেই আছে।

"আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,
আল্লাহ ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
স্কাউট আইন মেনে চলতে
আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিছক কতিপয় সুন্দর শব্দ সমষ্টিতে লিপিবদ্ধ বাক্য নয় অথবা কেবলমাত্র মুখস্ত করার বিষয়ও নয়। প্রতিজ্ঞা হলো একে হৃদয়ে ধারণ করে তা গ্রহণ ও অনুসরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করার পবিত্র অঙ্গীকার। যেহেতু কাব/স্কাউট/রোভাররা নিজে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সেহেতু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার নিজেরই দায়িত্ব। স্কাউট প্রতিজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আত্মমর্যদা, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন, অপরকে সাহায্য করা, এই বিষযগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পতীয়মান হয়। আর যারা সহচর থেকে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে স্কাউটিং এ প্রবেশ করেছে তারা কখনই খারাপ কাজ করতে পারে না এবং বৈষম্যও সৃষ্টি করতে পারে না।

আত্মমর্যাদাঃ সাধারণভাবে একজন মানুষের নিজের সম্মানই আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদাহীন কোন ব্যক্তিকে সুস্থ, বিবেকবান মানুষ বলা যায় না। আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। অপরদিকে একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হয়। সকলে তাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় আত্মমর্যাদার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনঃ স্কাউটিং কেবল মাত্র আস্তিকের জন্য। যারা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে তারাই শুধু স্কাউটিং করতে পারে। আল্লাহ মানুষকে শুধু সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবেই সৃষ্টি করেন নাই, মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। গাছ-পালা, ফল-মূল, পশু পাখি, পাহাড়-পর্বত, পানি, বায়ু সবই। জমিতে ফসল, মাটির নিচে পানি আর খনিজ সম্পদ দিয়েছেন, এর সবই মানুষের ভোগের জন্য। মানুষ কেবলমাত্র তার বুদ্ধিবলে সে সব আহরণ করেছে আর ভোগ করছে।

নানান উদ্ভিদ, লতা, গুল্ম, বৃক্ষরাজীর মধ্যে আবার প্রদান করেছেন নানান বর্ণ, মনোহর ফুল, সুস্বাদু ফল আর ভেষজ গুনাগুণ। মানুষের প্রতি স্রষ্টার এই উদারতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের একান্ত কর্তব্য। স্কাউট প্রতিজ্ঞায় নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনের কথা রয়েছে।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালনঃ পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিজের দেশকে ভালবাসা, নিজের জাতির জন্য মঙ্গলকর কাজ করার তাগিদ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে মাতৃভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বলা হয়েছে। দেশ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকের সুখ-শান্তিতে বসবাস, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উপার্জন, নিরাপত্তাসহ নাগরিক সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর সেজন্যই দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য কাজ করা, দেশের মঙ্গল হয় এমন চিন্তা করা, দেশের

আইন শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলা সকলের একান্ত কর্তব্য। দেশপ্রেম এবং উন্নত নাগরিক চেতনাকে সভ্যতার মানদন্ড হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের উপর স্কাউট প্রতিজ্ঞায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অপরকে সাহায্য করাঃ অপরের সাহয্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া বা অপরের জন্য সামান্য হলেও কিছু করতে পারার যে তৃপ্তি তা অন্য কোন কাজে পাওয়া যায় না। সর্বকালের ও সর্বযুগের মহান ব্যক্তিগণ অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে মানব জীবনের পরম প্রশান্তি লাভের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় সর্বদা অপরকে সাহায্যের তাগিদ রয়েছে। এই সমস্ত আইনগুলো যখন একজন ব্যাক্তির জন্য পরিচালিত হয় সে কখনই খারাপ হতে পারে না। বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করতে হলে তাকে অবশ্যই স্কাউটের মূল বিষয় এবং চিন্তা- চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় তার দ্বারা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব নয়। স্কাউটিং এর মাধ্যমেই বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মলঃ কেবল সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী হলেই চলবে না। একজন স্কাউট হবে সুন্দর মনের অধিকারী। কখনও অপরের অনিষ্ঠ করার চিন্তা তো সে করবেই না বরং কিভাবে তার উপকার করা যায় এই হবে তার ধ্যান-জ্ঞান। কোন কাজে বা কথায় কেউ মনে কষ্ট পাবে এমন কাজ বা কথা থেকে সে বিরত থাকবে। তার চিন্তা ও কাজ হবে স্বচ্ছ ও পরিছন্ন। এই হবে একজন স্কাউটারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

গুডটার্নঃ স্কাউটিংয়ে গুডটার্ণ বলতে ছোট ছোট ভাল কাজ করাকে বুঝায়। যেমন- অন্ধ/বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা, কাউকে পথ চিনিয়ে দিতে সাহায্য করা, একজনের মাথার বোঝাটা নামাতে সাহায্য করা, পথে পড়ে থাকা কলার খোসা/কাঁচের টুকরা/কাঁটা সরিয়ে ফেলা, পানির কল কেউ অসাবধানতাবশতঃ খুলে রেখেছে, তা বন্ধ করে দেয়া, অপ্রয়োজনে জ্বলছে এমন বাতি নিভিয়ে দেয়া, প্রতিবেশীর কারো টেলিগ্রাম/চিঠি পোস্ট, গ্যাস/বিদুৎ বিল পরিশোধের সহায়তার মত ছোট ছোট কাজ করা গুডটার্ণের আওতাভুক্ত কাজ। স্কাউটরা সবর্দা ভাল কাজ করার লক্ষ্যে তাদের স্কার্ফের মাথায় নট দিয়ে রাখে।

সমাজ সেবাঃ মূলতঃ গুডটার্ণ থেকেই সমাজ সেবার উদ্ভব। স্কাউটরা ব্যক্তিগতভাবে গুডটার্ণ করে অভ্যস্ত হয়ে উপদল বা ইউনিট ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক কাজ করে। কোন রাস্তায় কাদা মাটির জন্য চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে দেখে স্কাউটরা কয়েকটা ইট মাঝে মাঝে বিছিয়ে দিল যার উপর দিয়ে মানুষ সহজে চলাচল করতে পারে। ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পানি বের হতে না পেরে পথে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে দেখে কয়েকজন স্কাউট মিলে ওই ড্রেনটা পরিষ্কার করে জলাবদ্ধতা দূর করে দিল। পুকুর/ডোবায় বেশ কচুরীপানা সৃষ্টি হয়েছে এতে মশার উপদ্রব হচ্ছে দেখে স্কাউটরা ওই পুকুরের কচুরীপানাগুলো পরিষ্কার করলো অথ বা বর্ষার তোড়ে একটি রাস্তার কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে দেখে স্কাউটরা ওই রাস্তায় মাটি ফেলে তা ভরাট করে দিল অথবা একটি সাঁকো করে দিল। সমাজের মানুষের জন্য স্কাউটরা উদ্যোগী হয়ে এ ধরণের অনেক কাজ করে। এ ধরণের কাজকে সমাজ সেবামূলক কাজ বলে।

সমাজ উন্নয়নঃ সমাজ উন্নয়ন গুডটার্ন এর পরবর্তী ধাপ। স্কাউটরা সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে সমাজের কোন নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে সমাজের মনুষের সাথে কাঁথে কাঁধ মিলিয়ে যখন সেই সমস্যার সমাধান করে এবং যার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় তাকে সমাজ উন্নয়ন বলে। যেমনঃ কোন একটি পাড়া বা মহল্লার যাতায়াতের পথের একটি বিশেষ জায়গায় প্রতিবার বর্ষায় ভেঙ্গে যায়, প্রতিবারই তাতে মাটি ফেলে সমান না করলে আর সহজে চলাচল করা যায় না। ওই এলাকার লোকজন মনে করেন এটি তাদের একটি সমস্যা। এতে তাদের বেশ কিছুদিন দারুন কষ্ট পেতে হয়। এলাকার এই সমস্যা চিহ্নিত করে স্কাউটরা এলাকার মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা করে উপলব্ধি করলো সহজে পানি পার হওয়ার জন্য যদি এখানে কোন কালভার্ট তৈরি করা হতো তাহলে আর এমন হতো না। মুরুব্বীদের সাথে আলোচনা করে স্কাউটরা উপলব্ধি করলো, যে করেই হোক পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে সমস্যাটির সমাধান হবে এবং এক্ষেত্রে বড় ব্যাসের চারটি পাইপ দিতে পারলেও এর সমাধান হবে। সেক্ষেত্রে স্কাউটরা দুটো পাইপের মূল্য নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সংগ্রহ করলো। বাকী দুটো পাইপ এলাকার লোকজন সংগ্রহ করলো। পরিবহনের ব্যবস্থা তারা এলাকায় যাদের গরু বা মহিষের গাড়ী রয়েছে তাতেই সেরে ফেলল। পাইপ বসানোর দিনে মুরুব্বীগণ এলাকার লোকজন সাথে নিয়ে তারা স্থাপনের ব্যবস্থা করলো। এরূপ কাজের ফলে দেখা গেলো ওই রাস্তা আর নষ্ট হয় না অর্থাৎ এই কাজটির ফল এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ভোগ করবে। এ ধরণের কাজ সমাজ উন্নয়ন কাজ বলে চিহ্নিত। স্কাউটিং এ আছে গুডটার্ন, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন। যাদের মধ্যে এতগুলো গুণের সমষ্টি তারা কখনই বৈষ্যমের সৃষ্টি করতে

পারে না ববং তাদের দ্বারা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মান হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ হলো গত ২০২৪ এর জুলাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ সহ আরো বেশ কিছু স্কাউটার আহতদের সেবায় নিয়োজিত হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির বিরাট পাঠশালায় জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা চালিয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি, শিখতে পারি। এ জানার শেষ নেই। প্রকৃতির অফুরন্ত ভান্ডারে মানুষের জানবার, শিখবার তথ্য ও সম্পদের অভাব নেই। সে জন্যই হয়তো বিখ্যাত ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন- "Fields are my books and nature is my study" কবি সুকুমার রায়ের কবিতটিও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেনঃ

"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র।
নানান ভাবে নানান জিনিস
শিখছি দিবরাত্র"

প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ যেমনঃ লতা গুল্ম, গাছ-পালা, পোকা- মাকড়, পাখি, জল-মাটি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, জীব-জন্তু, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, যা মানুষের কল্যাণের জন্য। বৈচিত্রময় সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান অর্জন করার আকাংখা মানুষের বহুকালের। দার্শনিকের চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণায় সে রহস্য উদঘাটনের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে, যতদিন এ পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকবে। বড় বড় তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ না করেও বলা যায়, প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মোটামুটিভাবে কিছু জানা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য। জীবন ধারণের জন্য এবং বেঁচে থাকার তাগিদে এ জানার প্রয়োজন আছে বৈকি? প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পিছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হলো সেগুলোর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। কেননা, এর প্রত্যেকটিই কোন না কোনভাবে মানুষের কল্যান সাধন করে থাকে, যা জীবন ধারনের সহায়ক। এটাই হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষানুশীলনের প্রথম বিষয়বস্তু।

প্রকৃতি বিষয়ক অনুশীলন চরিত্র গঠনেও সহায়ক। এর মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা অর্জন করতে সক্ষম হয় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কোন কিছু বিশ্লেষণ করার বিচার বুদ্ধি, সহিষ্ণুতা, মানসিক একাগ্রতা, স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। এতে করে শুধু যে তাদের জ্ঞানের পরিধিই সম্প্রসারিত হয় তাই নয়, সৃষ্টির বৈচিত্রপূর্ণ সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তাদের মনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। যারা প্রকৃতি প্রেমিক এবং যাদের স্রষ্টার সৃষ্ট জীবের প্রতি সদয় ও ভালোবাসা আছে তারা কখনই বৈষ্যমের সৃষ্টি করতে পারে না। স্কাউটের সাতটি আইনের একটি হচ্ছে স্কাউটরা জীবের প্রতি সদয়। হৃদয়বান ব্যক্তিরাই পারে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ করতে।

আত্মশুদ্ধি বা নিশি জাগরণ: একজন স্কাউট পূর্ণ নাগরিক। কারণ তার ভোটাধিকার আছে। অতএব রোভার স্কাউট হিসাবে তাকে সুনাগরিকের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সুনাগরিক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা যে প্রয়োজন তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আত্মশুদ্ধিতে। রোভার স্কাউট হিসাবে দীক্ষা গ্রহণের আগের দিন রোজা রেখে বা উপবাস থেকে পরবর্তী পূর্ণনিশি জাগরণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ পূর্বক সেভাবে জীবন পরিচালনা করার শপথ গ্রহণ করতে হয়। নবাগত রোভারদের ইচ্ছানুযায়ী আত্মশুদ্ধির স্থান কোন নির্জনগৃহ, মসজিদ বা মন্দির, মুক্ত অঙ্গন, গাছতলা, রোভার ডেন বা পৃথক তাঁবু হতে পারে। নিরিবিলি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে আত্মশুদ্ধি হয়ে থাকে। আত্মশুদ্ধিতে রোভার স্কাউট তার অতীত জীবন বিশ্লেষণ করে এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে থাকে।

১. অতীতের কু-অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করার জন্য আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সচেষ্ট?

২. আমার চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো কী কী?

৩. আমি কি একান্তভাবে সম্মানীয়, সত্যবাদী ও বিশ্বাসযোগ্য?

৪. আমি কি আল্লাহ্, আমার দেশ, আমার পরিবার, আমার নিয়োগকর্তা, আমার অধীনস্তগণ স্কাউট আন্দোলন, আমার বন্ধুবান্ধব এবং আমার নিজের প্রতি অনুগত?

৫. আমি কি খোশা মেজাজী, প্রফুল্ল এবং অপরের প্রতি সদয়?

৬. আমি কি শান্তশিষ্ট এবং সৎ জীবনযাপনকারী ও স্পষ্টবাদী?

৭. বিরোধিতা সত্বেও আমি কি আমার নীতিতে ধৈর্যের সংগে অবিচল থাকতে পারি?

৮. আমি নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মোতাবেক চলি, না অপরের প্ররোচনা ও পরামর্শে সংকল্পচ্যুত হই?

৯. লোভ, লালসা, পানাসক্তি, নারী/পুরুষের প্রতি

দুর্বলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আমি কি যথেষ্ট দৃঢ় চিত্ত?

১০. ওই সব কোন বিষয়ে আমি যদি দুর্বল হই তবে আমি কি এই মুহুর্তে এখানে আল্লাহ্‌র নামে তওবা করতে পারি যে ওই সব ত্যাগ করতে এবং নিজেকে সংশোধন করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব?

মহান আল্লাহ্ আমাকে একজন খাঁটি মানুষ, একজন সুনাগরিক এবং দেশের একজন কৃতি সন্তান হওয়ার তৌফিক দান করুন। স্রষ্টার প্রতি যাদের এমন অবিচল বিশ্বাস তারা কখনও সৃষ্ট জীবের মধ্যে বৈষ্যমের সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তাদের দ্বারা স্রষ্টার সৃষ্ট জীবের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ স্কাউটরা বৈষম্যের সৃষ্টি করে না বরং স্কাউটরা বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মান করে।

উপরের আলোচনা থেকে সঠিক দিক বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে আমি মনে করি স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ বির্নিমান করা সম্ভব। স্কাউটারদের ধ্যান, জ্ঞান, হলো সেবা করা, প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা, অন্যের কল্যাণ সাধন করা। এ জন্য স্কাউটার হিসেবে আমি মনে করি বৈষম্যহীন সমাজ স্কাউটরাই বিনির্মাণ করতে পারবে।

স্কাউটিং যাত্রা

এস. এম. এম. মুসাব্বির উদ্দিন।
২১৪ নং আমরা স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার

২২ শে ফেব্রুয়ারীতে আমরা পেয়েছি এক নেতাকে। যে নেতার কারণে যুবকরা তাদের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। তিনি যুবককে বেঁচে থাকার পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। তার জন্য আজ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যাকে বি. পি নামে চেনে। যার জন্য যুবকরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, সে আর কেউ না, স্কাউট আন্দোলন প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাডেন পাওয়েল। তার জন্য আজ স্কাউট আন্দোলন পুরোপুরিভাবে সক্রিয় এবং স্বার্থক বৈশ্বিক যুব আন্দোলন।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৫৭ সালে ২২ ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে। তার বাবা এইচ. জি ব্যাডেন পাওয়েল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। তার মা হেনেরিয়েটা গ্রেস স্মিথ, গৃহিণী ছিলেন। তার পুরো নাম রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। তার ছোটবেলা ছিলো খুবই রোমাঞ্চকর। তিনি প্রায় জঙ্গলে বাস করতেন। সেখানে তিনি দড়ির কাজ শিখতেন, গাছের গুঁড়ি নিয়ে খেলাধুলা করতেন ও নতুন নতুন জায়গায় যেতেন। জঙ্গলে রাত্রিযাপনের জন্য তিনি ট্রি হাউস তৈরি করতেন। এসব কার্যক্রম কারণে তিনি খুব সহজে সেনা জীবনে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন।

১৮৭৬ সালে সেনাবাহিনীতে সাব লেফটেন্যান্ট পদে নিয়োগের মাধ্যমে তার সেনা জীবন শুরু হয়। থার্টিন হুসার্স দলের তার প্রথম পোস্টিং। তারপর ১৮৮০ সালে মায়ওনাড যুদ্ধে মানচিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব পান। পরে বিভিন্ন যুদ্ধে সফলতার সাথে জয় লাভ করেন। তার জীবনে শেষ যুদ্ধ ছিলো ম্যাফেকিং (আফ্রিকার একটি শহর) যুদ্ধ। সেখানে তিনি ২১৭ দিন অবরুদ্ধ ছিলেন। এই ম্যাফেকিং যুদ্ধের সময় তিনি ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ধারণা লাভ করেন। ম্যাফেকিং যুদ্ধে জয়ের পর তিনি মেজর জেনারেল পদে উত্তীর্ণ হন।

১৯০৭ সালে ২০ জন বালকে ব্রাউন সি দ্বীপে প্রথম পরীক্ষামূলক ক্যাম্পের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়েছিলো। পরে ১৯০৮ সালে ব্যাডেন পাওয়েলের লেখা বই "Scoting for BWys"। এই বইয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে গিয়েছিলো স্কাউটিং। পরে ১৯০৯ সালে সিঙ্গাপুর, চিলি, আমেরিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জাপান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ১৯২২ সালে তিনি ওলিভ সোমেজরকে বিয়ে করেন। পরে ১৯১০ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন। ১৯১৬ সালে ১১ বছরের নিচে শিশুদের জন্য "কাব স্কাউট তৈরি করেন। ১৯১৮ সালে ১৮ বছরের যুবকদের জন্য রোভারিং শুরু করেছেন। এভাবে স্কাউটিং সম্প্রসারণ শুরু হয়।

১৯২০ সালে ইংল্যান্ডে অলিম্পিয়াতে প্রথম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব স্কাউট সংস্থা। পরে ১৯২২ সালে ব্যাডেন পাওয়েল লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন। পরে তার শেষ বয়সে তিনি কেনিয়াতে বসবাস করতেন। ১৯৪১ সালে ৮ই জানুয়ারি কেনিয়াতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাসহ এই উপমহাদেশে স্কাউটিং শুরু হয়েছিলো ১৯১০ সালে, তবে প্রথমে সেটা ছিলো শুধুমাত্র ইংরেজদের জন্য। ১৯১৯ সালে সেটা সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বয়স্কাউট সমিতি বিশ্ব স্কাউট সংস্থা স্বীকৃতি লাভ করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৭ সালে ১লা ডিসেম্বর করাচিতে পাকিস্তান বয়স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। সে সময় বাংলাদেশ ছিলো পাকিস্তানের প্রদেশ, পূর্ব পাকিস্তান। এখানে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান বয়স্কাউট সমিতি।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান বয়স্কাউটের দ্বিতীয় জাতীয় জাম্বুরী ৩৫০০ স্কাউট সদস্য নিয়ে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান বয়স্কাউটের পঞ্চম জাতীয় জাম্বুরীতে মৌচাকে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তান বয় স্কাউট এর নতুন ট্রেনিং সেন্টারের মাঠ ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, ১৯৭১ সালের

এপ্রিল মাসে এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ বয়স্কাউট অ্যাসোসিয়েশন করা হয়। পিয়ার আলী নাজির নিযুক্ত হন প্রথম প্রধান জাতীয় কমিশনার (পি.এ. নাজির নামে বহুল পরিচিত)।

১৯৭২ সালের ৮-৯ এপ্রিল সারাদেশের স্কাউট নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক সভায় মিলিত হয়ে গঠন করা হয় বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি। ওই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ১১১ নং অধ্যাদেশ বলে উক্ত সমিতি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৭৪ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয়স্কাউট সমিতিকে ১০৫ তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃত লাভ করে ১৯৭৮ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "বাংলাদেশ স্কাউটস"। এভাবে বাংলাদেশে স্কাউটিং প্রসার হতে থাকে। ওই একই বছরে প্রথম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। এখন সংখ্যাগত দিক থেকে বিশ্বের বাংলাদেশ স্কাউটসের অবস্থান ৫ম।

স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক সংগঠন, যার লক্ষ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে দায়িত্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। সমগ্র বিশ্বের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করে এই স্কাউটিং। দেশের প্রতি দায়িত্ব সচেতন হতে স্কাউটিং শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্কাউটরা বিভিন্ন সরকারি এবং রাষ্ট্রীয় কাজে সহযোগিতা করে থাকে। যেমন: হজ্জ ক্যাম্প, বিভিন্ন সরকারি দিনগুলো পালন যেমন: বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ভাষা দিবস ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্কাউটরা তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করে আসে।

ঈদে দেশের বাড়ীতে যাত্রার সময় যাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য স্কাউটরা কার্যক্রমে যোগ দেয়। ফলে এতে ঈদের সময় যাত্রীদের চাপের পরিমাণ অনেকাংশ কমে যায়।

বন্যা বা যে কোনো দূর্যোগের সময় স্কাউটরা সবসময় মানুষের পাশে থাকে। তারা তাদের নিজস্ব অর্থয়ানে ত্রাণ বিতরণ করে। শুধু এটাও না, দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় গিয়ে ২৪ ঘন্টা মানুষকে সেবা দিতে থাকে এবং দূর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। স্কাউটদের অবদানের কারণে বিপর্যস্ত এলাকাবাসীরা রক্ষা পায়।

বিভিন্ন আইসিটি প্রোগ্রামে স্কাউটদের অংশগ্রহণ খুবই প্রশংসনীয়। তারা মানুষকে সাইবার অপরাধে সচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করে। স্কাউটরা বিভিন্ন কন্টেন্ট, ফটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, কম্পিউটার সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পারদর্শী। ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপান্তরিত করতে তাদের অবদান প্রশংসনীয়।

বিভিন্ন স্কাউটের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে স্কাউটদের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। আমাদের দেশের স্কাউটদের অংশগ্রহণ ও কার্যক্রম যথাযথ ভাবে পালন করা দেখে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ স্কাউটস'এর অনেক প্রশংসা করেছে।

স্কাউটিং মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের চরিত্র গঠনের মাধ্যমে তারা দেশের সুনাম ধরে রাখতে পেরেছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তারা সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে এবং একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরবর্তীতে দেশের নেতৃত্ব দিতে পারবে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

তবে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে অনেকে স্কাউটিং ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এটা খুবই দূর্ভাগ্যের বিষয়। এতে যে নতুন জ্ঞান, নতুন দক্ষতা শিখতে পারতো সেটা তারা আর পারছে না। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার।

ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটদের উদ্দেশ্য একটি শেষ বার্তা দিয়েছিলেন,
"পৃথিবীকে যেমন পেয়েছে, তার চেয়ে আর একটু সুন্দর করে যেও।"

নাম: এস. এম. এম. মুসাব্বির উদ্দিন।
দলের নাম: ২১৪ নং আমরা স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।
জেলা: বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভার।

বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং

স্কাউট অধ্যাপক ড. দিপু সিদ্দিকী

ভূমিকা

সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার ফল। এই পথে স্কাউটিং আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যা শিশু-কিশোরদের নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। স্কাউটিং আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল বলেছিলেন, "Try to leave this world a little better than you found it." তাঁর এই চিন্তাধারাই স্কাউটিংকে সমাজসেবার আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে জুলাই বিপ্লব নামে পরিচিত ঐতিহাসিক আন্দোলন বৈষম্যহীন ও জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করেছে। এই প্রবন্ধে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাবনা এবং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে।

জুলাই বিপ্লব: বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বিপ্লব ইতিহাসে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তরুণ প্রজন্ম, যাদের মধ্যে ছিল জেনারেশন জি, সমাজে সকল প্রকার অন্যায়, দুর্নীতি, এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। ঢাকা শহরের দেয়ালে দেয়ালে গ্রাফিতি শিল্পে তারা তাদের স্বপ্ন এবং প্রতিবাদ তুলে ধরে। তাদের আন্দোলন ছিল মেধাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি প্রদান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার শপথ। এই বিপ্লবের চেতনা স্কাউটিংয়ের নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

স্কাউটিং: নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং নৈতিকতা শেখানোর ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, "A Scout is never taken by surprise; he/she knows exactly what to do when anything unexpected happens." স্কাউটিংয়ের প্রতিটি কর্মসূচি নৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য নির্মিত। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, এবং সহনশীলতা শেখে।

স্কাউট সদস্যরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষিত হয়ে মানবিক সেবা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শেখে। বিদ্যালয়ে স্কাউটিং কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীদের একটি আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে সহায়তা করে। তারা বন্ধু, পরিবার এবং প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব পালন এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে উৎসাহিত হয়। এতে সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায় এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম হয়।

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে স্কাউটিংয়ের অবদান

বৈষম্য দূরীকরণে স্কাউটিং যে পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তা বিভিন্নভাবে কার্যকর হয়ে থাকে।

১. **নৈতিক চরিত্র গঠন:** স্কাউটিংয়ের মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা শেখানো। নিয়ম-শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, এবং পরোপকারিতার শিক্ষা বৈষম্যমুক্ত সমাজ তৈরির অন্যতম পূর্বশর্ত।

২. **দলগত কাজের প্রশিক্ষণ:** স্কাউটরা শেখে কীভাবে সমবেতভাবে কাজ করতে হয়। এটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ ভুলে একতাবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ার প্রেরণা দেয়।

৩. **সমাজসেবার প্রতি উৎসাহ:** স্কাউট সদস্যরা নিয়মিত সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানে ভূমিকা রাখে।

লর্ড ব্যাডেন-পাওয়েল বলেছেন, "The most worthwhile thing is to try to put happiness into the lives of others." এই দৃষ্টিভঙ্গি বৈষম্যহীন

সমাজ গঠনের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে যুক্ত।

বিদ্যালয় ও পরিবার: স্কাউটিংয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জাতি গঠনে বিদ্যালয় এবং পরিবার প্রধান ভূমিকা পালন করে। পরিবার শিশুদের নৈতিকতার ভিত্তি তৈরি করে, আর বিদ্যালয় তা সম্প্রসারণ করে। যদি প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্কাউটিং কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হয়, তবে শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খল, মানবিক, এবং ন্যায়ের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ নাগরিক হয়ে উঠবে। এটি সামাজিক বৈষম্য এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।

জুলাই বিপ্লব ও স্কাউটিংয়ের সম্পর্ক

জুলাই বিপ্লবের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী সাংগঠনিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। স্কাউটিং সেই লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় তখনই টেকসই হবে, যখন সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে। স্কাউটিংয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অন্যদের মধ্যে মানবিকতার বীজ বপন করতে পারলে এবং সক্রিয় নাগরিক হয়ে উঠতে পারলে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

উপসংহার

বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে স্কাউটিং একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এটি শিক্ষার্থীদের মানবিকতা, নৈতিকতা, এবং সেবা করার মনোভাব শেখায়, যা সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে। লর্ড ব্যাডেন-পাওয়েল যেভাবে স্কাউটদের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশেও স্কাউটিং একটি নতুন বৈষম্যহীন যুগের সূচনা করতে পারে। এজন্য বিদ্যালয় এবং পরিবারকে স্কাউটিং কার্যক্রমের সম্প্রসারণে একযোগে কাজ করতে হবে। তবেই জুলাই বিপ্লবের চেতনা এবং ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।

লেখক: অধ্যাপক ডক্টর দিপু সিদ্দিকী, ডিন, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড সোশ্যাল সাইন্সেস, রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা এবং সাবেক পেট্রোল লিডার, কেপিবি হাই স্কুল এন্ড কলেজ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪।

লজ্জিত স্বাধীনতা

মোঃ সায়েদ বাসিত
যুগ্ম আহবায়ক, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস

আমি একদিন ছাত্র ছিলাম এক সময়
বইখাতা আর ব্যাগ ঘাড়ে, নতুন নতুন স্বপ্ন নিয়ে
এগিয়ে চলার ব্রত মনে, বাবা মায়ের স্বপ্ন ছিলো মানুষ হবো
শিক্ষালয়ে গিয়ে দেখি নানান কথা
র‍্যাগিং আর রাজনীতিতে শিক্ষা ভরা
রাষ্ট্র যখন মিছে মায়ার আসা দেখায়
হতাস মনে থমকে দাঁড়ায় ছাত্র জীবন
হঠাৎ কেনো বুলেট এলো আমার বুকে
স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চাওয়া
এটাই হলো কাল বৈশাখের দমকা হাওয়া
শহীদ কেনো নাম লেখাবে বাবার বুকে
মায়ের চোখে জল এসেছে স্বাধীন দেশে
রাষ্ট্র কেনো দায় এড়াবে স্বাধীনতা চাইছি বলে।
স্বাধীন দেশে রক্ত কেন, সঠিক চাওয়ায়
এ দায় কে এড়াবে জাতির কাছে জানতে চাওয়া
আমার বাবা আমার মায়ের অশ্রুমাখা নয়ন মাঝে
রক্তে ভেঁজা ভাই বোনেদের আর্তনাদের
এ দায় কে নিয়েছে, স্বাধীন দেশে আমার ভাই শহীদ কেনো হবে।

একুশ পঙ্‌ক্তি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মোল্লা এলটি

একুশে ফেব্রুয়ারি, ইতিহাসে সে অমর
একান্ত কর্তব্য মোদের, জানা সেই খবর।
একুশের শিক্ষায় দীক্ষিত হলে মোরা,
উন্নত রবে শির মোদের, বিশ্বজোড়া।

একুশের শিক্ষা হলো ভালবাসার গান,
তাইতো মোরা পেরেছি দিতে, মায়ের সম্মান।
মায়ের ভাষা রক্ষা কল্পে জীবন করলো দান
বরকত সালাম পথ দেখালো গেয়ে আলোর গান।

শহীদী সম্মানেতে ধন্য যে সব জনা
২০কোটি প্রাণ মাগছে তাদের, মুক্তির প্রার্থনা।
অম্লান হোক, গর্বিত ১৩৫৯ বাংলা ৮ ফাল্গুন
সমুন্নত হোক বিশ্বে, মাতৃভাষাা ভাষা অটুট।

টুয়েনটিফার্স্ট ফেব্রুয়ারি আজ আই এম এল ডি
বাংলার মান বাঙালির দায়, বাড়লো না কমলো!
ভেবেছেন কী?

ভেদাভেদ ভুলে মাতৃভূমি গড়ি,
প্রতিজ্ঞা নিয়ে সরল পথ ধরি।
ছোট্ট এ জীবন মহামূল্যবান,
নয়তো আফসোস-ক্লেশ, মানব জন্মের অপমান।

সম্ভব নয় পুনর্বার, মহা এ বিশ্বে ফিরে আসার
সাধু সাজবো না সাধু হবো, সাবধান! ইনসান।

*অধ্যক্ষ, সরকারি শাহবাজপুর কলেজ, লালমোহন, ভোলা
ও লিডার ট্রেনার, বাংলাদেশ স্কাউটস।*

শোকগাঁথা

মোঃ নাজমুল ইসলাম হৃদয়
যুগ্ম-আহ্বায়ক, ভূসম্পত্তি বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস্

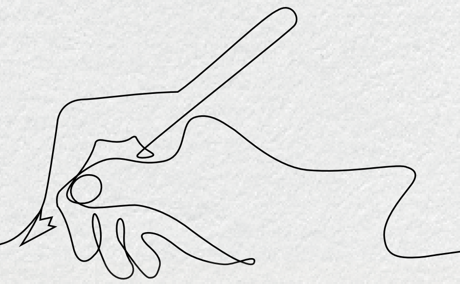

বুক জুড়ে কত ক্ষত, আর রক্তে মাখানো শাল!
আবার বন্ধু দেখা হবে বলে, শেষ দেখা হলো কাল।
হাসি মাখা প্রিয় মুখ,
আর খালি হয়ে যাওয়া বুক!
মায়ের কান্না থামছেনা শুধু, অশ্রুতে ভেজা গাল!
নেমেছিলো আজ পথে, কত বন্ধুকে নিয়ে সাথে!
একসাথে শুরু সব, তবু শেষ যে হলো না এক সাথে!
পাশে বসে কাঁদে ভাই, যেন সবকিছু পুড়ে ছাই!
সবাই দিচ্ছে শান্তনা, শুধু ভাই আর পাশে নাই!
কতকিছু ছিলো বায়না, সব শেষ করে দিলো হায়েনা
দু'হাত বাড়িয়ে বাবা ডাকে তবু, একবার বুকে আয়না
হায়েনারা দূরে হাসে, "এরা মরলে কি যায় আসে?"
যার যায় শুধু সেই জানে, কান্নার অসীম গোলকে ফাঁসে!
এতটুকু অধিকার, কেউ দেয় না কখনো ছাড়!
অধিকার চেয়ে বুকে লাগে গুলি, যেতে হয় পরপার!
করে না তবুও লজ্জা, নেই দম্ভে অস্থিমজ্জা
রক্তে ভেজানো লাল রঙ দিয়ে, সাজাচ্ছে ফুলসজ্জা!
দালালেরা চেটে যায়, নেই পিতা প্রিয় মহাশয়!
অবিভাবকের পায়ের নিচে, পিতাকেই খুঁজে পায়।
চোখ বুঁজে যাই ভেবে, "শেষ হবে সব কবে?
মরেছে বন্ধু, খুনিগুলো সব ঘৃণাতেই বেচে রবে।"

তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে দেশ গড়া

-প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মোল্লা এলটি*

যে স্বপ্ন দেখে তারুণ্য
যে স্বপ্ন দেখে তারুণ্য, সে জাগায় জাতিকে
যে স্বপ্ন দেখে তারুণ্য, সে জাগায় জাতিকে,
পদে পদে বাধা ভাঙে, ছুটে চলে আশার রেখায়।
পাহাড় ডিঙিয়ে, সাগর পাড়ি দিয়ে,
বিজয়ের গান গায় সে সাহসের ঢেউয়ে।

চোখে জ্বলে আগুন, মনে জাগে আলো,
শ্রান্তিহীন পথিক হয়ে স্বপ্নের খেয়ালে চলে।
ভাঙা হোক অন্ধকার, মুছে যাক গ্লানি,
তারুণ্যের হাতে গড়া হোক নতুন ইতিহাসের বাণী।

শক্তির এ প্রভাত, নতুন দিনের ডাক,
চেতনার বীজ বুনে গড়ি স্বদেশের ভাস্কর্য।
যে স্বপ্ন দেখে তারুণ্য, সে তো হারে না,
লড়াইয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে জয় গানে মাতে।

হৃদয়ের মাটি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো আজ,
স্বপ্ন দেখে জাতি গড়ো, গড়ো আগামীর সাজ।
যে স্বপ্ন দেখে তারুণ্য, সে জাগায় জাতিকে,
জাগরণের প্রতীক হয়ে ইতিহাসে রয় চিরতরে।

দেশ মায়ের ঋণ

সালাহউদ্ দীন আহমেদ
স্কাউটার, ট্রেইনার, ডিমেনশিয়া কেয়ারগিভার্স

স্বাতীর আর নেই কথা
এই কথা বই,
: বাবা গেছে কই, ওমা!
বাবা গেছে কই?

বাবা তোর ভিন গাঁয়ে,
মাঝি সে অচিন নায়ে,
ফিরবে মলিন পায়ে
জিরায় কি সে কখনো?
দামাল বড়োই!

সবই যে বানানো কথা,
স্বাতী কি তা বোঝে?
এই পাড়া, ওই পাড়া
খুঁজে খুঁজে হলো সারা
সংসারী, ঘর-ছাড়া
হরেক লোকের ভিঁড়ে
বাবাকে সে খোঁজে।

পাবেনা বাবাকে খুঁজে
স্বাতী কোনো দিন,
সে চলে গেছে, শুধে গেছে
দেশ মায়ের ঋণ ।।

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

৭ম জাতীয় কমডেকা সাংগঠনিক কমিটির তালিকা

জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

ক্রম	নাম	পদবী
১.	জনাব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়	সভাপতি
২.	জনাব মো: এহছানুল হক আহবায়ক, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৩.	জনাব মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ সদস্য সচিব, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৪.	জনাব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৫.	ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৭.	জনাব মুঃ তৌহিদুল ইসলাম সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৮.	জনাব আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৯.	জনাব ফরিদা ইয়াসমিন সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
১০.	জনাব মো: আসিফ-উল-হক সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
১১.	অধ্যাপিকা ফাহমিদা সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
১২.	জনাব মাহেনুর জাহান সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
১৩.	জনাব নাজমা মোবারেক সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
১৫.	জনাব এ এস এম আমানুল্লাহ উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল	সদস্য

১৬.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য
১৭.	প্রফেসর ড. মো: এহতেসাম উল হক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১৮.	প্রকৌশলী মো: রকিব উল্লাহ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
১৯.	জনাব মহ: মনিরুজ্জামান প্রাক্তন মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সদস্য
২০.	ড. মো: শরিফুল আলম সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল নিভার্সিটি, ঢাকা	সদস্য
২১.	প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল	সদস্য
২২.	জনাব খোন্দকার আহমেদ বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ	সদস্য
২৩.	মোহাম্মদ শাহজাহান, পিপিএম (বার), পিএইচডি ডিআইজি, রাজশাহী রেঞ্জ	সদস্য
২৪.	জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
২৫.	জনাব মো: ফারুক হোসেন পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
২৬.	ড. মো: নুরুল আমীন সিভিল সার্জন, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
২৭.	জনাব দূর-রে শাহ্ ওয়াজ প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৮.	মোছা: আফসানা ইয়াসমিন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
২৯.	মো: আব্দুল্লাহ-আল ফারুক নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, নেসকো সিরাজগঞ্জ	সদস্য
৩০.	জনাব মো: রোকনুজ্জামান নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
৩১.	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
৩২.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহমান উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
৩৩.	জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ (এলটি) বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল	সদস্য

৩৪.	জনাব মাসুদ রানা আহবায়ক/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চল	সদস্য
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী আহবায়ক/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চল	সদস্য
৩৬.	জনাব তাবাসসুম বিনতে ইসলাম আহবায়ক/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চল	সদস্য
৩৭.	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান হেরাল্ড ওপেন স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
৩৮.	জনাব ওয়াকির বোখারী রাব্বি অঞ্চল পর্যায়ের ইয়ুথ লিডার প্রতিনিধি বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চল	সদস্য
৩৯.	জনাব মো: আরিফ রাইয়ান অঞ্চল পর্যায়ের ইয়ুথ লিডার প্রতিনিধি বাংলাদেশ স্কাউটস, নৌ অঞ্চল	সদস্য
৪০.	জনাব শ্যামীম আহমদ অঞ্চল পর্যায়ের ইয়ুথ লিডার প্রতিনিধি বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অজ্চল	সদস্য
৪১.	জনাব মো: সায়েদ বাসিত যুগ্ম আহবায়ক, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৪২.	জনাব মোঃ রাকিব হাসান শিপু যুগ্ম আহবায়ক, প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৪৩.	জনাব মো: জামাল উদ্দীন সদস্য সচিব, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য
৪৪.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন উপ পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস	যুগ্ম-সদস্য সচিব
৪৫.	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক, ৭ম জাতীয় কমডেকা সচিবালয়, বাংলাদেশ স্কাউটস	সহকারী সদস্য সচিব
৪৬.	জনাব মো: শামসুল হক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য সচিব

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

৭ম জাতীয় কমডেকা উপ কমিটির তালিকা

জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

অভ্যর্থনা ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা উপ কমিটি

১	জনাব মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ সদস্য সচিব, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	আহ্বায়ক
২	জনাব মোঃ সায়েদ বাসিত, উডব্যাজার যুগ্ম- আহ্বায়ক, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য উপ-কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	যুগ্ম- আহ্বায়ক
৩	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম, উডব্যাজার প্রধান শিক্ষক, ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।	সদস্য
৪	জনাব এমএম কামরুল হাসান, পিআরএস গ্রুপ সভাপতি, সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
৫	জনাব শিউলি আক্তার, এএলটি সদস্য, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য উপ-কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৬	জনাব রাজু আহমেদ, উডব্যাজার সদস্য, গোপালগঞ্জ জেলা স্কাউটস এডহক কমিটি	সদস্য
৭	জনাব মোঃ আকতার হোসেন উপপরিচালক (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য সচিব

অর্থ উপ কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	ইমেল এ্যাড্রেস ও মোবাইল নং	কমিটিতে পদবী
১.	জনাব নাজমা মোবারেক সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	secretary@fid.gov.bd ০১৭১৬৬০৪৩৬০	আহবায়ক
২.	জনাব মোঃ রেজাউল করীম সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	rejaul8283@gmail.com ০১৭১২৮৯৯০৮৯	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ অসিফ-উল-হক সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	Asiflaw34@gmail.com ০১৭৫৬০১৯১৩২	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ দাউদ মিয়া, এনডিসি অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন অনুবিভাগ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	Addlsecy.admin@fid.gov.bd ০১৭১২০৫৫৬১৮	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ জিয়াউল হক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	addsecadm@emrd.gov.bd ০১৫৫২৩৯০১৬৯	সদস্য

৬.	ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	adminbr@lgd.gov.bd ১৮১৯১৩০০২৬	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম যুগ্ম সচিব, (প্রশাসন ,পারফর্মেন্স, উদ্ভাবন ও সেবা উন্নয়ন অধিশাখা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়	apa@moedu.gov.bd ০১৭৭২৫৪১২৬৪	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ রাশেদুল আমীন যুগ্মসচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	mrashed@finance.gov.bd ০১৭১৭৮৯০৬৫৫	সদস্য
৯.	ড. মোঃ লুৎফর রহমান যুগ্মসচিব (গবেষণা অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়	jsres@moa.gov.bd ০১৭৯৯২৯৮৭১৪	সদস্য
১০.	জনাব মোহাম্মদ সানাউল হক যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭১৫৪৩২২৩৮	সদস্য
১১.	জনাব মো: খোরশেদ আলম যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	০১৭১১৯০১১৩০	সদস্য
১২.	জনাব তোফায়েল আহমেদ তুহিন যুগ্ম আহবায়ক, মিডিয়া পাবলিকেশন	০১৭১৮৬৩০১৮৪	সদস্য
১৩.	জনাব তাছলিমা শাহনূর ইউনিট লিডার, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান স্কুল স্কাউট গ্রুপ, উত্তরা, ঢাকা	০১৭২৭২৬৯১২৩	সদস্য
১৪.	জনাব মোঃ শামীমুল ইসলাম উপ পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস	scoutershameem@gmail.com ০১৭১২৯০৮৫৪৪	সদস্য সচিব

আবাসন, সাজসজ্জা, সাইট অপারেশন ও ক্যাম্পটেল উপ কমিটি

প্রস্তাবিত কমিটি:

১.	জনাব মু: তৌহিদুল ইসলাম, সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	আহবায়ক
২.	প্রফেসর মো: আমিনুল ইসলাম, এলটি, অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ, সিরাজগঞ্জ	-	সদস্য
৩.	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, সিরাজগঞ্জ	-	সদস্য
৪.	জনাব মো: হারুন অর রশীদ সাগর, সদস্য, প্রশিক্ষণ বিষয়ক উপ কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
৫.	জনাব জিয়াউল হুদা হিমেল, সদস্য, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ উপ কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, সদস্য, অ্যাডাল্টস ইন স্কাউটিং উপ কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
৭.	প্রকৌশলী তৌহিদুজ্জামান নিপু, সদস্য, ফাউন্ডেশন বিষয়ক উপ কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
৮.	জনাব আওলাদ হোসেন মারুফ, সদস্য, জনসংযোগ ও মার্কেটিং উপ কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
৯.	প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ	-	সদস্য
১০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ	-	সদস্য
১১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ	-	সদস্য

১২.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, সিরাজগঞ্জ	-	সদস্য
১৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ	-	সদস্য
১৪.	জনাব এস.এম কামরুল হাসান, পিআরএস, সদস্য, অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস উপ কমিটি,বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
১৫.	জনাব নাসিম হায়দার, সদস্য, টিটিএল বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
১৬.	জনাব আবু বকর সিদ্দিক, বাংলাদেশ স্কাউটস, এয়ার অঞ্চল	-	সদস্য
১৭.	জনাব মোঃ মামুন-উল-হাসান, মেঘনা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা	-	সদস্য
১৮.	জনাব এ.এইচ.এম মহসিন, উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও অ্যাডাল্টস ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য
১৯.	আহমেদ কাজী আসিফুল হক, পরিচালক (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস	-	সদস্য সচিব

খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপ কমিটি

ক্রমিক	নাম ও পদবী	মোবাইল	সদস্য পদ
১.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম, সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১৭২৬ ৮৯৯ ০৮৭	আহবায়ক
২.	ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম, সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১৭১১ ৫৯২ ৭৬৯	সদস্য
৩.	জনাব মনিরুল ইসলাম খান, সাবেক ডিএনসি, বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১৭১৩ ০৮০ ০১৮	সদস্য
৪.	জনাব আবু নাসের, উপ সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।	০১৭১২ ১২৮ ৬১৬	সদস্য
৫.	জনাব এস.এম. ফেরদৌস আহম্মেদ, সাবেক ডিএনসি, বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১৫৫৫ ০২০ ৮৮০	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ হেমায়েত হোসেন, সাবেক ডিএনসি, বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১৭১২ ৭২১০৭৫	সদস্য
৭	জনাব লুৎফুনেছা শিরিন, অধ্যক্ষ (অবঃ) মির্জা আব্বাস কলেজ, ঢাকা।	০১৭২৫ ১৯৪ ০০১	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ আলমগীর কবির আবীর, যুগ্ম আহবায়ক জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় উপ কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১৮৩০ ৮৬৭৯০৫	সদস্য
৯.	জনাব আবু হুরায়রা, রোভার লিডার, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।	০১৭৬১ ৪৯৬৪২৪	সদস্য
১০.	জনাব আবু মোতালেব খান, সাবেক যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউট।	০১৭১২ ৮১৭ ৪৪১	সদস্য
১১.	জনাব ইমরান খান, সিনিয়র শিক্ষক কলাকোপা কোকিলপ্যারি উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	০১৮১৯ ১৯৮৯৬৫	সদস্য
১২.	জনাব পরেশ চন্দ্র বর্মন, উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস।	০১৭৮০ ০০০৭৮০	সদস্য সচিব

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উপ কমিটি

ক্রম	নাম ও ঠিকানা	পদবী	ফোন নম্বর
০১.	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন পুলিশ সুপার, সিরাজগঞ্জ	আহবায়ক	০১৩২০১২৯৫০০
০২.	জনাব চন্দন দেবনাথ জেলা কমান্ডেন্ট আনসার ও ভিডিপি সিরাজগঞ্জ এর প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৩০-০৩৮১০০ ০৭৫১-৬৪৭০৬ avsirajgonj@gmail.com

০৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজগঞ্জ সদর	সদস্য	
০৪.	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির অফিসার ইনচার্জ, সিরাজগঞ্জ সদর থানা	সদস্য	
০৫.	মোহাম্মদ আব্দুর রহমান উপ-সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিরাজগঞ্জ		০১৯০১-০২২২১০ ০২৫৮৮৮৩০১২৪ dadfscds@gmail.com
০৬.	জনাব শেখ মো: মাহমুদ পুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি, রাঙামাটি সাবেক ডিআরসি (সিডি), চট্টগ্রাম অঞ্চল	সদস্য	০১৭১১-৭৪৯৭৬৬ ০১৮৮-২৭৯১৯৫১ skmdmahmud@gmail.com
০৭.	মোঃ সাইফুল ইসলাম প্রভাষক সলিমউদ্দিন চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,নারায়ণগঞ্জ ইয়াং এডাল্ট লিডার, নারায়ণগঞ্জ জেলা রোভার।	সদস্য	০১৭২২২৯১৫৪২
০৮.	জনাব রিফাত আফসানা যুগ্ম আহবায়ক, গবেষণা ও মূল্যায়ন	সদস্য	
০৯.	জনাব শহিদুল ইসলাম শান্ত যুগ্ম আহবায়ক, টিটিএল	সদস্য	
১০.	মোঃ আহসান উল্লাহ খান,আরএসএল আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান স্কাউট গ্রুপ	সদস্য	০১৭২১০১৭৫৩৬
১১.	মোহাম্মদ ফরিদুদুর রহমান (শিমুল) আমরা স্কাউট গ্রুপ,ঢাকা	সদস্য	০১৭২৩৪৭৮৮৬৪
১২.	জনাব মনজুরুল আলম উপ পরিচালক (বিধি ও ভূ-সম্পত্তি) বাংলাদেশ স্কাউটস।	সদস্য সচিব	০১৭১৬৪৫১৪১৫

পরিবহন ও যোগাযোগ উপ কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	মোবাইল নাম্বার ও ইমেইল এড্রেস	কমিটিতে দায়িত্ব
০১.	জনাব আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খান সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।	**০১৭১৫-০০১৫০৫** mohiuddin_2001@yahoo.com	আহবায়ক
০২.	জনাব তাবাসসুম বিনতে ইসলাম প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী (উন্নয়ন) পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশ রেলওয়ে	০১৭৩০-২৪১৪১৬	সদস্য
০৩.	প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম খান এলটি, অধ্যক্ষ, মোহাম্মদপুর সরঃ স্কুল এন্ড কলেজ।	০১৭১৫-৬১৬৫৩৫	যুগ্ম আহবায়ক
০৪.	মোঃ আশিকুর রহমান যুগ্ম আহবায়ক, অ্যাডাল্ট ইন স্কাউটিং		
০৫.	জনাব গণপতি রায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিরাজগঞ্জ জেলা।	০১৭৩৩-৩৩৫০০৩ adcgsirajganj@mopa.gov.bd	সদস্য

০৬.	জনাব মোঃ মহসিন আলী রোভার লিডার, সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ।	০১৭১৮-২৭২১৫১	সদস্য
০৭.	জনাব মোঃ শরীফ হোসেন ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) গণিত, যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।	০১৭১১-০৭০২৩৪	সদস্য
০৮.	জনাব লুৎফুন নেছা শিরিন প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ	০১৭২৫-১৯৪০০১	সদস্য
০৯.	মোঃ আনিসুর রহমান উজ্জীবিত একুশ মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ	০১৯২৬-৪৩২১৮৫	সদস্য
১০.	শাকিলা ইয়াসমিন উপ পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস	০১৭৪১-২৬২৬১৯ shakilayasmin13@ gmail.com	সদস্য সচিব

প্রচার, প্রকাশনা, জনসংযোগ ও ডকুমেন্টেশন উপ কমিটি

ক্রমিক	নাম ও বিএস আইডি	মোবাইল নম্বর	ইমেইল	পদবী
০১.	ড. খ ম কবিরুল ইসলাম সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০১৬৩১৬৪৬৬৭২	secretary@tmed.gov.bd kmkabir5690@gmail.com	আহবায়ক
০২.	অধ্যাপক ফাহমিদা ইডেন কলেজ,ঢাকা	০১৮১৯২৩৭৭০৭	suvashini@hotmail.com	যুগ্ম আহবায়ক
০৩.	জনাব মোঃ হারুন জামিল সিনিয়র সাংবাদিক, ঢাকা মেইল	০১৭১১৩২০৭২০ ০১৯৪১৭৪৩৪৬৬	Harun.jamil@dhakamail.com harunjamil@yahoo.com	সদস্য
০৪.	জনাব আলমগীর স্বপন পলিটিক্যাল এডিটর যমুনা টিভি, ঢাকা	০১৯১১৩১৬৯৮১	almswapn@gmail.com	সদস্য
০৫.	জনাব মোঃ ইমরান-উজ-জামান সিনিয়র সাংবাদিক বাংলাদেশ টেলিভিশন,ঢাকা	০১৯১১৭৫২২৮৮	imrananu@yahoo.com	সদস্য
০৬.	ড. মোঃ আরিজুল ইসলাম খান উপপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা	০১৫৫২৪১০৫৪৭		সদস্য
০৭.	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ খান হাসান সভাপতি, সিরাজগঞ্জ প্রেস ক্লাব	০১৭১১৩১৭২৬৪		সদস্য
০৮.	জনাব মেহেনাজ মুন্নি	০১৭৭৬৮১২৯২১	Mehenajmunni6@gmail.com	সদস্য
০৯.	জনাব নাজমুল ইসলাম হৃদয় যুগ্ম আহবায়ক, ভূ-সম্পত্তি	০১৩১৬১০৩৫৫০	nazmul.i.hridoy@gmail.com	
১০.	জনাব রতন কুমার বিশ্বাস সদস্য, মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন উপ কমিটি, ঢাকা	০১৭১৩-০৬৬৯৩৩	rkbbd@yahoo.com	সদস্য

১১.	মোঃ হামজার রহমান শামীম উপপরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস	০১৫৫০৪১১৪৫১	shamimcse@gmail.com	সদস্য সচিব
১২.	জনাব আব্দুল্লাহ আল তারিক সহকারী পরিচালক (মিডিয়া এবং প্রকাশনা), বাংলাদেশ স্কাউটস	০১৭১৮১২৮৪৪১	tariqbd14@gmail.com	যুগ্ম সদস্য সচিব

কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি উপ কমিটি

ক্রমিক	নাম ও পদবী	মোবাইল ও ইমেইল এড্রেস
১.	মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন, আহবায়ক প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি সাব কমিটি, ৭ম জাতীয় কমডেকা- ২০২৫	০১৭১২০৪৬১৭৩ farida3210@yahoo.com
২.	জনাব মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, উডব্যাজার সহযোগী অধ্যাপক (দর্শন বিভাগ), ইসলামিয়া সরকরি কলেজ, সিরাজগঞ্জ	০১৭১২৫০৭৭৮৮
৩.	জনাব আব্দুল্লাহ আল আমিন রুবেল যুগ্ম আহবায়ক (সংগঠন)	০১৭৩০৫৮৮৫০৫
৪.	জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান খান, এলটি বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা	০১৭৭৮৮৫৬০৯৬
৫.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এলটি বাংলাদেশ স্কাউটস, টাংগাইল জেলা	০১৭১৩৫৬০৯৪০
৬.	জনাব শেফালী খাতুন, এলটি বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা	০১৭১২৩৫২২৯৫
৭.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, এএলটি বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ	০১৭১৯৪১৬৪০০
৮.	জনাব লিপিকা সাহা, এএলটি ইউনিট লিডার, ঈশান ইন্সটিউশন, ফরিদপুর	০১৭১৫৩১৪৩০৮
৯.	জনাব এস. এম. শফি মাহমুদ, উডব্যাজার সহকারী অধ্যাপক রজব আলী মেমোরিয়াল বিজ্ঞান কলেজ, সিরাজগঞ্জ	০১৭১২৪০৭১৬৮
১০.	জনাব আব্দুল গাফ্‌ফার সিরাজী, উডব্যাজার রোভার স্কাউট লিডার ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	০১৭১৬৫৮০১০০
১১.	জনাব মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী অপু, উডব্যাজার ইউনিট লিডার ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা	০১৩২১৭১৮৪৫৪
১২.	জনাব মোসাঃ মাহফুজা পারভীন পরিচালক (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস	০১৭১৫১১৬৩৫৪ ebuprs@yahoo.com
১৩.	জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস	০১৭১৯-৪৭৪১০২ sayeedsw2502@gmail.com

প্রোগ্রাম উপ কমিটি

ক্রমিক	নাম ও পদবী	মোবাইল ও ইমেইল
১.	জনাব মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন, পিআরএস সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও আহবায়ক, প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি সাব কমিটি ৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫	০১৭১২০৪৬১৭৩
২.	জনাব মাহবুবা খানম, এলটি সদস্য, প্রোগ্রাম বিষয়ক উপ কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	০১৭১২ ১১৩১১২
৩.	স্কাউটার মুহঃ আসাফ উদ দৌলা উর্ধ্বতন ভান্ডার কর্মকর্তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এস সি টি বি),৬৯-৭০, মতিঝিল বার্ণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	০১৮১৯৮৬৫১৪৭
৪.	স্কাউটার মোসলেউদ্দিন আহমেদ, এলটি বাংলাদেশ স্কাউটস, ফারিদপুর জেলা	০১৭১২৫৭০৪৪৮
৫.	জনাব ফারহানা রহমান, পিআরএস ডিআরসি (প্রোগ্রাম), এয়ার অঞ্চল	০১৭১২০৫৮৫৪৩ frahmanshetu@gmail.com
৬.	স্কাউটার রাকিব হাসান শিপু, পিএস, পিআরএস, সিডিএস, সিডিআরএস ও সহকারি স্কাউট লিডার, রাণী বিলাসমণি মুক্ত স্কাউট গ্রুপ গাজীপুর	০১৭২৬৪৬১৯৭৩ rakubsipu2@gmail.com
৭.	জনাব মোঃ আল আমিন যুগ্ম আহবায়ক, এক্সটেনশন স্কাউটিং	
৮.	জনাব তৌফিক আরেফিন উপ-পরিচালক, কৃষি অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	০১৭১১১১৬০৩২
৯.	জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ	-
১০.	জেলা কৃষি অফিসার সিরাজগঞ্জ	-
১১.	জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ জেলা	
১২.	মোসাঃ মাহফুজা পারভীন পরিচালক (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস ও সদস্য সচিব, প্রোগ্রাম ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানাদি সাব কমিটি, ৭ম জাতীয় কমডেকা ২০২৫	০১৭১৫১১৬৩৫৪ ebuprs@yahoo.com
১৩.	জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস	০১৭১৯-৪৭৪১০২ sayeedsw2502@gmail.com

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রেজিস্ট্রেশন উপ কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্ব
১.	জনাব মোঃ আসিফ-উল-হক, সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	আহবায়ক
২.	জনাব মাহেনুর জাহান, সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	যুগ্ম আহবায়ক
৩.	জনাব শাহ শরমিন ইসলাম, ইউনিট লিডার, সুরমা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ (টিটিএল)	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ বীন হায়দার, সদস্য, এক্সটেনশন স্কাউটিং উপ কমিটি	সদস্য
৫.	জনাব এটিএম নওশের আলী, আরএসএল, লালবাগ ওপেন স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
৬.	জনাব রাজীব পাল, আরএসএল, ৭১ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
৭.	জনাব মোহাম্মদ আল-আমিন কবির, ইউনিট লিডার, ফ্রেন্ডস ওপেন স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
৮.	জনাব আবদুল্লাহ আল ফাহাদ, সম্পাদক, এক্সপ্লোরার ওপেন স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
৯.	জনাব মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দি অপু, ইউনিট লিডার, প্যাট্রিয়ট ওপেন স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, ইউনিট লিডার, স্বপ্নিল ওপেন স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
১১.	জনাব সাকিব ইসলাম, ইউনিট লিডার, বিইউবিটি রোভার স্কাউট গ্রুপ	সদস্য
১২.	জনাব এস. এম. জাহির-উল-আলম, উপ-পরিচালক (হিসাব), বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য সচিব

সেফ ফর্ম হার্ম উপ কমিটি

প্রস্তাবিত কমিটি:

১.	অধ্যাপিকা ফাহমিদা, সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	-	আহবায়ক
২.	প্রফেসর পারভীন আক্তার	-	সদস্য
৩.	প্রফেসর সাহানারা বেগম	-	সদস্য
৪.	জনাব সুমন মাহমুদ	-	সদস্য
৫.	জনাব শেখ সালমা খানম, সহকারী পরিচালক, বা:স্কা: ঢাকা মেট্রো:	-	সদস্য সচিব

স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সেবা উপ কমিটি

ক্রম:	নাম ও পদবী	দায়িত্ব
০১.	জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	আহ্বায়ক
০২.	সিভিল সার্জন, সিরাজগঞ্জ	যুগ্ম আহ্বায়ক
০৩.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিরাজগঞ্জ	যুগ্ম আহ্বায়ক
০৪.	জনাব দূর-রে-শাহওয়াজ উপসচিব (পার-১ শাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সদস্য
০৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর	সদস্য

০৬.	জেলা কমান্ডার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
০৭.	সহকারী কমিশনার মি) সিরাজগঞ্জ সদর	সদস্য
০৮.	জনাব সাইদুর রহমান বাচ্চু, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
০৯.	জনাব মোঃ আসিফুজ্জামান যুগ্ম আহবায়ক (ট্রেনিং)	সদস্য
১০.	জনাব সরকার ছানোয়ার হোসেন, এলটি প্রধান শিক্ষক, জাহান আরা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান (ইয়াং লিডার) প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ জেলা রোভার, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
১২.	জনাব মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট (ইয়াং লিডার) ইউনিট লিডার, অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
১৩.	জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ মাহী (ইয়াং লিডার) সদস্য, সেবা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
১৪.	জনাব মোঃ জামাল উদ্দীন সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা	সদস্য সচিব

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ (CDV) সাব কমিটি

ক্রম	নাম ও পদবী	দায়িত্ব
১.	ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম, সদস্য, এডহক কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস	আহবায়ক
২.	জনাব আনোয়ার হোসেন, মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৩.	জনাব ইসরাত রেজা, যুগ্ম-সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (লাইসেন্স,পলিসি, ল), মাইক্রোক্রেডিক রেঃ অঃ	সদস্য
৫.	কাজী মেহেদী হাসান, যুগ্ম আহবায়ক, মেঃ রেজিঃ বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৬.	কে, এম, কাউসার সাজ্জাদ সজল, সদস্য, ভূ-সম্পত্তি ও বিধি বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ আব্বাস আলী পাভেল, আর্কিটেক্ট, সিলেট অঃ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ স্কাউটস	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ বিল্লাল খান, সিডিভি ও সম্পাদক, বালক সেনা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ শামিন রহমান, রাণী বিলাস মনি মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, গাজীপুর	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ হোসেন আলী ছোট, সম্পাদক, অন্বেষন মুক্ত স্কাউটস গ্রুপ, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, CDV সাব কমিটি ও প্রকল্প পরিচালক, লালমাই, কুমিল্লা উন্নয়ন প্রকল্প	সদস্য-সচিব

৭ম জাতীয় কমডেকা-২০২৫
১৯-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
"বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে স্কাউটিং"

মঞ্চায়ন-০১: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
মঞ্চায়ন -০২: গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার ও সমাপনী অনুষ্ঠান
স্মৃতির সিঁড়ি-০১: টপ অ্যাচিভারস গ্যাদারিং
স্মৃতির সিঁড়ি -০২: সিডি অ্যাওয়ার্ড গ্যাদারিং
স্মৃতির সিঁড়ি -০৩: উডব্যাজার গ্যাদারিং
স্মৃতির সিঁড়ি -০৪ : গণ অভ্যুত্থান সন্ধ্যা
স্মৃতির সিঁড়ি -০৫ : ভলান্টিয়ারস নাইট
স্মৃতির সিঁড়ি-০৬ : গার্ল ইন-স্কাউটিং এর ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন
সেবা-০১: বিপি পিটি
সেবা-০২: তাঁবুকলা
সেবা-০৩: অবস্ট্যাকল
সেবা-০৪: ফান এন্ড গেম
সেবা-০৫: চেতনার আলো
সেবা-০৬: আলোকিত সমাজ
সেবা-০৭: হাইকিং
সেবা-০৮: ওয়াটার এক্টিভিটিজ
সেবা-০৯: সিডিভি
সেবা-১০: ফেইথ এন্ড বিলিভ
সেবা-১১: ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
সেবা-১২: ইয়ুথ পার্লামেন্ট
সেবা-১৩: ফ্রিল্যান্সিং
সেবা-১৪: ক্যাম্প ফায়ার

কমডেকা প্রোগ্রাম

তারিখ ও বার / সময়	১৮.০২.২০২৫ মঙ্গলবার	১ম দিন ১৯.০২.২০২৫ বুধবার	২য় দিন ২০.০২.২০২৫ বৃহস্পতিবার	৩য় দিন ২১.০২.২০২৫ শুক্রবার	৪র্থ দিন ২২.০২.২০২৫ শনিবার	৫ম দিন ২৩.০২.২০২৫ রবিবার	৬ষ্ঠ দিন ২৪.০২.২০২৫ সোমবার	৭ম দিন ২৫.০২.২০২৫ মঙ্গলবার
ভোর ৫.৩০ মিঃ		ইউনিট-সমূহের রিপোর্টিং, তাঁবু বন্টন ও তাঁবু এলাকা সজ্জিতকরণ	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদন ও প্রার্থনা					
সকাল ৬.০০ মিঃ			বিপি পিটি ও অ্যারোবিক্স					প্যাক আপ পরিদর্শন ও কমডেকা এলাকা ত্যাগ
সকাল ৭.০০ মিঃ			সকালের নাস্তা					
সকাল ৭.৩০ মিঃ			পরিদর্শন					
সকাল ৮. ০০ মিঃ			পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান (ভিলেজভিত্তিক)					
সকাল ৮.৩০ মিঃ / সকাল ১০.০০ টা	**কর্মকর্তাবৃন্দের রিপোর্টিং**		**উদ্বোধনী অনুষ্ঠান (সকাল-১১.০০)**	ভিলেজ-১: আলোকিত সমাজ ভিলেজ-২: ওয়াটার এক্টিভিটিজ ভিলেজ-৩: ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ভিলেজ-৪: অবসট্যাকল	ভিলেজ-১: অবসট্যাকল ভিলেজ-২: আলোকিত সমাজ ভিলেজ-৩: ওয়াটার এক্টিভিটিজ ভিলেজ-৪: ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	ভিলেজ-১: ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ভিলেজ-২: অবসট্যাকল ভিলেজ-৩: আলোকিত সমাজ ভিলেজ-৪: ওয়াটার এক্টিভিটিজ	ভিলেজ-১: ওয়াটার এক্টিভিটিজ ভিলেজ-২: ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ভিলেজ-৩: অবসট্যাকল ভিলেজ-৪: আলোকিত সমাজ	
দুপুর ১২.৩০ মিঃ	দুপুরের খাবার ও প্রার্থনা							
দুপুর ৩.০০ টা	কর্মকর্তাবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন	উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মহড়া	ভিলেজ-১: হাইকিং ভিলেজ-২ ও ৩: সিডিভি এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভিলেজ-৪ : চেতনার আলো	ভিলেজ-১: ফান এন্ড গেম ভিলেজ-২: হাইকিং ভিলেজ-৩: সিডিভি ভিলে-৪: ফ্রিল্যান্সিং টপঅ্যাচিভারস গ্যাদারিং	ভিলেজ-১:চেতনার আলো ভিলেজ-২: ফান এন্ড গেম ভিলেজ-৩: হাইকিং ভিলেজ-৪: সিডিভি সিটি অ্যাওয়ার্ড গ্যাদারিং	ভিলেজ-১: সিডিভি ভিলেজ-২: চেতনার আলো ভিলেজ-৩: ফান এন্ড গেম ভিলেজ-৪: হাইকিং উডব্যাজারস গ্যাদারিং	ভিলেজ-১ : ফ্রিল্যান্সিং ভিলেজ-২: সিডিভি ভিলেজ-৩ : চেতনার আলো ভিলেজ-৪: ফান এন্ড গেম ইয়ুথ পার্লামেন্ট	
বিকেল ৪.৩০ মিঃ	নামাজ/প্রার্থনা							
বিকেল ৫.০০ মিঃ	কর্মকর্তাবৃন্দের স্ব স্ব দায়িত্ব গ্রহণ ও বিভাগভিত্তিক প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন	ভিলেজ-৩ : ফ্রিল্যান্সিং	ভিলেজ-২ : ফ্রিল্যান্সিং	গার্ল ইন-স্কাউটিং এর ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন	গণ অভ্যুত্থান সন্ধ্যা	ফেইথ এন্ড বিলিফ (ভিলেজ-১ ও ৩)	ভিলেজ-১ ও ৪ : সিডিভি এর সমাপনী অনুষ্ঠান	
সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ		পতাকা নামানো, নামাজ/প্রার্থনা						
সন্ধ্যা ৭.৩০ মিঃ		ইউনিট ভিত্তিক সাব ক্যাম্পে উপস্থিত বক্তৃতা (ইয়ুথ পার্লামেন্ট)	ভিলেজভিত্তিক উপস্থিত বক্তৃতা (ইয়ুথ পার্লামেন্ট) ক্যাম্পফায়ার সাব ক্যাম্পভিত্তিক (ইউনিট ও কন্টিনজেন্ট বাছাই) (সকল সাব ক্যাম্প)	সাবক্যাম্প ভিত্তিক ক্যাম্পফায়ার	ফেইথ এন্ড বিলিফ (ভিলেজ-২ ও ৪)	ভিলেজভিত্তিক ক্যাম্পফায়ার (১,২,৩ ও ৪) ভলান্টিয়ারস নাইট **(রাত ৯.০০ টা)**	গ্র্যান্ড ক্যাম্পফায়ার ও সমাপনী অনুষ্ঠান	
রাত ৮.৩০ মিঃ	রাতের খাবার, স্টাফ মিটিং							
রাত-১০.০০ মিঃ	বাতি নেভানো ও ঘুম							

স্মৃতির পাতায় অম্লান

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত 'মুগ্ধ'
জীবনের শেষ মুহূর্তে সেবা দিতে দিতে বললেন....
পানি লাগবে ? পানি . . .

শহীদ স্কাউট লিডার
মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ
বাংলাদেশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন স্কাউট গ্রুপ
(শহীদ মুগ্ধ স্কাউট ও রোভার স্কাউট ছিলেন)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা
বাংলাদেশ স্কাউটস

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ রোভার স্কাউট
তাঞ্জির খান মুন্না
প্যাক্স হিল ওপেন স্কাউট গ্রুপ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা
বাংলাদেশ স্কাউটস

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ রোভার স্কাউট
রোহান আহমেদ খান
- দনিয়া কলেজ
রোভার স্কাউট গ্রুপ
(সে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলো)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা
বাংলাদেশ স্কাউটস

স্মৃতির পাতায় অম্লান

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ স্কাউট

মো: মাহবুব আলম

শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি

(সে একজন প্রাক্তন নিবেদিত প্রাণ স্কাউট)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ স্কাউটস

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ স্কাউট

গোলাম নাফিজ

বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

(সে একজন প্রাক্তন স্কাউট)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ স্কাউটস

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ স্কাউট

তাহির জামান প্রিয়

বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর

কলেজে লেখাপড়া ও স্কাউটিং করেন এবং

ঢাকায় সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত ছিলেন)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্মৃতির পাতায় অম্লান

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ স্কাউট

শাফিক উদ্দিন আহম্মেদ আহনাফ

বিএএফ শাহিন কলেজ, ঢাকা

(সে একাদশ শ্রেণিতে বার্ষিক পরীক্ষারত ছিলো)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ স্কাউটস

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ রোভার স্কাউট

মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়া (ফারহার ফাইয়াজ)

রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

(একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় শহীদ হয়, কলেজে রোভার স্কাউট ছিলো)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ স্কাউটস

সেবা'র মহান ব্রতে উজ্জীবিত

শহীদ স্কাউট

আফিকুল ইসলাম সাদ

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার

(দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় শহীদ হয়, স্কুলে স্কাউট ছিলো)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সকল শহীদ এর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

বাংলাদেশ স্কাউটস

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT